শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল

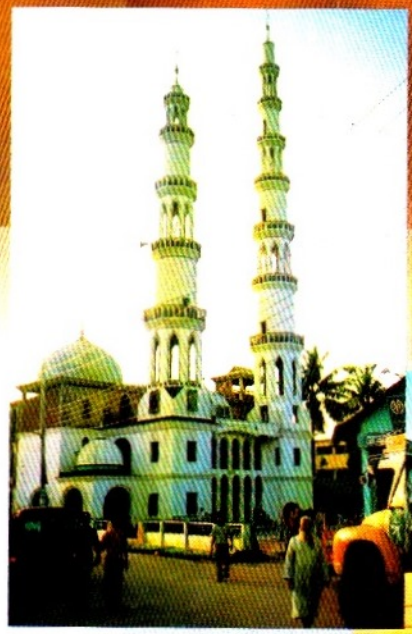

উপজেলা প্রশাসন, শেরপুর
জেলা-শেরপুর

শেরপুর উপজেলা
প্রোফাইল

উপজেলা প্রশাসন, শেরপুর
জেলা-শেরপুর

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ উপজেলা প্রশাসন, শেরপুর

স্বত্ত্ব ঃ উপজেলা প্রশাসন, শেরপুর

পাণ্ডুলিপি খসড়া মুদ্রণ ঃ মোঃ আব্দুল হালিম
শহীদুল ইসলাম হিরা

কম্পোজ ঃ মান্নান ফরিদী খোকা
দুশা কম্পিউটার্স, বাকৃবি, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ০৯১-৬২৪৯২, মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৬৫০৭০

ডিজাইন ঃ স্বাধীন গ্রাফিকস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-২৮৮০১৫

মুদ্রণ ঃ ব্রহ্মপুত্র প্যাকেজিং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ
বিসিক শিল্পনগরী, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ ০৯১-৬৪১৮০
মোবাইল ঃ ০১৭১২-২২৬৩১২, ০১৭১০-১৯০৬৬৬

ফটোগ্রাফি ঃ এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
আব্দুল হাকিম বাবুল
ও
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ ঃ সম্পাদনা পরিষদ

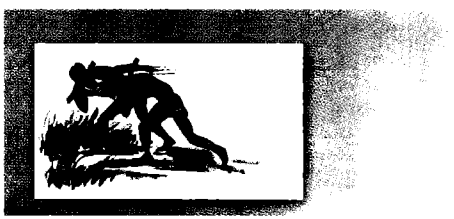

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল

প্র কা শ কা ল
আগস্ট, ২০০৮

উ প দে ষ্টা

সামছুন্নাহার বেগম
জেলা প্রশাসক, শেরপুর

স ম্পা দ না প রি ষ দে র স ভা প তি

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা-শেরপুর, জেলা-শেরপুর

স ম্পা দ না প রি ষ দে র স দ স্য বৃ ন্দ

পণ্ডিত ফসিহুর রহমান
অধ্যাপক ড. সুধাময় দাস
আলী আজম
মোঃ মোখলেছুর রহমান
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
মোঃ মাহফুজুল হক
বিপুল দাম হৃদয়
আব্দুল হাকিম বাবুল-সম্পাদক

www.pathagar.com

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল
সম্পাদনা পরিষদ, শেরপুর

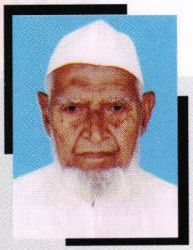

পণ্ডিত ফসিহুর রহমান
সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
সহঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
ও
সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. সুধাময় দাস
সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ মাহফুজুল হক
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার ও সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

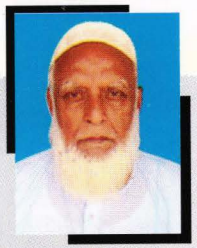

আলী আজম
সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ মোখলেছুর রহমান
চেয়ারম্যান
চরমোচারিয়া ইউপি ও সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

বিপুল দাম হৃদয়
সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আব্দুল হাকিম বাবুল
সম্পাদক
সম্পাদনা পরিষদ

www.pathagar.com

পরামর্শক বোর্ড

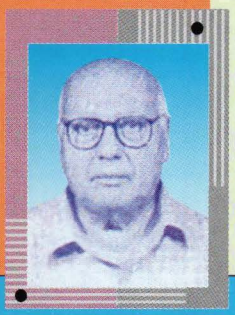

অধ্যাপক জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান

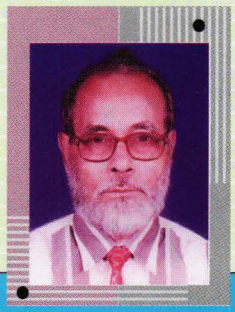

অধ্যাপক জনাব আবু তাহের

জনাব মুহসিন আলী

জনাব আব্দুর রশিদ

জনাব হবিবুর রহমান

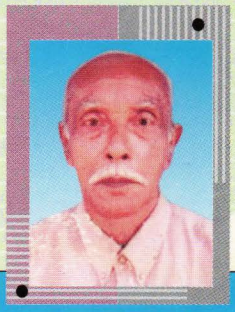

জনাব আবুল কাশেম

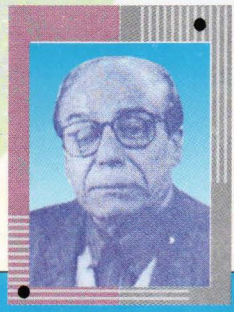

জনাব আব্দুর রেজ্জাক

জনাব আমজাদ হোসেন

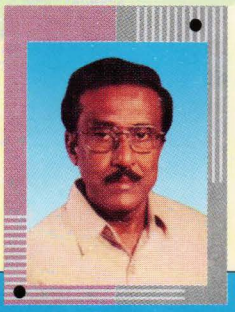

জনাব সুশীল মালাকার

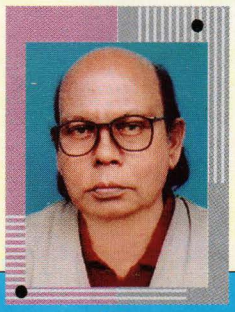

জনাব নীতিশ রায়

জনাব এডভোকেট আখতারুজ্জামান

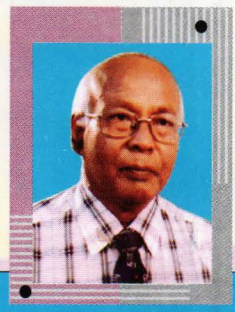

জনাব মোঃ আবু বকর

জনাব আব্দুর রশীদ

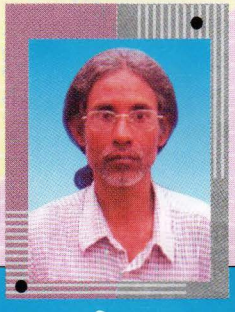

জনাব রবিন পারভেজ

জনাব খলিলুর রহমান

জনাব রঞ্জিত নিয়োগী

www.pathagar.com

বাণী

শেরপুর উপজেলা একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ। এ উপজেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তথ্য নিয়ে উপজেলা প্রোফাইল তৈরির প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই। আমার সাথে আলোচনা ও অনুমতি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ সম্প্রতি এ মহতী উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি আশা করি এ কাজে তিনি তাঁর সৃজনশীলতার স্বাক্ষরও রাখতে সক্ষম হবেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে উপজেলা প্রোফাইল উপজেলার ইতিহাস বা মৌলিক কোন গ্রন্থ নয়। বরং বলা চলে একটি জনপদকে একপলকে দেখার চেষ্টা। তবুও এ প্রোফাইলে গ্রথিত তথ্যসমূহ অনেক সৃজনশীল কাজের সহায়ক হবে। আমি আশা করি এ প্রোফাইল শুধু বর্তমান সময়েরই প্রয়োজন পূরণ করবে না, ভবিষ্যতেও সহায়ক দলিল হিসেবে কাজ করবে।

(সামছুন্নাহার বেগম)
জেলা প্রশাসক
শেরপুর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদের নিবেদন...

তথ্য শব্দটির একাধিক প্রতিশব্দ রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে যথার্থ, সত্য ও অবিসংবাদী। আর শব্দটির বিস্তৃত অর্থ হচ্ছে, সঠিক সংবাদ বহনকারী। শব্দটির সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় প্রকার অর্থই এই বার্তা দেয় যে, তথ্য হলেই তা অসত্য হবার দায়মুক্ত হবে। কিন্তু কিছু মানুষের জিঘাংসাবৃত্তি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, বিধ্বংসী প্রবণতা তাদেরকে বিকৃতভাবে তথ্য পরিবেশনায় প্ররোচিত করে। বিশ্ব স্রষ্টার ভুবনপ্লাবী অনন্ত করুণাধারায় অভিষিক্ত না হলে অনেক সময় বিকৃত তথ্য জালের উর্ণ ভেদ করা শিক্ষার অনালোকিত সাধারণ পর্যায়ের মানুষ দ্বারা উর্ননাভের মতই সম্ভবপর হয় না। বিকৃত তথ্যমালা তথা তৈরীকৃত উদ্দেশ্যমূলক কথামালার সেই দুর্ভেদ্য জাল ক্রমশঃ তাদের দ্বারা অভেদ্য হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিবন্ধিত্ব আরোপিত হয় তার পূর্ব সচল সমস্ত অঙ্গরাজিতে, চিন্তায়, মননে। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সনাক্ত করতে সংকুচিত এবং লজ্জিত হয়- নিজের অনাবিষ্কৃত গৃহাঙ্গনে দাঁড়িয়ে অন্যের অপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের প্রতিও সম্ভ্রমে বিনত হয়। আত্ম-আবিষ্কারের পথ ধরে আত্মজৈবনিক গৌরব গাঁথাকে অন্বিষ্ট জ্ঞান করলে তা জাতির আত্মাজৈবনিক প্রতিমূর্তি দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারে এবং তা-ই হতে পারে সকল প্রতিবন্ধিত্বের প্রতি সবচে' কঠোর প্রত্যাঘাত, তা জেনেই তথ্যকে নিয়ে চলে রুচিহীন তথ্যহীন বিতথ জুগুপ্সা। মানুষের স্রষ্টা মানুষের এই প্রকৃতি সম্পর্কে তাকে পূর্বাহ্ণেই অবহিত করে দিয়েছেন এইভাবে যে, 'হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ বলে বিশ্বাস করো- যদি পৃথিবীতে সংগঠিত অশান্তি সৃষ্টিকারীরা তথ্য পরিবেশন করে তবে তোমরা (যেন সে যোগ্যতায় থাক) তাদের পরিবেশিত তথ্য ও সংবাদের সত্যতার ওপর (স্বীকৃত যোগ্যতার সাথে পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক তার গ্রহণযোগ্যতার মান যাচাইয়ে সক্ষম হও। নির্দেশটি এই জন্য যে, এই তথ্য জাতির পর জাতিকে সর্বনাশে নিক্ষেপ করবে, কারণ তারা অজ্ঞতায় রয়েছে (অর্থাৎ অজ্ঞতার কারণে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত তথ্যকেই সত্য মনে করবে)। যেন এই সাবধান বাণীটি পরবর্তীকালে তোমাদের আক্ষেপের বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়। (আল কোরান ঃ ৪৯ ঃ ৬-৭)।

www.pathagar.com

২। প্রোফাইল ইংরেজী শব্দটির নানা আভিধানিক অর্থ রয়েছে। কিন্তু প্রায়োগিক যে অর্থটি সর্বাধিক প্রচলিত সেটি হলো বৃত্তান্ত বা বিবরণী। যে অর্থে আমরা বায়োডাটা-কে জীবন বৃত্তান্ত হিসেবে ব্যবহার করি সমরূপ অর্থে কোন উপজেলা প্রোফাইল হতে পারে- উপজেলার ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক একটি বৃত্তান্ত যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এর ভূগোল, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, উন্নয়ন, অনুন্নয়ন, সমস্যা, সামর্থ্য, সুযোগ, ঝুঁকি ও সম্ভাবনাসহ সম্ভাব্য সকল কিছু। বিস্তৃত অর্থে ইতিহাস যেহেতু যে কোন কিছুর (ব্যক্তি, বস্তু, জীব, জড় সকল কিছু) উৎপত্তি, প্রকাশ ও বিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে সে-অর্থে আজকের প্রেক্ষাপটে (Context) শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল হতে পারে আগামী দিনে ইতিহাসের এক অনবচ্ছেদ্য অংশ। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধানকারীর একটা নিজস্ব দৃষ্টি থাকা চাই। আর এই দৃষ্টিকোণটাই আসল। কারণ, এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্যই ইতিহাস উপন্যাস হয়, ঘটনাপঞ্জী হয়, জীবনচরিত হয়, আবার দ্বন্দ্বমুখর বিরোধবন্ধুর বাস্তব জীবনের ইতিহাসও হয়। আর এই ইতিহাস যেহেতু কালানুক্রমিক সেহেতু কালের পরিক্রমায় 'বর্তমান' যা অতীতের গর্ভে সততঃ অপসৃয়মান সময়ের কোন বর্ণনাকে অনাগতকালে প্রশ্নবিদ্ধ করে সম্মুখীন করে বাস্তবতার, পুনর্মূল্যায়িত হয় সত্যসন্ধ যুক্তিনিষ্ঠার আবর্তে বিবর্ণ অতীতের প্রকীর্ণ মানসিকতা, উন্মোচিত হয় নতুন নতুন দরজার অর্গল। উদাহরণতঃ উল্লেখ্য যে, জেমস টড এর Annals and Antiquities of Rajsthan একটি সংকলন গ্রন্থ রাজস্থানের জাতীয় জীবনের সেই সকল কাহিনীর যা সেই রাজ্যের চারণ কবিরা পথেঘাটে গেয়ে বেড়াতেন। এই গ্রন্থের কাহিনীগুলোতে ঐতিহাসিক সত্যের পরিমাপ ছিল অত্যল্প। অথচ এই গ্রন্থই উৎস ভূমি হয়েছে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের, রবীন্দ্র অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণ কুমারী দেবীসহ অন্যান্য অনেক সমসাময়িক লেখকের সাহিত্যকর্মের। বহুদর্শী রবীন্দ্রনাথ এ- প্রসঙ্গেই সম্ভবতঃ মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি যখন সাহিত্য রচনা আরম্ভ করিয়াছি, বাংলা সাহিত্যে তখন রাজপুতনার যুগ চলিতেছে' (উদ্ধৃত শতবর্ষের ফেরারি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আহমদ ছফা, পৃষ্ঠা- ৩১)।

৩। শেরপুর নানা দিক, মাত্রা ও ব্যঞ্জনায় একটি বৈচিত্রপূর্ণ চারিত্র্যসমন্বিত উপজেলা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদানের পর আমাকে স্বাগত জানিয়ে প্রদত্ত সংবর্ধনায় আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যানগণ এই উপজেলার জন্য একটি প্রোফাইল প্রণয়নের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ জানালে তাই আমি অনেকটা আতংকিত হই। কোন উপজেলা প্রোফাইল এ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ কার্যক্রম ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংকলনের নিমিত্ত প্রশাসনিক উদ্যোগই জরুরী। তারপরও সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্বলিত শেরপুর উপজেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনদের সম্পৃক্ত করে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠনের অভিপ্রায়ে আমরা একটি মতবিনিময় সভায় মিলিত হই। সভায় প্রোফাইল প্রকাশনার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে এ উদ্যোগকে উৎসাহিত করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে এবং এই কমিটির সম্পাদক হিসেবে দৈনিক সমকাল এবং ইউএনবি এর শেরপুর প্রতিনিধিকে গ্রহণ করে প্রোফাইল এর সূচিভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চালানো হয় এই বিবেচনা ধারণায় রেখে যে, তথ্য সংগ্রহের কাজটি যখন প্রায় সম্পূর্ণ হবে তখন সংগৃহীত তথ্যসমূহ গঠিতব্য একটি প্রামাণীকরণ বোর্ড (যা স্থানীয় অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে) এর সম্মুখীন করা হবে। শেরপুরে জন্মগ্রহণকারী জাতীয় পর্যায়ে যে কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন, এমন ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও সমগ্র উপজেলায় পরিচিত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের শুধু নাম-পরিচয় এই প্রোফাইল এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে- সেগুলো শেরপুরের বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করা হবে এবং অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী বিভাগীয় তথ্যাদি যাচাই করার নিমিত্ত সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যানগণের সাথে মতবিনিময় করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখিত বিবেচনা অনুসরণ করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪। মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত জনাব মোঃ আবুল হাশেমকে আহবায়ক করে একটি উপ-কমিটি সর্বসম্মতভাবে গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাতা সকল সদস্যের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে তাদের চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞাপণ প্রকাশ কিংবা ন্যূনপক্ষে তাদের নাম প্রকাশের শর্তে তা গ্রহণ করেছেন। কোন দাতার ওপর কোনরূপ চাপ প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার নয় বরং তার বিরক্তি উৎপাদন বা তাঁকে বিব্রত করার ক্ষেত্রেও এই কমিটি বিরত ছিলেন। বৃহৎ অবয়বের বিকল্প সংগঠনের কাছে অর্থ কমিটি এপ্রোচ-ই করেননি। ভাল কাজ হিসেবে অনুমিত এই কার্যক্রমটিকে সমর্থন দেবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এইখানে বিস্তর। আমরা সকলের দান দাবি না করলেও শুধু শুনে যারা দান করেছেন (তালিকা ঃ পরিশিষ্ট - 'ক') মুদ্রিত এই প্রোফাইলটি যেন তাঁদেরই অমল হৃদয়ালোকের সুকোমল প্রতিচ্ছায়া। অবশ্য মুদ্রণ ব্যয় পর্যন্তই আমাদের চাওয়া সীমাবদ্ধ রেখেছি। এক্ষেত্রে সততার দাবি সম্ভবতঃ আমাদের গৌরবই বাড়াবে। অবশ্য অর্থ কমিটির বাইরে বিসিআইসি সার ডিলার সমিতির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম সমিতিভুক্ত সকল সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আমাদের কাজে সমর্থন যোগানোর যে প্রেরণা দিয়েছেন তা' সকলের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।

৫। সরকারী-বেসরকারী সংস্হা বা প্রতিষ্ঠানের সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জনাব মোঃ মাহফুজুল হক, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার। ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রায় সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম বাবুল। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের কর্মকর্তাদ্বয় ও সম্মানিত সম্পাদক নানারূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে তারা একাধিকবার এমনকি অন্যূন সাত বারও গিয়েছেন। সশরীরে যাওয়ার পাশাপাশি টেলিফোনে যোগাযোগ করেও শেষ অবধি 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' এর শাখাটি থেকে কোন তথ্য তারা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, অসফল হয়েছেন বিসিক শিল্প নগরীর শিল্প সংস্থান সম্পর্কিত তথ্য সমন্বিত করতে এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মধ্যেও সঞ্চালিত করতে পারেননি নিজেদের।

৬। যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করেছি, সেগুলো তাঁদের পারিবারিক উৎস থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যে কোন সন্ধিৎসা কিংবা গবেষণা ছিলনা বরং তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়েছি। তাদের কোন ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা সুধীজনের অলক্ষিত নাও হতে পারে কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো দুর্লক্ষ্য জ্ঞান করাকে অজ্ঞানতা মনে করিনি। যে সমস্ত ব্যক্তির জাতীয় পর্যায়ে অবদান রয়েছে স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পরিসরে আমরা তাঁদেরকেই আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি অবশ্য সম্ভাব্য সকল ব্যক্তির মধ্যে শুধু যাঁরা বা যাঁদের উত্তরাধিকারীগণ আমাদের কাছে তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত তুলে দিয়েছেন কিংবা তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত ছাপানোর সম্মতি দিয়েছেন। আর যে সমস্ত ব্যক্তির শুধু নাম পরিচয় আমরা ছেপেছি, সেগুলোর তালিকা আমরা সংগ্রহ করেছি, আমাদের সম্মানিত ইউপি চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কাছ থেকে (পরিশিষ্ট-খ)। আমরা লজ্জার সাথে এ দীনতাটুকু স্বীকার করে লজ্জিত থাকতে চাই যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রকাশিত তালিকাটিতে এমন অনেক ব্যক্তি অজান্তে বাদ পড়ে যেতে পারেন, যাঁরা এই তালিকাটিতে বিশিষ্ট করে তোলার মত পরিচয়ের অধিকারী। আমরা তাই তালিকাটিতে অসম্পূর্ণ বলেই আমাদের সমস্ত দায় এড়িয়ে যেতে চাই না। শুধু এর উল্লেখ এই কারণে করছি যে, এই তালিকাটি অন্ততঃ পক্ষে এই উপজেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পর্কে একটা অস্বচ্ছ ধারণা হলেও প্রকাশ করবে।

৭। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি ব্যক্তিগত এবং সমন্বিতভাবে আমরা এ কাজে অনেক ভুল করেছি। সুধীজন কর্তৃক ভুল চিহ্নিত করে দেয়ার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার যে ভুল আমরা সম্পাদন করেছি তা মানবীয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মত 'হৃদয়বান' এখানে অনেক আছেন। ক্ষুদ্রতাকে চিহ্নিত করার ক্ষুদ্রতায় আকীর্ণ নন তাঁরা। তাই আমরা গ্রহণ করেছি- ভুলকে শেখার সুযোগ হিসেবে। আমরা আরও গ্রহণ করেছি- Failure as the feedback of future creativity। আমরা সপ্রাণ বিশ্বাস করি কোন প্রোফাইল কোন চূড়ান্ত প্রকাশনা হতে পারেনা বরং এটি একটি পরিপূর্ণ সংকলনের দিকে ক্রমাগত পরিক্রমা।

www.pathagar.com

তাই ধীমান পাঠকের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ প্রোফাইলটির এই প্রকাশিত অবয়বের যে কোন দিকের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জনার ক্ষেত্রে তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর অমূল্য পরামর্শ থেকে বঞ্চিত না করেন।

৮। 'ঋণী আমরা সর্বজনে'। তবে কিছু নাম, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুল্লেখিত থাকলে আমরা অকৃতজ্ঞই নয় বরং প্রকারান্তরে কৃতঘ্ন পরিগণিত হবো। **জনাব সামছুন্নাহার বেগম,** জেলা প্রশাসক, শেরপুর তেমন একটি নাম ও প্রতিষ্ঠান যাঁর অবিরাম উৎসাহ আমাদের সকলকে উজ্জীবিত করেছে। আমরা তাই সম্মিলিতভাবে তাঁর অবিরত অনুপ্রেরণার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব টুটুল চক্রবর্তীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সাথে মাধুর্যপূর্ণ সুচয়িত শব্দমালার স্বীকৃতিও সবসময় আমাদের সাথে ছিল। তাঁর প্রতি রয়েছে আমাদের অপার কৃতজ্ঞতা। আবেদনমূলে এই কাজটি করতে অনেকটা বাধ্য করেছেন ইউপি চেয়ারম্যানগণ-তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অনিঃশেষ। অপরিসীম শ্রদ্ধা জনাব হেদায়েতুল্লাহ চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ শেরপুর কে তাঁর সানুগ্রহ সমর্থনের জন্য। অপরিমেয় ধন্যবাদ জনাব জয়নাল আবেদীন, উপজেলা কৃষি অফিসার (যিনি অর্থ কমিটির সদস্য না হয়েও স্বতঃস্ফূর্ত এবং একান্ত আন্তরিকভাবে ঐ কমিটিকে সহায়তা করেছেন) জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, উপজেলা পশু সম্পদ অফিসার ও জনাব ডাঃ সৈয়দ মাহবুবুল আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (যারা এই কাজটি সম্পর্কে সাক্ষাৎ হলেই খোঁজখবর নিতেন), মোছাম্মৎ মমতাজ বেগম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) (যিনি মনে করেন তার অগ্রজ সহকর্মী উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোন ভুল কাজে হাত দেননি), বেগম আনোয়ারা বেগম, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার (যিনি কাজটিকে অভিনন্দিত করতেন), জনাব মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (যিনি এ সংক্রান্ত আমার যে কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নে সদা তৎপর থাকতেন), জনাব তাপস চৌধুরী, উপজেলা প্রকৌশলী (যিনি সকল ভালো কাজের নীরব সমর্থক), জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার (যিনি সরকারী পর্যায়ের সকল তথ্য সরবরাহে সর্বদাই একান্ত আন্তরিক ও অত্যন্ত উৎসাহী), জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শেরপুর থানা (সংস্কৃতি ও সংগীতামোদী মানুষটি তার ভালোবাসার শক্তিতে সমগ্র ভাল কাজের প্রতি সর্বদা সপ্রশংস), জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রধান শিক্ষক, শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমী (যার বিনয় বিনম্রতা আমাদের অনেক বিষন্নতা অতিক্রমণে সহায়তা করেছে), জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে তিনি যখন তখন আমার হাওলায় ছেড়ে দিতেন), জনাব জয়ন্তী প্রভা দেবী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার (যিনি এ প্রকৃতির শিক্ষামূলক কাজে আমাদের একজন বড় সমর্থক), জনাব মোঃ আকলাছুর রহমান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার (যিনি নানাভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন) কে। আমার অফিসের সিএ-কাম-ইউডিএ জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন কাজটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগে আন্তরিক দায়িত্ব পালন করেছেন। হৃদয় দিয়ে এ কাজে সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন আমার অফিসের অফিস সহকারী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। পুরো পাণ্ডুলিপিটি অক্লান্ত ভাবে টাইপ করেছেন, আমাদেরকে অশেষ এবং অবিচ্ছিন্ন ঋণজালে আবদ্ধ করেছেন জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সুপার, কাজিরচর গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসা। আমার স্ত্রী দিল নুর তাহসিনা কাদের এবং কন্যাদ্বয় লুবাবা-লুবানাকে এ প্রসংগে ধন্যবাদ দিতে হয় এজন্য যে, তারা সর্বদা এই প্রোফাইল প্রকাশে কেন এত বিলম্ব হচ্ছে তার কৈফিয়ত তলব করতেন।

৯। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণের সকলের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আমার জন্য উজ্জ্বল এক পুষ্পালংকার। তবে যাঁদের কার্যকর অংশগ্রহণ আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁদের মধ্যে ডঃ সুধাময় দাস অগ্রগণ্য। ধীমান এই মানুষটির দূরদর্শী পরামর্শ সর্বদা কার্যকর ছিল। সম্পাদক হিসেবে জনাব আঃ হাকিম বাবুল ছিলেন তাঁরই অবিষ্কার। পন্ডিত ফসিহুর রহমানকে কখনোই আমার প্রবীণ মনে হয়নি। অত্যন্ত প্রাণবান এই বয়স্ক তরুণ সকল আহবানে সবার আগে সাড়া দিয়েছেন। জনাব আঃ হাকিম বাবুল কে আমি কখনো রাগতে কিংবা অধৈর্য হতে দেখিনি। তাকে দেখলে মনে হতো-নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। তিনি ছিলেন সম্পাদনা পরিষদের সাথে স্থানীয় গণ্যমান্য

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের যোগাযোগের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, চেয়ারম্যান, চর মোচারিয়া ইউপি, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে সীমাবদ্ধ থাকেননি, তার সবটুকু অন্তর ঢেলে দিয়ে প্রোফাইল সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। জনাব আলী আজমের প্রাজ্ঞ মতামত এবং বিপুল দাম হৃদয় এর হৃদয়গত সমর্থন সর্বদাই আমাদের সাথে ছিল।

১০। পরামর্শক বোর্ড এর সকল সদস্য আহূত সভা সমূহে বয়স্কতা, অসুস্থতা, বাস্তবতার কারণে উপস্থিত হতে না পারলেও টেলিফোনে বা সাক্ষাতে আমাদেরকে নানা পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের মহানায়ক মহাবীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা শেরপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধপূর্ব সময়কালে শেরপুরে বসবাস শুরু করেছেন, তাদের একটি তালিকা এই প্রোফাইল এ প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বশেষ সরকারী গেজেট-এ প্রচারিত বীরমুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকাটি প্রকাশে সহায়তা করেছেন যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের কাছে শুধু ঋণ স্বীকার করলেই আমাদের মুক্তি ঘটবেনা। দেশের সূর্য সন্তানদের কর্তৃক কৃত অপারেশনের সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা সন্নিবেশ করতে চেষ্টা করা হয়েছে শুধু তাঁদের অনন্য কার্যক্রমকে প্রকাশ করে আমাদের গৌরব বাড়ানোর জন্যই। প্রেস ক্লাবের প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বের বাইরেও সকল সাংবাদিক, সংবাদকর্মী তথা তথ্যনায়কগণ আমাদেরকে অফুরন্ত যে প্রেরণা দিয়েছেন, তার ইতিবাচক তাড়না আমাদের এ প্রয়াসকে দ্রুততর করেছে। আমরা সম্মিলিতভাবে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

১১। আমাদের এই সমন্বিত নিবেদন কোন 'মুখবন্ধ' নয়। কোন কোন সময় কোন প্রকাশনার শুরুতে এরকম কিছু জুড়ে দিয়ে অন্যের মুখ বন্ধ করার জন্য কিছু কৈফিয়ত প্রদানের ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমদের এরূপ কোন লক্ষ্য নেই। এই অনুচ্ছেদগুলো যথার্থই আমাদের সবিনয় নিবেদন। এর প্রতিটি উচ্চারণ সৎ ও স্বচ্ছভাবে আমাদের অন্তর থেকে স্বতঃ উৎসারিত। এখন বাঙালি জাতির সংস্কৃতিক-ঐতিহ্য-প্রতিভূ জাতীয় কবি কাজী নজরুলের শব্দমালার আশ্রয় নিতে পারি আপনাদের অনুমতিক্রমে-

'উষায় যারা চমকে গেল তরুণ রবির রক্ত- রাগে
যুগের আলো! তাদের বল, প্রথম উদয় এমনি লাগে।
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গায়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষাধারা'।

সম্পাদনা পরিষদ যদি সম্মিলিতভাবে এই বাণীর তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে থাকি- সেইভাবে আমাদের আরব্ধ কর্ম সম্পাদন না করে থাকি, তাহলে আপনাদের কাছে মার্জনা চাওয়ার অধিকার-ও সম্ভবতঃ আমাদের থাকেনা। সেক্ষেত্রে আপনাদের আপন উদারতাই আমাদের ভরসা। আমাদের সকল অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি আপনাদের প্রমার্জনা লাভ করুক।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা-শেরপুর, জেলা-শেরপুর
ও
সভাপতি
শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল সম্পাদনা পরিষদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. সাধারণ তথ্য ঃ

এক নজরে শেরপুর উপজেলা	১৯
শেরপুর উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ ও ইতিহাস	২১
স্থানীয় পত্র-পত্রিকার নাম	৩৩
ব্যক্তিগত ও সরকারি গ্রন্থাগার-এর তালিকা	৩৩
সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা	৩৯
উপজেলায় প্রকাশিত গ্রন্থরাজির লেখক/সম্পাদকের নাম, প্রকাশনার তারিখসহ তালিকা	৪১
শেরপুরের বিভিন্ন আন্দোলন	৪৩
ভাষা আন্দোলনে শেরপুর ও ভাষা সৈনিক	৪৪
স্বাধীনতা আন্দোলনে শেরপুর	৪৪
শেরপুরের নারী আন্দোলন	৪৪
মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা	৪৬
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে স্মরণীয় অপারেশনের বর্ণনা	৫২
ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান/স্থাপনা	৫৮
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত	৬০
শেরপুর উপজেলার সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের তালিকা	৮৪
বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ঃ এপ্রিল/০৮	৯৪
উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কর্মকাল ও নামের তালিকা	৯৫
শেরপুর জেলার শুরু থেকে জেলা প্রশাসকগণের নামের তালিকা	৯৬
শেরপুর উপজেলার হাট/বাজারের তালিকা	৯৭
শেরপুর উপজেলায় সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান	৯৮
শেরপুর উপজেলার সরকার অনুমোদিত এতিমখানার তালিকা	৯৯
শেরপুরের সাংস্কৃতিক সংগঠনের তালিকা	৯৯
জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ক্লাবসমূহ	১০১
শেরপুর উপজেলার কর্মরত সাংবাদিকদের নামের তালিকা	১০১
শেরপুরের আদালতসমূহ	১০৩
শেরপুর উপজেলায় অবস্থিত জেলা কার্যালয়সমূহের তালিকা ও টেলিফোন নম্বর	১০৪
শেরপুর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০৬

www.pathagar.com

২. স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা ঃ

ইউনিয়ন ওয়ারী মৌজা, কোড, জেএল, আয়তন, মোট ঘরবাড়ী, ছাদের উপকরণ ও জনসংখ্যা ১০৭
শেরপুর পৌরসভা ১১২
আবহাওয়া ১১২
পরিবেশ দূষণ ১১২
মাটির বৈশিষ্ট্য ১১৩
উপজেলার জীববৈচিত্র ১১৩
পর্যটন ১১৩
শেরপুর উপজেলা থেকে বিভিন্ন উপজেলা ও স্থানের দূরত্ব ১১৪

৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের তথ্যাদি ঃ

ইউনিয়ন পরিষদ ১১৫
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ১১৫
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ১১৬
ইউনিয়নসমূহের বর্তমান চেয়ারম্যানগণের নামের তালিকা ১১৬
ইউনিয়নসমূহের বর্তমান চেয়ারম্যানগণের জীবন বৃত্তান্ত ১১৭
শেরপুর পৌরসভা ১২৩
পৌরসভার বর্তমান নির্বাচিত জন প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা ১২৩
শেরপুর পৌরসভার সূচনা লগ্ন থেকে চেয়ারম্যান/প্রশাসকবৃন্দের তালিকা ১২৪
জেলা পরিষদ, শেরপুর ১২৬

৪. জেলা পর্যায়ের কয়েকটি অফিসের কার্যক্রম ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শেরপুর জেলা কার্যালয় ১২৭
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, শেরপুর ১২৯
জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার, শেরপুর ১৩০
বন বিভাগ, শেরপুর ১৩১
মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, শেরপুর ১৩২
উপ-কর কমিশনার-এর কার্যালয়, শেরপুর সার্কেল ১৩২
জেলা তথ্য অফিস, শেরপুর ১৩৪
জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-এর কার্যালয় ১৩৬
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, শেরপুর ১৩৬
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন)-এর কার্যালয় (বিএডিসি), শেরপুর ১৩৭

www.pathagar.com

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, শেরপুর ১৩৭
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শেরপুর ১৩৮
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৩৮
বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, শেরপুর ১৩৯
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, শেরপুর ১৪০

৫. শেরপুর উপজেলার রীতিসিদ্ধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ/কার্যক্রম ঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ১৪১
সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যালয় ১৪২
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, শেরপুর ১৪৫
উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় ১৪৮
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় ১৪৯
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ১৫৩
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকতার কার্যালয় ১৫৫
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় ১৫৭
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় ১৫৯
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় ১৬১
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয় ১৬২
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ১৬৪
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ১৬৭
শেরপুর ইউসিসিএ লিঃ (বিআরডিবি) ১৬৭
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় ১৭০
উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় ১৭১
উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় ১৭৩
উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয় ১৭৪
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)-এর কার্যালয় ১৭৫
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ১৭৬
পুলিশ স্টেশন ১৭৭
সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, শেরপুর ১৭৮
উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তার কার্যালয় ১৮০
উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ১৮১

www.pathagar.com

৬. কারিগরী/বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), শেরপুর ১৮২
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভাতশালা, শেরপুর ১৮৩
শেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ১৮৪
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাতশালা, শেরপুর ১৮৫
সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, সাপমারী, শেরপুর ১৮৫
সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), শেরপুর ১৮৫

৭. শেরপুরের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

শেরপুর সরকারী কলেজ, শেরপুর ১৮৭
শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ ১৮৮
শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমী ১৯০
শেরপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১
জি. কে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১
শেরপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১
শেরপুর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ১৯২

৮. উপজেলা পরিষদের কতিপয় সমস্যা ঃ

উপজেলা পরিষদ হলরুম সমস্যা ১৯৮
ডরমেটরী সমস্যা ১৯৮
কেন্টিন সমস্যা ১৯৮
আবাসিক সমস্যা ১৯৮
অফিসার্স ক্লাবের সমস্যা ১৯৮
কর্মচারী ক্লাবের সমস্যা ১৯৯
পরিষদ ভবনে কক্ষ বৃদ্ধি ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ১৯৯

৯. উপজেলায় অবস্থিত ব্যাংকসমূহ ঃ

ব্যাংক সমূহের তালিকা ২০০
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর কার্যালয় ২০০
কর্মসংস্থান ব্যাংক-এর কার্যালয় ২০১
গ্রামীণ ব্যাংক-এর কার্যালয় ২০২

www.pathagar.com

১০. উপজেলার বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও এর কার্যক্রম ঃ

শেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ২০৩
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, শেরপুর উপজেলা শাখা ২০৩
শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি (শেডাস), শেরপুর টাউন, শেরপুর ২০৪
উন্নয়ন সংঘ, শেরপুর ২০৫
সেন্টার ফর ইনজুরী প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি), শেরপুর ২০৬
ওয়াটার স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন (ওয়াশ), ব্র্যাক, শেরপুর সদর, শেরপুর ২০৮
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, শেরপুর ২০৯
সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস) ২১০
আশা, শেরপুর ২১০
সুনীতি সংঘ (এসএস) ২১১
দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (ডিএসইউএস), শেরপুর ২১২
পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), শেরপুর উপজেলা শাখা ২১৩
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভাতশালা, শেরপুর ২১৩
সেবা পরিষদ (এসপি), শেরপুর ২১৪
স্বনির্ভর নারী কল্যাণ সংস্থা, ভুইয়ারচর, শেরপুর ২১৫
এসোসিয়েশান ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এআরডি), ভূঁইয়ারচর, শেরপুর ২১৫
মহিলা কল্যাণ সমিতি, ধুবারচর, শেরপুর ২১৬
সেতু, সিংপাড়া, শেরপুর ২১৬
হেরুয়া বালুঘাট আনসার ভিডিপি সমিতি, হেরুয়া বাজার, শেরপুর ২১৬
চরাঞ্চল ক্রীড়া সাংস্কৃতিক পরিষদ, শেরপুর ২১৭

১১. শেরপুর উপজেলার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ ঃ ২১৮

১২. উপজেলার কতিপয় সমস্যা ও প্রস্তাবনা ২২১

চরাঞ্চলের সমস্যা ২২৫

১৩. পরিশিষ্টসমূহ ঃ

পরিশিষ্ট - ক ঃ প্রোফাইল প্রণয়নে সহযোগিতাকারীগণের নামের তালিকা ২২৬
পরিশিষ্ট - খ ঃ ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন ২২৭
পরিশিষ্ট - গ ঃ তথ্যসূত্র ২২৮
স্থির চিত্রে শেরপুর- ২২৯

www.pathagar.com

১. সাধারণ তথ্য

এক নজরে শেরপুর উপজেলা ঃ

০১। উপজেলার আয়তন	ঃ	৩৬০.০১ বর্গ কিঃমিঃ
০২। উপজেলার জনসংখ্যা	ঃ	পুরুষ ২৫৮৪৫৮ জন, মুসলিম ৯৭.২০% মহিলা ২৩৮১৬১ জন, হিন্দু ২.৫৪% মোট ৪৯৬৬১৯ জন, অন্যান্য ০.২৬% মোট খানার সংখ্যা ১,১৫,৫৫১ টি
০৩। শিক্ষার হার	ঃ	৩১.৩২%
০৪। পৌরসভা	ঃ	১ টি
০৪। মোট ইউনিয়নের সংখ্যা	ঃ	১৪ টি
০৫। গ্রামের সংখ্যা	ঃ	২৯৩ টি
০৬। মৌজার সংখ্যা	ঃ	১০৫ টি
০৭। ভোটার সংখ্যা	ঃ	পুরুষ ১,৪০,৪৮৪ জন, মহিলা ১,৪৫,৩৩৮ জন মোট ২,৮৫,৮২২ জন।
০৯। জমির পরিমাণ	ঃ	আবাদী জমি ৫৯০০৬ হেক্টর, অনাবাদী ৩০০০ হেক্টর এবং বনভূমি ০০৫০৩ হেক্টর।
১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	ক. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৯ টি খ. রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৭ টি গ. কমিউনিটি বিদ্যালয় ১ টি ঘ. দাখিল মাদ্‌রাসা ২২ টি ঙ আলিম মাদ্‌রাসা ৩ টি চ. ফাজিল মাদ্‌রাসা ১ টি ছ. নিু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০ টি জ. মাধ্যমিক ৪৮ টি (সরকারী ০২ টি) ঝ. সরকারী কলেজ ২ টি ঞ. বেসরকারী কলেজ ৪ টি ট. টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম কলেজ ০৩ টি ঠ. টেকনিক্যাল স্কুল ০১ টি ড. এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১ টি ঢ. স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা ৩৬ টি ণ. কিন্ডার গার্টেন ৪০ টি ত. হোমিও প্যাথিক কলেজ ১ টি

www.pathagar.com

১১। পোল্ট্রি ও অন্যান্য ফার্মের সংখ্যা	ঃ	লেয়ার ২৫ টি, ব্রয়লার ৭৬ টি, ছাগল ২২ টি, ভেড়া ৮ টি, হাঁস ২৩ টি
১২। ডেইরী ফার্মের সংখ্যা	ঃ	২৫ টি
১৩। পুকুরের সংখ্যা	ঃ	সরকারী ১০ টি, বেসরকারী ৪,৯৯০ টি
১৪। চাউলের মিল	ঃ	৩১৫ টি (তালিকাভুক্ত)
১৫। শিশু পরিবার বালিকা	ঃ	১ টি
১৬। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ঃ	১ টি
১৭। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	ঃ	১ টি
১৮। টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	ঃ	১ টি
২০। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	ঃ	১ টি
২১। উপাসনালয়	ঃ	ক. মসজিদের সংখ্যা ৭৭১ টি (সূত্র ঃ ই... জরিপ ২০০৮) খ. মন্দিরের সংখ্যা ২৬ টি গ. গীর্জার সংখ্যা ৬ টি
২২। নদী	ঃ	৪ টি
২৩। বিল	ঃ	৯ টি
২৪। রাস্তা	ঃ	পাকা ৯২.৫০ কি. মি এবং কাঁচা ৩৮১.৯১ কি. মি.
২৫। মোট ব্রীজ	ঃ	৭০ টি
২৬। ঈদগাহ মাঠ	ঃ	৩১ টি
২৭। হাট/বাজার	ঃ	৩৭ টি
২৮। খাদ্য গুদাম	ঃ	১ টি
২৭। সিনেমা হল	ঃ	৬ টি
২৮। এতিমখানা	ঃ	১৫ টি
২৯। ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ	১৪ টি
৩০। পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ	১৩ টি
৩২। ব্যাংক	ঃ	১২ টি
৩৫। এনজিও সংখ্যা	ঃ	২৬ টি
৩৬। উপজেলা পরিষদের জমির পরিমাণ	ঃ	৩.৩০ একর
৩৭। মহিলা ডরমিটরী	ঃ	১ টি
৩৮। প্রাইভেট ক্লিনিক	ঃ	৬ টি
৩৯। পেট্রোল পাম্প	ঃ	৮ টি
৪০। স্টেডিয়াম	ঃ	১ টি
৪১। গোরস্থান	ঃ	৩ টি
৪২। অডিটরিয়াম	ঃ	২ টি
৪৩। সার্কিট হাউস	ঃ	১ টি

www.pathagar.com

৪৪। ডাক বাংলো ঃ ১ টি
৪৫। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঃ ১টি
৪৬। স্মৃতি সৌধ ঃ ১ টি
৪৭। হোটেল (আবাসিক) ঃ ১৬ টি
৪৮। নিউ মার্কেট ঃ ১ টি
৪৯। ডায়াবেটিক সেন্টার ঃ ১ টি
৫০। কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ঃ ৩৫ টি
৫১। কাজী অফিস ঃ ১৬ টি
৫২। জেলখানা ঃ ১ টি

শেরপুর উপজেলার ভৌগোলিক বিবরণ ও ইতিহাস ঃ

উপজেলার নাম ঃ শেরপুর
উপজেলার আয়তন ঃ ৩৬০.০১ বর্গমিটার
জনসংখ্যা ঃ ৪,৯৬,৬১৯ জন
সীমানা ঃ উত্তরে ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলা (শেরপুর জেলা); দক্ষিণে জামালপুর জেলা; পূর্বে নালিতাবাড়ী ও নকলা উপজেলা (শেরপুর জেলা); পশ্চিমে জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও মেলান্দহ উপজেলা।

শেরপুর পূর্ব পশ্চিমে ৮৯°-৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯০°-১৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত এবং উত্তর দক্ষিণে ২৪°-৫৫′ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৫°-১৬′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত।

থানা ও উপজেলা সৃষ্টির তারিখ ঃ থানা ১৭৯০ খ্রিঃ এবং উপজেলা সৃষ্টি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ খ্রিঃ।

স্থানীয় ইতিহাস ঃ

দেশের অন্যান্য এলাকার মতোই এ অঞ্চল পর্যায়ক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত/শালিস বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা বিভক্ত হয়ে আসছে।

জামালপুর থেকে শেরপুর ব্রহ্মপুত্র নদীতে জলপথে ১০ মাইল পারাপারের দশকাহন (কড়ি) পরিমাণ নৌকা ভাড়ার সূত্রে এ এলাকার নাম ছিল দশকাহনিয়া। মোগল আমলে সম্রাট আকবরের সময় সুবে বাংলার 'বাজুহা' (বিভাগ) সরকার বাজুহার ৩২ টি পরগনার অন্যতম ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পূর্ববর্তী পরগনার নাম হয় দশকাহনিয়া বাজু। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় দশকাহনিয়া বাজুর জায়গিরদার গাজী বংশের শেরআলী গাজীর নামানুসারে এই দশকাহনিয়া বাজুর নাম হয় শেরপুর।

www.pathagar.com

মৌলভী বসিরুদ্দীনকৃত পারস্য ভাষায় লিখিত রামনাথের জমিদারি প্রাপ্তির বিবরণ অনুসরণ করে শ্রী বিজয় নাগ কর্তৃক রচিত 'নাগ বংশের ইতিবৃত্ত' (১৩৩৬), অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন রচিত 'শেরপুরের ইতিকথা' (১৯৬৯), পণ্ডিত ফসিহুর রহমান লিখিত 'শেরপুর জেলার অতীত ও বর্তমান' (১৯৯০), ইত্যাদি গ্রন্থে শেরআলী গাজীর নামে শেরপুরের নামকরণ হয়েছে এই মতের স্বীকৃতি মেলে। ড. জীবন বল্লভ চৌধুরী সাহিত্যরত্ন অবশ্য এই মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে শেরআলী গাজীর আবির্ভাবের আগে থেকেই এই পরগনা 'দশকাহনিয়া সেরপুর' নামে পরিচিত ছিল। শ্রী হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'শেরপুর বিবরণ' (১২৭৯) গ্রন্থের বক্তব্য এই মতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ শেরআলী গাজীর জায়গিরদারি বাতিল করে রামনাথ চৌধুরীকে শেরপুরের জায়গিরদারি অর্পণ করলে তার উত্তরসূরিরা শেরপুর পরগনার ভূম্যধিকারী (জমিদার) হন।

১৯২৫ সালে শেরপুর থানায় ১৩ টি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বর্তমানে এই উপজেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ১৪ টি। ১৯৭৯ সালের ৪ জানুয়ারী শেরপুর সার্কেলকে মহকুমায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি শেরপুর থানা শেরপুর উপজেলায় পরিণত হয়। ১৯৮৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেরপুর মহকুমা জেলায় পরিণত হয়। ১৯৮৮ সালের ১২ অক্টোবর শেরপুর জেলা পরিষদ গঠিত হয়।

ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব ঃ

রাজনৈতিক

ফকির মজনু শাহ, নূরুল, মুহাম্মদ, হিরজী খাঁ, টিপু পাগল, বকসী সরকার, দ্বীপচাঁদ সরকার, গুমানু সরকার, জানকু পাথর, দুবরাজ পাথর, শেরআলী গাজী, চীনা সাহেব (মৌলভী), জগদীশ নাগ, রবি নিয়োগী প্রমুখ।

সমাজ সংস্কারক

শৈলেন চৌধুরী, ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র নাগ, যোগেশ চন্দ্র নাগ, তরণী কান্ত মজুমদার, আহের মাহমুদ সরকার, খোশ মামুদ চৌধুরী, আফসার আলী খান সাহেব, মরহুম মওলানা হাসমত উল্লাহ (আটরশি পীর) প্রমুখ।

ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

তারামণি চৌধুরাণী, জগনেন্দ্র মোহন ও সত্যেন্দ্র চৌধুরী, নন্দলাল মিত্র, সরজুবালা নিয়োগী, প্রতাপ চন্দ্র চৌধুরী, মীর আব্দুল বাকী, সালেমুন নেছা বিবি (মাইসাহেবা), সৈয়দ আব্দুল আলী, শাহ চিনতি মাসুক, সৈয়দ সিরাজুল হক জান মিয়া, সৈয়দ জিয়াউল হক, হাজী ফসিহ উদ্দিন (পীর সাহেব) প্রমুখ।

www.pathagar.com

ভূস্বামী

ভূম্যধিকারী শেরআলী গাজীর পর রামনাথ চৌধুরীর জমিদারি প্রাপ্তির সময় থেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ পর্যন্ত রামনাথের উত্তরসূরিরা জমিদারি ভোগ করেন। ১৮২০ সালে চৌধুরীদের জমিদারি নয়আনি, আড়াইআনি, তিনআনি, দেড়আনি ইত্যাদি অংশে মালিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। মূলত এই জমিদারগণ ও কিছু সংখ্যাক উচ্চবর্ণ ও বর্গভুক্ত বিত্ত অধিকারী হিন্দু-মুসলমান তালুকদার ও জোতদারগণ মিলেই ছিলেন উক্ত সময়ে শেরপুরের ভূস্বামীকুল।

ব্যবসায়ী-শিল্পপতি

ড্যাঙ্গু রায় চৌধুরী (রাখী মালের কারবারি), রাধাবল্লভ সাহা (রাখি মালের কারবারি), বদ্রী নারায়ণ রাঠি (বস্ত্র ব্যবসায়ী) চানমল আগারওয়াল (পাট ব্যবসায়ী), যোগেশ চন্দ্র নাগ (ঔষধ-মনিহারি ও বস্ত্র ব্যবসায়ী), মোঃ জহির উদ্দিন (হেলা হাজি) প্রমুখ। সুরেন্দ্র মোহন সাহা, ওসমান গনি, কলিমদ্দিন হাজী, ইদ্রিস মিয়া, নিজাম উদ্দিন আহম্মদ।

লেখক-কবি-সাহিত্যিক

হরচন্দ্র চৌধুরী, চারুচন্দ্র চৌধুরী, হরকিশোর চৌধুরী, কিশোরী মোহন চৌধুরী, হিরন্ময়ী চৌধুরাণী, পণ্ডিত হরসুন্দর তর্করত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, বিজয় চন্দ্র নাগ, মৌলভী বছির উদ্দিন, মৌলভী ওজেউদ্দিন, মুন্সী করিম বকস, নইমউদ্দিন, ফজলুর রহমান আজনবী, ড. বি. এল. চৌধুরী, ডি. এসসি (এশিয়াটিক সোসাইটিতে কর্মরত ছিলেন), সৈয়দ আব্দুস সুলতান (রৌহা), সুবোধ চন্দ, ড. গোলাম রহমান রতন, ডঃ সৌমিত্র শেখর দে, উদয় শংকর রতন প্রমুখ।

শিল্পী-চিত্র শিল্পী ও আলোকচিত্র শিল্পী

রামসুন্দর দে, শরৎ চন্দ্র দে, নীতিশ রায়, সঞ্চিতা হোড় দিপু, আমিনুর রহমান নিঝু, রণজিৎ নিয়োগী, বিজন কুমার দে।

নাট্যশিল্পী ঃ

শ্রীপতি চৌধুরী, মোহিনী মোহন বল, নিরোদ রঞ্জন পাল, সুধীর বর্মণ, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, আহসান উল্ল্যাহ।

বেহালা বাদক ঃ

বনমালী রায় কর্মকার।

www.pathagar.com

নৃত্য শিল্পী ঃ

কমল পাল ।

তবলচি ঃ

জয়গোপাল সাহা, উদয় শংকর সাহা প্রমুখ ।

ক্রীড়াবিদ (ফুটবল খেলোয়াড়) ঃ

সৈয়দ আব্দুল খালেক, হজরত মৃধা, নীলু বসাক, জ্ঞানী দে, ছানা বোস, টুরু মিয়া, বিজয় নাগ, রাইচরণ, গিরিন্দ্র মোহন বল (কালাবল), পন্ডিত ফসিহুর রহমান, শামসুল গণি চৌধুরী । ফুটবলের টিমের সংখ্যা ছিল ১২ টির অধিক ।

ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ঃ

১নং ১৫টি, ২নং ২৯টি, ৩নং ১৮টি, ৪নং ১৬টি, ৫নং ২২টি, ৬নং ২৭টি, ৭নং ১৪টি, ৮নং ১৮টি, ৯নং ১৬টি, ১০নং ১৪টি, ১১ নং ১২টি, ১২নং ২৭টি, ১৩নং ১২ টি এবং ১৪নং ১৩টি ।

ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও প্রত্ন নিদর্শন ঃ

নয়াআনী বাড়ীর নাট মন্দির (সাম্প্রতিক কালে ধ্বংস প্রাপ্ত), পৌনে তিনআনি জমিদারদের রঙ মহল (বর্তমান কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট), রঘুনাথ জিউর মন্দির, মাই সাহেবা মসজিদ, জিকেপিএম ইন্সটিটিউশন (গোবিন্দ কুমার পিস মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট) । বানছিয়া বিল্ডিং (প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত), তিনাআনি জমিদার বাড়ীতে অবস্থিত কাঠের পুরোনো ঘরের অংশ (বর্তমানে শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সামনের অংশ) শুকুলের দালান, মুন্সীবাজার, শেরপুর টাউন (বিলুপ্ত প্রায়) যেখানে নেতাজী সুভাস বসু ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন ।

তীর্থস্থান ঃ

হযরত শাহ কামাল (রঃ) এর মাজার, মাইসাহেবা মসজিদ (১৮৬১), রঘুনাথ জিউর মন্দির (১৩৯৭), বয়ড়া ছাওয়াল পীরের দরগাহ, নরসিংহ জিউর আখরা (১৪১৬ ইং), কসবা শাহী মসজিদ ।

চারু-কারু কীর্তি ঃ

নয়ানি জমিদার বাড়ীর নাট মন্দির (বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত), পুষ্পরথ ।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঃ

ফকির বিদ্রোহ, বকসার বিদ্রোহ, জানকু পাথরের বিদ্রোহ হচ্ছে শেরপুরের অতীতের রাজনৈতিক গণসংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ 'লাঙ্গল যার জমি তার' 'জাল যার জলা তার' এরূপ দাবীর সাথে ভাওয়ালী, তেভাগা, নানকার, টঙ্ক প্রভৃতি আদিম প্রথাগুলোর অবসানের জন্য এ অঞ্চলে তীব্র আন্দোলন সংগ্রাম হয়। সামন্তবাদী নানা প্রথা- জমিদারি, মহাজনী প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ের সবগুলো গণ-সংগ্রাম, বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে শেরপুরের জনসাধারণ বহু ত্যাগ তিতিক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন। শহীদ হয়েছেন, জেল-জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন নিবেদিত প্রাণ বহুব্যক্তি। ১৯৬৯ সালে কৃষক সন্তান জিকেপিএম স্কুলের ছাত্র কুমারের চর (বলাইরচর ইউনিয়ন) এর দারগআলী শহীদ হন। তাঁর নামে শেরপুরের প্রধান পার্কের নামকরণ করা হয়েছে। শেরপুর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১৬৮ জন। মুক্তিযুদ্ধে গোলাম মোস্তফা, আফসার আলীসহ ৩০ জন এ এলাকায় শহীদ হন ।

অন্যান্য ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. আওরঙ্গজেবের সময় ব্রহ্মপুত্র জামালপুর থেকে শেরপুরের শেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের বুকে চড়া পড়ে লছমনপুর, চরশেরপুর, বয়ড়া, শীতলপুরসহ অনেকগুলো জনপদ ব্রহ্মপুত্র তথা শেরী নদীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে। শেরপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তের মৃগী (মিরকী) নদী ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকারূপে প্রসারিত ছিল। পরবর্তীকালের ইচলি বিল এই অববাহিকারই স্তব্ধ ভগ্নাংশ। বর্তমানে চর এলাকার কোন কোনটির নামের পরিবর্তন ঘটছে, পুরোনো নাম হারিয়ে যাচ্ছে যেমন, শহর সংলগ্ন চরপাড়া থেকে নবীন চরের বর্তমান নাম হয়েছে নবীনগর।

খ. শেরপুর শহরটি অতীত থেকেই 'শেরপুর টাউন' নামে পরিচিতি পেয়ে আসছে। আমাদের দেশে টাউন শব্দ যুক্ত এরূপ এলাকার নামের দৃষ্টান্ত নেই। এখানে একটি বাক্য প্রচলিত আছে যে, পৃথিবীতে তিনটি টাউন- আমেরিকার জর্জ টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন আর বাংলাদেশের শেরপুর টাউন। কি কারণে শেরপুরের সঙ্গে টাউন শব্দটি যুক্ত হলো তা' অজ্ঞাত।

ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (নদ-নদী, জলাশয়, হাওড়-বাওড়, বিল, পাহাড়, টিলা) ঃ

নদী ৪টি, আয়তন ৮৩.৯২ হেক্টর, বিল ৯ টি, আয়তন ২৫১.৩৩ হেক্টর, পুকুর ১৬০১ টি, আয়তন ১৭৩.৯৭ হেক্টর, খাস পুকুর ১০ টি আয়তন ৩.৫৬ হেক্টর।

হাওড়-বাঁওড়, পাহাড়, টিলা, হ্রদ শেরপুর জেলার অন্যান্য উপজেলা এলাকায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু শেরপুর উপজেলায় এসব নেই।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ

বিভিন্ন প্রকারের বালি।

সমাজ-সংস্কৃতি ঃ

অতীতে এ অঞ্চল ছিল গহীন অরণ্য আর বাকিটা ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের বিশাল জলরাশির তলায়। ব্রহ্মপুত্রের বুকে চর পড়ে কালক্রমে গড়ে উঠতে থাকে জনপদ। অতীতে ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা না থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে তা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেরপুর পরগনা সামন্ত জমিদারদের শাসনাধীনে আসে। ব্রিটিশ সরকারের অনুগত জমিদার ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট তালুকদার-জোতদার ইত্যাদি ও প্রজাকুলের সমাজে ভাগ হয় শেরপুরের সমাজ।

১৭৯০ সালে শেরপুর থানা, ১৮০৭ সালে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ১৮৬৭ সালে মুন্সেফী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। শেরপুর প্রাচীন মিউনিসিপাল শহর। ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল শেরপুর পৌরসভা হয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই শেরপুরকে ৬১ তম জেলা ঘোষণা করা হয়েছিল। কাজেই এই থানা ও মিউনিসিপাল শহরটিতে অনেক আগেই নগরায়নের সূত্রপাত হয়। আর এ সূত্রে এখানে ভূমির উপস্বত্বভোগী সামন্ত জমিদার, তালুকদার ও মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকুরি নির্ভর একটি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। শ্রমজীবীদের নানারূপ কাজের ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়।

একসময় জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে। জমিদার-প্রজায় বিভক্ত সমাজের বিন্যাসটি বদলে যায়। মিউনিসিপালিটি সমন্বিত এই থানা শহরটি কালক্রমে মহকুমা শহরে ও তা' থেকে দ্রুত জেলা শহরে উন্নীত হয়। ফলে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকুরি নির্ভর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বিস্তৃতি ঘটে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ১৮৮৭ সালে ভিক্টোরিয়া একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শেরপুরে নাট্য সংগঠন গড়ে ওঠার ইতিহাস খুব পুরোনো। শতাধিক বছর আগে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় বীনাপানি নাট্য সমাজ। পরবর্তীতে এ্যামোচার পার্টি, সুহৃদ নাট্য সমাজ (১৯৩৭), ছাত্র সমাজ (১৯৫৪), মেয়েদের আয়োজন (১৯৫৯), আর্ট কাউন্সিল (১৯৬৮), কৃষ্টি প্রবাহ (১৯৭০), গণসংস্কৃতি সংসদ (১৯৭০) ইত্যাদি নাট্য সংগঠন গড়ে উঠে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্র হয়। বিভিন্ন আন্দোলন-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে এখানকার মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে।

ক্রমে উন্নত বাস যোগাযোগ, বিভিন্ন ছোট বড় ফ্যাক্টরি ও মিল কারখানা স্থাপিত হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের কাজের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকুরে ও জমি নির্ভর মধ্যবিত্তরা দলে দলে শহরে বসত গড়ে এবং শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানাবিধ আয়ের উৎসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে এবং শহরের বিস্তৃতি ঘটায়। শহর জীবনে জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

শেরপুর এলাকার সমাজ জীবনে জমিদার-প্রথা, আশরাফ-আতরাফ, কুলীন-অচ্ছ্যুতের ভেদাভেদ লোপ পায় বটে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিগত ভেদাভেদের মাত্রা মোটেই কমে না। কমে না সুবিধাভোগী অংশের শোষণের মাত্রাও। গ্রাম ও শহরের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পায়। সাক্ষরতার হার, বিদ্যুৎ সুবিধা, স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদি প্রাপ্তির হারে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান। কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষি ভূমিতে ফসলের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অল্প সংখ্যক বিস্তর পরিমাণ ভূমির মালিকরাই যাদের বড় অংশ আবার শহরবাসী (Absentee Land Lord) এর সুফল ভোগকারী। ভূমি সংস্কার না হওয়ার ফলে প্রকৃত কৃষকরা কম ক্ষেত্রেই ভূমির মালিকানার অধিকারী। ফলে সেখানে বৈষম্যের মাত্রা বেড়েই চলে। ফলে দুর্ভোগের মাত্রাও কমে না। অতীতে এ এলাকার গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসার ছিল। নানা কারণে ক্রমে তা' অনেকাংশেই বিলীন হয়। অবশ্য এ এলাকায় এখনও কুটির শিল্প নির্ভর কিছু মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চাতাল শিল্প, সবজী/আলুর আবাদ নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বর্তমানে শিক্ষার হার (৭ + বৎসর) ঃ

গ্রামাঞ্চল মোট ২৫.৪৩%, তম্মধ্যে পুরুষ ২৮.৬২% ও মহিলা ২১.৯৯%
পৌরসভায় মোট ৫১.২৪%, তম্মধ্যে পুরুষ ৫৫.৫৭%, মহিলা ৪৬.৪১%

বিভিন্ন ধর্মের লোক সংখ্যা ঃ

গ্রামাঞ্চল ঃ

মুসলিম ৩,১৪,৩৭৬ জন, হিন্দু ২,৯৫৩ জন, বৌদ্ধ ২২০ জন, খ্রিস্টান ৪৩৮ জন, অন্যান্য ৬০৪ জন ও আদিবাসী ১,২৩৬ জন।

মিউনিসিপালিটি ঃ

মুসলিম ৫,৫৩৩ জন, হিন্দু ৭,৬৩৬ জন, বৌদ্ধ ৬০ জন, খ্রিস্টান ২৪১ জন, অন্যান্য ৩৩১ জন ও আদিবাসী ৬২৬ জন।

সর্বমোট মুসলিম ৩,৬৮৯০৯ জন, হিন্দু ১০,৫৮৯ জন, বৌদ্ধ ২৮০ জন, খ্রিস্টান ৬৭৯ জন, অন্যান্য ৯৩৫ জন ও আদিবাসী ১,৮৬২ জন।

আদিবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দুর্গম অরণ্যানী ও পাহাড়ের পাদদেশে ছিল গারো, হাজং, কোচ, হদি, ডালু, বানাই প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়। পর্বত পাদমূল ও অরণ্যানীর প্রাচুর্যকে কেন্দ্র করেই বিকশিত তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী, অর্থনৈতিক কার্যাবলী, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্ম, কৃষ্টি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তদালোকে অনুশীলিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আবার রয়েছে পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। স্থান-কালের ব্যবধান ও পরিবেশের ভিন্নতা হেতু তাঁদের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ঐতিহ্যময়

www.pathagar.com

কৃষ্টি সাংস্কৃতিক জীবনধারা অবলুপ্তির পথে। নিম্নে কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

গারো সমাজ ঃ

গারো সামজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। মেয়েরাই হয় এ সমাজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। গারো পুরুষেরা বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। প্রকৃতি ও দেবদেবীর পূজাই গারো ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডের অন্তর্গত কিন্তু বর্তমানে তাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। গারোদের মাতৃভাষা আছে কিন্তু বর্ণমালা নেই। গারো সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর। এরা জীবন-যাপনে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অধিকারী। গারোরা আবার 'মান্দি' নামেও পরিচিত। গারো সাংস্কৃতিক বাদ্যযন্ত্র- হারমোনিয়াম, তবল ডুগি, নূপুর, মন্দিরা, করতাল, ডামা, (গারো ঢোলক), রাং (গারো কাশি), আদুরি (গারো বাঁশী), খোল, জিপসি ইত্যাদি। গারো সাংস্কৃতিক পোষাক দকবান্দা (নিজ হাতে তৈরি পরিধানের কাপড়), ব্লাউজ, খুতুব, বেল, ধূতি, গেঞ্জি, খাদি, হাফ প্যান্ট ইত্যাদি।

গারো সাংস্কৃতিক অলংকার কোকাসিল, রাংমিক, রিবক, বিকমাচু, অট্রেংগা, নাখে ইত্যাদি। গারোদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ওয়ান গালা, (নবান্ন উৎসব)। এটা তাদের সাংস্কৃতিক উৎসব ও বটে।

হাজং সমাজ ঃ

হাজং সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এরা সমতলের অধিবাসী। কিছুদিন আগেও নিজেদের হাতে তৈরি কাপড় পরতো। তাদের তাঁতকে বলা হয় বানা। তাদের মূল পেশা কৃষিকাজ। হাজংরা হিন্দুধর্ম পালন করেন। পুষনি (পৌষ সাংক্রান্তি) চৈৎ হঙরানি (চৈত্র সংক্রান্তি) ইত্যাদি তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। গারোদের মতোই তাদের বর্ণমালা বা লিপি নেই।

কোচ সমাজ ঃ

এদের প্রধান পেশা কৃষি। তাদের ধর্মাচরণে হিন্দু ধর্মের প্রভাব দৃষ্ট হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এরা অনগ্রসর।

ডালু সমাজ ঃ

ডালুদের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং সামাজিক ক্রিয়াকান্ড প্রায় ক্ষেত্রেই হাজংদের অনুরূপ। এরা হাজং সমাজেরই অংশ বিশেষ বলে অনেকের অভিমত।

হদি/ক্ষত্রিয় ঃ

এরা নিজেদের ক্ষত্রিয় রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে। এদের ধর্মাচারণে হিন্দু ধর্মের প্রভাব দৃষ্ট হয়। শেরপুর উপজেলার আদিবাসীদের মধ্যে এদের সংখ্যাই সর্বাধিক।

www.pathagar.com

ফোকলোর

লোকসংস্কৃতি ঃ

লোকসংস্কৃতিতে অতীত থেকে চলে আসা মূল্যবোধ যেমন পিতা-মাতা-গুরুজন সমেত সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, মানবিকতা ইত্যাদির পাশাপাশি অলৌকিকতায় বিশ্বাস ও তৎপ্রসূত নানারূপ সংস্কার, কুসংস্কারের অবশেষ-গুলো এ সমাজে বিদ্যমান আছে।

লোকউৎসব ঃ

বাংলা নববর্ষ, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে উৎসবাদির পাশাপাশি এ উপজেলার চরাঞ্চলে খোলামাঠে মোষের রান্না করা মাংস বিক্রি উপলক্ষে এক ধরনের আঞ্চলিক উৎসব অতীত থেকেই চলে আসছে।

লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকসংস্কৃতি ঃ

ফোকলোরের অন্যতম শাখা লোকসাহিত্য আর লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা লোকগীতি। ভাটিয়ালি, জারি, কবিগান, বাউল গান, ভাওয়াইয়া, বিয়ের গান, মুর্শিদি, দেহতত্ত্ব, মাইজভাণ্ডারি গান, বৃষ্টির গান, মাঙনের গান ইত্যাদি এ অঞ্চলে অল্পবিস্তর চালু আছে। বহুল প্রচলিত লোক সঙ্গীতগুলোর পাশাপাশি এ এলাকায় টিপু পাগলের উত্তরসূরিদের মধ্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক গানের প্রচলন রয়েছে। মহরম (১০ মহরম) উপলক্ষে মান্দাখালিতে (পাকুরিয়া ইউনিয়ন) নৃত্য সহযোগে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বিশেষ ধরণের সঙ্গীতের কয়েক দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। ঘুড়ি ওড়ানো, লাঠি খেলা, নৌকা বাইচ, কার্ত্তিকের অমাবস্যায় ভেড়ার মাংস ভক্ষণ।

লোক গাথা ঃ

মনসা মঙ্গলের বেহুলা- লখিনদর ও কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে গাথা প্রচলিত আছে। টিপু পাগল কেন্দ্রিক নানা লৌকিক, অলৌকিক কথা-কাহিনী-গাঁথা এ এলাকায় এখনও শোনা যায়।

লোক গণমাধ্যম ঃ

মুড়ির টিন কিংবা ঢোলকে কাঠি লাগিয়ে গ্রাম্য মেলাসহ বিভিন্ন প্রচার কাজ এখনও চরাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় কম বেশি চালু আছে। চোঙ্গা মাইক বা হর্ণ বাঁশি এক সময় ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল।

লোকযান ঃ

ডোঙ্গাঁ/জোঙ্গাঁ (বিশেষ ধরনের নৌকা যা অন্যত্র দৃষ্ট নয়) এ এলাকায় অতীতে ব্যাপক চালু ছিল, এখন কিছু কিছু দেখা যায়।

www.pathagar.com

সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যকলা, মেয়েলী গান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ঃ

সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যকলা সদৃশ শিল্প মাধ্যম, মেয়েলী গান ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। এগুলোতে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন রয়েছে। যেমন- বেহুলার গান (নৃত্যসহযোগে) -

গড়জরিপা আছে ভাইরে জরিপ শাহের কীর্তি।
চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গি ভাসে হেথা নিত্তি।

টিপু পাগলা ও তাঁর পূর্ব ও উত্তরসূরিদের নিয়ে গান -

ফকির মজনু শাহ এর ছাইলা টিপু পাগল নাম
ইংরেজের বিরুদ্ধে লইড়া রাখলো দেশের মান।
বকসু জজিয়তি করে, দ্বীপচাঁদ কালেক্টার।
নথীপত্র পেশ করে গুমানু সরকার।

মেঘ নামানোর গান (নৃত্য সহযোগে) -

লাঙ্গল ধোয়ার পানি নাইরে জোয়াল ধোয়ার পানি
মিরকী (মৃগী) নদী চর পইড়াছে কোথায় পাব পানি।
দেওয়ার সাজ করিলরে কালো নদীর কুলে
শিগগির কইরা মাগুন দাও যামু বহু দূরে
দেওয়ায় সাজ করিল রে।

এ অঞ্চলে বিশেষধরনের মহরমের গান চালু আছে -

আইতাছে তোর হানিফ চাচা দিলে ডন্‌কা বাইজাছে।
দিয়া পুত্র নিলা কাইড়া কি করছিলাম অপরাধ
সেইমত মায়ের কলিজা জ্বইলা হইলা আঙ্গারা।
এমন ডঙ্কা গুনিনাগো থাকি একা কারবালা

মেয়েলী তথা বিয়ের গান (গীত) -

দামানদেররই লোকেরা আলতা কিদন (কিরূপ) চিনেনা
আলতা আনছেন তেল ত্যালা পায়ে রঙ্গ লাগেনা।

এছাড়া আদিবাসীদের মধ্যে বাদ্য বাজনা নৃত্য সহযোগে সঙ্গীত এবং সংলাপ সমৃদ্ধ সঙ্গীতের প্রচলন আছে।

খেলাধুলা, মেয়েলী খেলা ও বিনোদন, নৌকাবাইচ ও স্থানীয় অন্যান্য খেলাধুলার প্রচলন আছে ।

www.pathagar.com

ছড়ার মাধ্যমেই খেলাধুলার বর্ণনাটি দেওয়া যায় -

কুত কুত কুত দাইরাবান্দা বাংলাদেশের খেলা
মইয়ের সাথে গরু দৌড় এই এলাকার খেলা ।
গোল্লাছুট, বৌচোর, পলামুন্ডি খেলা (মেয়েদের)
গাঙ্গি খেলার যাতায় বেরোয় চোখ দিয়া ঢেলা (এলাকার পুরুষদের ব্যতিক্রমধর্মী কুস্তি খেলা)
হাডুডু খেলা যেমন বাংলাদেশ ময়
লাঠিবাড়ি, পাজনবাড়ি ঢেঁকি নিয়ে খেলা
রামদাওয়ের খেলা দেইখ্যা না করিবেন হেলা ।

এ ছাড়া পুরুষদের মধ্যে ডাংগুলির পাশাপাশি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় আধুনিক সব খেলা ও মেয়েদের মধ্যে ব্যাডমিন্টনের মতো আধুনিক খেলার পাশাপাশি লুডডু ও কড়ি খেলার প্রচলন আছে ।

নৌকাবাইচ ঃ

কোন কোন বছর ভারি বন্যা হলে ব্রহ্মপুত্র ও শেরী নদী একাকার হয়ে যায় এবং তখন অতীতের মতো নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতা হয় ।

চারু ও কারুশিল্প, লোকশিল্প, বুনন শিল্প, সনাতন ও কারিগর শ্রেণী ও তাদের বর্তমান অবস্থান ঃ

শোলা নির্মিত পটে আঁকা চিত্র, মাটির পাত্রের ওপর চিত্র অঙ্কনের প্রচলন আছে উপজেলার বয়ড়া গ্রামের কুম্ভকার ও শেরীপাড়ার মালাকারদের মধ্যে । বয়ড়া গ্রামের মৃৎশিল্প, শেরীপাড়ার কাঠের কাজ, পাকুরিয়ার বুনন শিল্প এ এলাকায় বিখ্যাত । আদিবাসীদের বস্ত্র শিল্পসহ এলাকায় আদিবাসী ও বাঙ্গালি শ্রমজীবীদের মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজের প্রচলন আছে । এসব শিল্পের সনাতন কারিগর শ্রেণীর অবস্থা খুব একটা ভাল নয় । তবে সাম্প্রতিককালে তাদের কাজের সহায়তায় কিছু এনজিও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে ।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

কিলোমিটারের মাপে কাঁচাপাকা সড়ক, যানবাহনের বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সনাতন যানবাহন ।
কাঁচা সড়ক ৫৩১৯ কি. মি, পাকা সড়ক - ২৫.১৫ কি.মি

যানবাহনের ব্যবস্থা ঃ

বাস, মিনিবাস, টেম্পো, শ্যালো ইঞ্জিন চালিত বিশেষ ধরনের ছাদ বিহীন ছোট ছোট যান, রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি এ এলাকায় চালু আছে । উল্লেখ্য শেরপুরে দূরপাল্লার বাসের সংখ্যা ১৫০ টি লোকাল বাসের সংখ্যা ১০০ টি ।

www.pathagar.com

স্থানীয় সনাতন যানবাহন ঃ

পালকি ১%, গরুর গাড়ি ৫%, ঘোড়ার গাড়ি ১%, গয়না নৌকা (শুধু বর্ষার সময় শেরী নদী থেকে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করে দূর দূরান্তরে যাতায়াত ও মাল পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয়)। এক সময় সৌখিন যাত্রায় শোয়ারী হাতি ব্যবহৃত হত।

হাট বাজার, মেলা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ঃ

সদর উপজেলায় হাট বাজারের সংখ্যা ৩৮ টি (বড়)। এছাড়া শতাধিক বাজার রয়েছে।

শেরপুর টাউনের প্রাচীন বাজারগুলোর ছড়া ঃ

"সোম-শুক্কুর রঘুনাথ
শনি-বিশুদ নয়ানী
একলা বুধ তিনানী।"

(সেই দিনের সেই বাজারগুলো আজ আর নেই। কেবলমাত্র নয়ানী বাজারটির অস্তিত্ব টিকে আছে।)

মেলা ঃ

বারুণী তিথি, বাসন্তী অষ্টমী তিথি ও রাম নবমীতে শেরী-অষ্টমী তলা, চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গোপীনাথ গঞ্জের মেলা, পুরাতন গরুহাটিতে চরকের মেলা এক সময় খুব জমজমাট ছিল। নবীনগর ছাওয়াল পীরের দরগার মাঠে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা হয়। চৈতনখিলায় (পাকুরিয়া ইউনিয়ন) চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়। শহরস্থ নয়ানী বাজারে অষ্টমীর মেলা ও কালীবাড়িতে রথের মেলা হয়। বাকের কান্দা মেলাসহ উপজেলা এলাকার চরাঞ্চলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অনেকগুলো মেলার অনুষ্ঠান হয় (বর্তমানে ১ চৈত্র থেকে শেষ চৈত্র পর্যন্ত)।

শাহ কামালের দরগায় শবেবরাতের রাতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বাৎসরিক উরস অনুষ্ঠিত হয়। শহরস্থ কালী বাড়িতে দোল পূর্ণিমা মাঝখানে রেখে সপ্তাহ/পক্ষকাল ব্যাপী টানা নাম কীর্তনের মহোৎসব হয়।

খাদ্যাভ্যাস, মিষ্টি মিঠাই সংস্কৃতি, স্থানীয় বিশেষ খাবার, বিবাহ উৎসব ঃ

প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, ডাল, সবজি ইত্যাদি। দেশে তৈরি প্রায় সব রকমের মিষ্টিই এখানে সহজলভ্য।

স্থানীয় বিশেষ খাবার ঃ

ছানার পায়েশ, ছানার পোলাও, বরফি। সম্প্রতি ভাপা ও চিতই পিঠার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। মিষ্টির মধ্যে জিলাপির বিক্রি সবচাইতে বেশি। শেরপুরের অবাক, মনোরঞ্জন, কাঁচাগোল্লা (দানাগোল্লা), সরপুরিয়া, অবাঙ্গালি কারিগর নির্মিত বিশেষ ধরনের টিকারা একসময় খুব বিখ্যাত ছিল। হামিদের পিঁয়াজু বর্তমানে শহরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

www.pathagar.com

বিবাহ উৎসব ঃ

ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় রীতি-নীতিই সাধারণভাবে চালু। স্থানীয় কিছু বিশেষ লোকাচারের প্রভাব বিদ্যমান আছে। উপজেলা সদরের কমিউনিটি সেন্টারে পরিবার বিশেষ কর্তৃক এই উৎসব পালিত হচ্ছে। কোন কোন পাত্র-পাত্রী সাজ সজ্জার জন্য বিউটি পার্লার ব্যবহার করছেন।

স্থানীয় পত্র-পত্রিকার নাম ঃ

বর্তমানে চালু আছে -

ত্রৈমাসিক সাহিত্যলোক (১৪০১ থেকে), সাপ্তাহিক শেরপুর (২৬ জুন ১৯৮৬ থেকে), সাপ্তাহিক দশকাহনীয়া (২৪ আগস্ট ১৯৯১ থেকে), সাপ্তাহিক চলতি খবর (২৫ আগস্ট ১৯৯১ থেকে), ত্রৈমাসিক রংধনু ভূবন (১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে)।

বর্তমানে চালু নেই -

বিদ্যোৎসাধিনী (১৮৬৫), সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী (১৮৬৫), পাক্ষিক সুহৃদ (১৮৮১), সাপ্তাহিক চারুবার্তা (১৮৮১), ত্রৈমাসিক প্রবাহ (১৯৭২), ত্রৈমাসিক মানুষ থেকে মানুষ (১৩৮৭ বাংলা), উচ্চারণ (১৯৮৬), সঞ্চরণ (১৩৯৮ বাংলা), অঙ্গীকার (২১ শের প্রকাশনা ১৯৮৬), নাট্যপত্র (নববর্ষ প্রকাশনা ১৪০৯ বাংলা), শহীদ স্মরণিকা প্রবাহ (২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ও সরকারি গ্রন্থাগার এর তালিকা (নাম ঠিকানাসহ) ঃ

- খন্দকার মোহাম্মদ খুররম, গৌরীপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর।
- এ্যাডভোকেট আক্তারুজ্জামান, নবীনগর, শেরপুর টাউন, শেরপুর।
- সাংবাদিক সুশীল মালাকার, মুন্সীবাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর।
- ড. সুধাময় দাস, রাজবল্লভপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর।
- চায়না চক্রবর্তী, গূর্দানারায়ণপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর।
- মসজিদ ও মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার এবং ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগার বিভিন্ন স্কুলে।
- ইসলামিক মডেল পাঠাগার।
- মোঃ মনিরুজ্জামান, নৌহাটা, শেরপুর টাউন, শেরপুর।

সরকারি গ্রন্থাগার ঃ

খান বাহাদুর ফজলুর রহমান জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, রঘুনাথ বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর। (বেসরকারি গ্রন্থাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠা ১৯২৬)।

www.pathagar.com

বিদগ্ধ ও পেশাগত সমিতি-সংগঠন (প্রতিষ্ঠার তারিখ, উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড, ঠিকানাসহ তালিকা) ঃ

- শেরপুর বার এসোসিয়েশন (১৮৬৪) - আইনজীবীদের স্বার্থরক্ষা ও পেশাগত মান উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড (শেরপুর টাউন, শেরপুর)।
- শেরপুর প্রেসক্লাব (২মার্চ ১৯৮১) - সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধকরণ, সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা ও পেশার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি (শেরপুর টাউন, শেরপুর)।
- শেরপুর নাগরিক কমিটি (১০ মে ২০০৩) - নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণে কর্মকান্ড পরিচালনা করা (সবজরখিলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর)।
- খন্দকার আব্দুল হামিদ (স্পষ্টভাষী) স্মৃতি পরিষদ (২৯ অক্টোবর ১৯৮৩) (শেরপুর টাউন, শেরপুর)। খন্দকার আব্দুল হামিদের জন্ম- মৃত্যু দিবস পালন, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা।
- বিপবী রবি নিয়োগী স্মৃতি পরিষদ (২০ মে ২০০২) - শেরপুর টাউন, শেরপুর। বিপ্লবী রবি নিয়োগীর জন্ম -মৃত্যু দিবস পালন, বিভিন্ন জাতীয় উৎসব, স্মরণীয় ও বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা সভা। স্মৃতি পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত গ্রন্থ বিপ্লবী রবি নিয়োগী জ্যোৎস্না নিয়োগী স্মারক গ্রন্থ (অক্টোবর ২০০৬)।
- শহীদ আফসার স্মৃতি কমপ্লেক্স (৬ মার্চ ২০০৫) খুনুয়া (কামারিয়া ইউনিয়ন), শেরপুর। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা গ্রহণ, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা অসহায় পরিবারদের সাহায্য সহযোগিতা করা ইত্যাদি।
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, শেরপুর জেলা শাখা (৫ মে ১৯৭২) - নির্যাতিত মহিলাদের আইনি সহায়তা দান ও মহিলাদের অধিকার সচেতন করার জন্য নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
- জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট (১৯৯৮) (শেরপুর টাউন, শেরপুর)।
- শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট (১৯৯৯) (শেরপুর টাউন, শেরপুর)।
- বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক পরিষদ (শেরপুর শাখা-২০০৬) (শেরপুর টাউন, শেরপুর)।
- বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছিন।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রথা ঃ

কার্তিক মাসের অমাবস্যায় ভেড়ার মাংস খেলে বাত রোগ সাড়ে এরূপ ধারণা গ্রাম-শহর প্রায় সর্বত্র এখানে। ঐদিন ভেড়ার মাংস খাওয়ার প্রচলন আছে।

বিনোদন কেন্দ্র ঃ

খেলার মাঠ, পাকা টেনিস গ্রাউন্ড, স্টেডিয়াম, ব্রহ্মপুত্র সেতু, জিহান স্পট কেন্দ্র।

www.pathagar.com

অর্থনীতি ঃ

উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হচ্ছে শেরপুর টাউন। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, গড়ে উঠেছে ব্যবসা-বানিজ্য ভিত্তিক নানা শ্রেণীর সমাজ। এখানাকার প্রধান দুটো ব্যবসা হচ্ছে- মোটর গাড়ির ব্যবসা ও রাইছ মিলের ব্যবসা। অটোমেটিক রাইছ মিল (বড় ধরনের) সংখ্যা ৫৫ টি (রাইছ মিল ৩৫০ টি)। এছাড়াও আছে অন্যান্য প্রকারের মিল ফ্যাক্টরি। এই বিরাট এলাকায় অনুরূপ বাণিজ্য কেন্দ্র না থাকায় এখানে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কাপড়ের দোকান, হার্ডওয়্যার মেশিনারিজ, সাইকেল স্টোর, স্বর্ণের দোকান, ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিক্সসহ বহুবিধ দোকানপাট। আছে বেশ কয়েকটি বড় আকারের ব্রিকফিল্ড ও পেট্রোল পাম্প। ক্ষুদ্র পেশাজীবীর সংখ্যাও অনেক। ভারত থেকে শেরপুরের ভেতর দিয়ে কয়লার আমদানি হওয়ায় এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাও বর্তমানে একটি বড় ব্যবসা মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। শেরপুরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মালিক-শ্রমিক ইউনিয়ন বা সমিতি। যেমন- বাস মালিক সমিতি (১৯৭২), জুয়েলারি সমিতি (১৯৯০), কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি (১৯৬৬), মিল মালিক সমিতি (১৯৭২) ইত্যাদি। সব মিলিয়ে ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে শেরপুর জমজমাট।

থানা শহরটি ক্রমে জেলা শহরে রূপান্তরিত হওয়ায় জেলা পর্যায়ের অফিস-কাচারি-ব্যাংক ও অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় এই শহরটিতে চাকুরিজীবীর সংখ্যাও কম নয়। এর একটি বড় অংশ স্থানীয় অধিবাসী। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি অফিস-কাচারিতে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত চাকুরে ও অশিক্ষিত শ্রমজীবীর সংখ্যা এখানে অনেক। কাজেই শেরপুরের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে ধনী-গরিবের ব্যাপক বৈষম্য থাকলেও খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় তাদের ও বেঁচে থাকার মতো অবস্থা বিদ্যমান।

গ্রামাঞ্চলে কৃষি জমি ব্যবহারকারী চাষীদের পরিসংখ্যান ঃ

পরিবার	সংখ্যা	ভূমির ব্যবহারকারী
বড় পরিবার	১১১১১ টি	৩.০ হেক্টরের অধিক
মাঝারি পরিবার	১০৫৪৮ টি	১.০-৩.০ হেক্টর পর্যন্ত
ক্ষুদ্র পরিবার	১৬৯১৫ টি	০.২-১.০ হেক্টর পর্যন্ত
প্রান্তিক পরিবার	২৫৩৭১ টি	০.০২-০.২ হেক্টরের পর্যন্ত
ভূমিহীন পরিবার	২২৭৫৫ টি	০.০২ হেক্টরের কম

উপরের পরিসংখ্যান (সরকারি হিসাব) থেকে কৃষি নির্ভর মানুষদের মধ্যকার বৈষম্যের চিত্রটি সহজবোধ্য।

www.pathagar.com

কৃষিপণ্য ঃ

পণ্যের নাম	পরিমাণ
ধান (আমন)	১৯৫০০ হেক্টর
বোরো	১৯০০০ হেক্টর
আউশ	২০০০ হেক্টর
তিল জাতীয়	২৫০০ হেক্টর
ডাল জাতীয়	১০০০ হেক্টর
মসল্যা	১০০ হেক্টর
আখ	১০০ হেক্টর
সবজি	৪০০০ হেক্টর
আলু	১৪০০ হেক্টর
পাট	২০০০ হেক্টর
মিষ্ট আলু	১৫০০ হেক্টর

শিল্প পণ্য (কুটির ও মাঝারি) ঃ

খাতওয়ারি শিল্পের নাম ও সংখ্যা ঃ

ক্রমিক নং	খাতওয়ারী শিল্পের নাম	সংখ্যা
০১	খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প	১০৯০ টি
০২	বস্ত্র ও বস্ত্রজাত শিল্প	২০৭ টি
০৩	পাটজাত শিল্প	৩১ টি
০৪	বন ও বনজ শিল্প	২১৮ টি
০৫	পেপার বোর্ড প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং	০৪ টি
০৬	চামড়া ও চামড়া জাত এবং রাবার শিল্প	২৫ টি
০৭	রসায়ন ও ভেষজ শিল্প	১০ টি
০৮	গ্যাস সিরামিক ও ননমেটালিক শিল্প	৬৯ টি
০৯	প্রকৌশলজাত শিল্প	৫৩ টি
১০	অন্যান্য	৪০৫ টি

www.pathagar.com

মৎস্য চাষ ঃ

ক্রমিক নং		সংখ্যা	আয়তন
১	মোট পুকুর	১৬০১ টি	১৭৩.৯৭ হেক্টর
২	খাস পুকুর	১০ টি	৩.৫৩ হেক্টর
৩	বিলের সংখ্যা	০৯ টি	২৫১.৩৩ হেক্টর
৪	নদীর সংখ্যা	৪ টি	৮৩.৯২ হেক্টর

গবাদি পশু

গরু ১৫০৫৪৮ টি, মহিষ ২১০১ টি, ছাগল ৮৫৭১৭ টি, হাঁস ১৯২৫০০ টি, মুরগী ৫৮৪৭৯০ টি ।

খনিজ সম্পদ

অত্র উপজেলায় কোন খনিজ সম্পদ নেই ।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ঃ

সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও অন্যান্য) ঃ

সদর উপজেলায় ডাক্তার ৩ জন তন্মধ্যে ২ জন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে কর্মরত । ১ জন উপজেলার নন্দীর বাজার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত । সদর হাসপাতাল ১টি । এখানে ডাক্তারের সংখ্যা ১২ জন । উপজেলার নন্দীর বাজার, গাজীর খামার, আন্ধারিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র অবস্থিত ।

পশু হাসপাতাল ১ টি, ডায়াবেটিক সেন্টার ১ টি, প্রাইভেট ক্লিনিক ৩টি (জামান ক্লিনিক এ্যান্ড নার্সিং হোম, লোপা নার্সিং হোম, পারভিন ক্লিনিক) ।

স্যানিটেশন ঃ

স্যানিটেশন সম্পর্কে জন উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচার ও শিক্ষাদানে তিনজন প্রশিক্ষক নিয়োজিত আছেন ।

লোকায়ত চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা ঃ

আনুমানিক শহরের ৫% এবং গ্রামাঞ্চলে ১০% লোকায়ত চিকিৎসার উপর আস্থাশীল ।

পানীয় জল ঃ

পুকুর-নদীর পানির পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার নেই । টিউবওয়েল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৫% কূপের পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫% ।

www.pathagar.com

আর্সেনিক সমস্যা ঃ

শেরপুর উপজেলা আর্সেনিক সমস্যা ৩.০৬% ।

আঞ্চলিক রোগ ঃ

গলগণ্ড (চরাঞ্চলে) ।

বনভূমি ও আবাদি ভূমির অনুপাত ঃ

বনভূমি ৫%, আবাদি ভূমি ৯৫% ।

স্মরণীয় ঘটনা (তারিখসহ) ঃ

মোহাজের সমস্যা ঃ

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগকালীন ও পরে ১৯৬২ সালে আসামে বাঙালি বিতাড়নের এক পর্যায়ে আসামবাসী মোহাজেরদের এ অঞ্চলে আগমন ঘটে। ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা অনেকের স্মৃতিতে রয়েছে।

দুর্ভিক্ষ ঃ

১৯৩৯ ও ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ মহামারিতে বহুলোক প্রাণ হারায়। প্রবীণদের অনেকেরই এ ঘটনা স্মৃতিতে রয়েছে।

মহামারী ঃ

১৯৪৩ সালে ব্যাপক আকারে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। এতে শতাধিক লোক প্রাণ হারায়। এ ঘটনাও অনেকের স্মৃতিতে আছে।

প্লাবন ঃ

১৯৪৩ সালে প্রবল বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে ব্যাপক জলপ্লাবন হয়। এই প্লাবনে পাহাড়ের লাল পানিতে ব্রহ্মপুত্র-শেরী নদীর পানি সয়লাব হয়। পাহাড় থেকে অসংখ্য গাছ-গাছালি ও ঘর-বাড়ির অংশ বিশেষ ভেসে আসে। ভেসে আসে জীব-জন্তু ও কিছু কিছু মানুষের লাশ। এই প্লাবনে জামালপুর-শেরপুরের সড়ক পথের একমাত্র শেরী ব্রীজটি ভেঙ্গে যায় এবং বন্ধ হয়ে যায় শেরপুরের সঙ্গে জামালপুরের সড়ক যোগাযোগ।

www.pathagar.com

ভূমিকম্প ঃ

১৩২৫ সালের ২৫ আষাঢ় (১৯১৮ খ্রিঃ) বিকেল ৪.১৫ মিনিটে একটি প্রবল ভূমিকম্প হয়। তাতে অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবীণতম দু-চার জনের স্মৃতিতে আছে এ ঘটনা। ১৯৩২ সালের একাধিক দিন ভূমিকম্প হওয়ার কথা অনেকের স্মৃতিতে রয়েছে। নদীর গতিপথও পরিবর্তিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ঃ

উপজেলার সূর্যদী গ্রাম (কামারিয়া ইউনিয়ন) ও ঝাওগড়া (ভাতশালা) গ্রামে মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যাপক গণহত্যা হয়। শেরপুর টাউনের গূর্দানারায়নপুরে গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

সরকারী কলেজ ২ টি, বেসরকারী কলেজ ৪ টি, মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় ৪৩ টি (সরকারীসহ), নিু মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় ১০ টি, সরকারী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এন্ড ম্যানেজমেন্ট ৩ টি, সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ১ টি, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১ টি।

সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (মাদ্রাসা) ঃ

সিনিয়র ৫টি, দাখিল ২০ টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী ২০ টি।

সদয় থানায় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ৫%, অনানুষ্ঠানিক ৩০%। সাক্ষরতার হার আনুষ্ঠানিক ৩০% অনানুষ্ঠানিক ১৮%।

সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা ঃ

কলেজ ঃ

ক. শেরপুর সরকারি কলেজ (১৯৬৪), শেরপুর টাউন, শেরপুর।
খ. শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ (১৯৭২), শেরপুর টাউন, শেরপুর।

স্কুল ঃ

ক. গোবিন্দ কুমার পিস মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট (জিকে পাইলট স্কুল) (১৯১৮), শেরপুর টাউন, শেরপুর।
খ. সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমী (১৮৮৭), শেরপুর টাউন, শেরপুর।

মাদ্রাসা ঃ

ক. জামিয়া সিদ্দিকিয়া তেরাবাজার মাদ্রাসা, তেরাবাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর। স্থাপিত ঃ ১৯৭৮।
খ. ইদ্রিসিয়া আলিম মাদ্রাসা, শেরপুর সদর, শেরপুর। স্থাপিত ঃ ২৫.১২.১৯৯১।

www.pathagar.com

কারিগরি প্রতিষ্ঠান ঃ

ক. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (২০০১), নবীনগর, শেরপুর টাউন, শেরপুর।

খ. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (২০০৪), (ভাতশালা ইউনিয়ন), ভাতশালা, শেরপুর।

কৃষি ইনস্টিটিউট ঃ

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১৯৫৭), শেরপুর টাউন, শেরপুর।

রস্ক প্রকল্প (রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন) ঃ

আনন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬১ টি (দাতা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত) সরকারী তদারকি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৫০ টির অধিক বেসরকারী ছোট-বড় কিন্ডার গার্টেন স্কুল।

একক ও যৌথ পরিবারের আনুপাতিক হার ঃ

একক পরিববার ৮৫%, যৌথ পরিবার ১৫%

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে যৌথ পরিবার প্রবণতা কম। এখানকার বড় ব্যবসায়ী পরিবারগুলোতে যৌথ পরিবারের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত একক পরিবার ঃ

পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য পারিবারিক সদস্য পরিবৃত সংসার থেকে শিক্ষা ও চাকুরী সূত্রে দূরবর্তী অবস্থানে থাকা, পারিবারিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার আগ্রহ ও রুচির পার্থক্য ইত্যাদি এর কারণ।

বড় ব্যবসায়ী পরিবার ঃ

বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে জনবলের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মচারী নির্ভরতা যথাসম্ভব এড়ানোর আগ্রহ এর কারণ বলে মনে হয়।

নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী পরিবারগুলোর বেশি উপার্জনক্ষম ব্যক্তিবর্গ সচ্ছল জীবনযাপনের আগ্রহ নিয়ে যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে একক পরিবার গঠন করে। গ্রাম্য জীবনে কৃষি-নির্ভর নিম্নমধ্যবিত্ত ও বড় কৃষক পরিবারগুলোতে যৌথ পরিবার প্রথায় এখনও তুলনামূলকভাবে কিছুটা আকর্ষণ দেখা যায়। পারস্পরিক প্রয়োজন ও পুরোনো গ্রামীণ যৌথ পরিবার প্রথায় আগ্রহই এর কারণ।

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ সম্পর্ক ঃ

নারী-পুরুষ দাম্পত্য সম্পর্কের রূপ সাধারণভাবে গতানুগতিক। তবে নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটায় এবং তারা চাকুরী জীবনে প্রবেশ করায় পুরোনো দাম্পত্য সম্পর্কের গতানুগতিকতার ধারণায় দ্রুত পবির্তন ঘটছে।

বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে কিছু বর্ণনা ঃ

সাধারণভাবে নিবিত্ত অশিক্ষিত সমাজে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহের ঘটনার পরিমাণ বেশি। যৌতুক ও যৌতুকজনিত কারণে নারী নির্যাতনের ঘটনা সমাজের সর্বস্তরেই কম-বেশি বিদ্যমান। গ্রাম কিংবা শহরাঞ্চলে প্রভাবশালী মানুষদের সন্তানেরাই ধর্ষণ ও অসহায় নারীদের ওপর অনুরূপ আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে বেশি জড়িত থাকে।

২০০৬ সালে শেরপুর সিআর কোর্টে যৌতুক সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২০ টি। জজকোর্টে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা প্রায় ৫০ টি। বলা বাহুল্য মামলার বাইরেও যৌতুক জনিত ও নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। আনুমানিক বাল্য বিবাহের সংখ্যা ২৫%, বহু বিবাহের সংখ্যা ২%, যৌতুক ৯০%, শিশু ও নারী নির্যাতন ২০%।

উপজেলায় প্রকাশিত গ্রন্থরাজির লেখক/সম্পাদকের নাম, প্রকাশনার তারিখসহ তালিকা ঃ

১. **শ্রী হরচন্দ্র চৌধুরী ঃ** শেরপুর বিবরণ, প্রকাশক ঃ শ্রী হরচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রকাশ কাল ঃ ২২ ভাদ্র ১২৪৯ বাংলা।

২. **মীর মশাররফ হোসেন ঃ** বিষাদ সিন্ধু, প্রথম প্রকাশ ঃ চারু প্রেস, শেরপুর টাউন, শেরপুর (বাংলা ১২৮৮ থেকে ১৩০১ মধ্যে)

৩. **শ্রী বিজয় চন্দ্র নাগ ঃ** নাগবংশের ইতিবৃত্ত, প্রকাশক ঃ শ্রী বিজয় চন্দ্র নাগ, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রকাশ কাল ঃ ১৩৩৬ বাংলা।

৪. **অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ঃ** শেরপুরের ইতিকথা, প্রকাশক ঃ চেয়ারম্যান, শেরপুর মিউনিসিপাল কমিটি, শেরপুর টাউন, শেরপুর,

৫. **পণ্ডিত ফছিহুর রহমান ঃ** শেরপুর জেলার অতীত ও বর্তমান, প্রকাশক ঃ ইউনুস প্রেস, তিনানী বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৯৯০।

৬. **স্পষ্টভাষী (খন্দকার আব্দুল হামিদ) স্মরণে ঃ** প্রকাশক ঃ মিসেস মুজিবুন্নেছা হামিদ, সজবরখিলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর (১৫৪, পূর্ববাজার, ইন্দিরা রোড, ঢাকা), প্রকাশ কাল ঃ ১৯৮৪।

www.pathagar.com

৭. **স্পষ্টভাষী (খন্দকার আব্দুল হামিদ) কলাম ঃ** ১ম খন্ড, প্রকাশক ঃ লতিফা চৌধুরী, সজবরখিলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর। (বাড়ী-১০, সড়ক-৭৯, গুলশান-২, ঢাকা), প্রকাশকাল ঃ ২২ অক্টোবর, ২০০৫।

৮. **ড. সুধাময় দাস ঃ** বিপ্লবী রবি নিয়োগী জোৎস্না নিয়োগী স্মারক গ্রন্থ, প্রকাশক ঃ সজল নিয়োগী ও কাজল নিয়োগী, গৃর্দানারায়নপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর (ফ্ল্যাট এ ৫, ২৫/১১/এ, তল্লাবাগ, শুক্রাবাদ, ঢাকা), প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৬।

৯. **সুশীল মালাকার ঃ** পদ্মবতীর গল্প, রূপকথা বিশেষ, প্রকাশক- সিটি পাবলিশার্স, ঢাকা।

কাব্যগ্রন্থ ঃ

১. **রবিন পারভেজ ঃ** দৃশ্যের ওপাশে চিহ্নের আড়ালে, রা প্রকাশনী, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৯।

১. **মুহাম্মদ আবু বকর ঃ** ক্ষয়িষ্ণু আব্রু, ইউনুস প্রেস, তিনানী বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৬।

২. **আব্দুর রেজ্জাক ঃ** প্রতিদিনের শব্দ, মদিনা প্রেস, মুন্সী বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০১।

৩. **আব্দুর রেজ্জাক ঃ** আমাকে বলতে দাও, আবু হেনা মোস্তফা জাহাঙ্গীর কাকন কর্তৃক প্রকাশিত, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৮৭।

৪. **উদয় শঙ্কর রতন ঃ** নিসর্গের নীল খামে, প্রকাশক ঃ ইদ্রিস এন্ড কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ, শেরপুর। প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

৬. **জাকির হোসেন ঃ** বাংলার মুখ (১৯৭২)।

৭. **আব্দুর রহমান ঃ** শেরআলী গাজী।

৮. **সুনীল বরণ দে ঃ** সর্বংসহা।

৯. **প্রফেসর মোঃ এ রউফ ঃ** পর্যটকের বাংলাদেশ ডায়েরী (২০০৩), শক্তির উৎস (১৯৮১), অণ্বেষায় (১৯৯৬)।

www.pathagar.com

শেরপুরের বিভিন্ন আন্দোলন

প্রজা আন্দোলন ঃ

প্রজা আন্দোলন ১৯০৬, ১৯১৪, এবং ১৯১৭ সালে খোশ মোহাম্মদ চৌধুরীর উদ্যোগে কামারেরচরে ৩ বার কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে কৃষক-প্রজারা তৎকালীন জমিদারদের নিকট থেকে কিছু কিছু সুযোগ- সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হয়। যেমন- গাছ কাটা, নিজ ঘরের ভিটা পাকা করা, জমিদার কর্তৃক আবওয়াব বা বিবিধ কর গ্রহণ অবসান ইত্যাদি।

১৯৩৬ সালে খোশ মোহাম্মদ চৌধুরী, খান সাহেব আফছর আলী মিঞা ও খান বাহাদুর ফজলুর রহমান সাহেবের আহবানে শেরপুর উপজেলার কুসুমহাটিতে কৃষক-প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে শের-এ-বাংলা এ. কে ফজলুল হক, ধনবাড়ীর নবাব হাসান আলী চৌধুরী, যশোরের অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলী এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্ক আন্দোলন ঃ

জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে একর প্রতি ৫ মন ধান এবং নগদ ১৫ টাকা খাজনা আদায় করতো। বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদিত না হলে ও তা' দিতে হতো। এই নিপীড়নমূলক প্রথা বন্ধ করার জন্য প্রজারা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। যা' টঙ্ক আন্দোলন নামে পরিচিত।

নানকার আন্দোলন ঃ

দরিদ্র প্রজারা জমিদারদের বাড়ীতে শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ দখল করতো। পরিশ্রম করতে অক্ষম হলে জমি ভোগ দখল করতে পারতো না, ছেড়ে দিতে হতো। এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রজারা আন্দোলন করেছিল। যা' নানকার আন্দোলন নামে পরিচিত। জমিদারদের বিরুদ্ধে উক্ত টঙ্ক ও নানকার আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বিপ্লবী রবি নিয়োগী, খন্দকার মজিবর রহমান, জনাব আব্দুর রশিদ এবং আরো অনেকে। এ ছাড়া শেরপুরে হৈ হৈ আন্দোলন, ক্ষত্রিয় আন্দোলন, আদিস্থান আন্দোলন ও জমিদারী উচ্ছেদ আন্দোলনও হয়েছিল।

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনে শেরপুর ও ভাষা সৈনিক ঃ

১৯৫২ সালে শেরপুরবাসীর ভাষা আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। শেরপুরে ভাষা আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো-

- জনাব এ্যাডভোকেট মোঃ আনিসুর রহমান
- জনাব খন্দকার মজিবর রহমান
- জনাব মোঃ হবিবুর রহমান
- জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক
- জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ
- জনাব মোঃ আবুল কাশেম
- জনাব এ্যাডভোকেট শামছুল হুদা

স্বাধীনতা আন্দোলনে শেরপুর ঃ

১৯৭১ সালে সারা দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের সাথে শেরপুরবাসীও স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনে শেরপুরবাসীর ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শেরপুরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন- তৎকালীন জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব আনিসুর রহমান, জনাব নিজাম উদ্দিন আহম্মেদ, জনাব আঃ সামাদ এ্যাডভোকেট, বিপ্লবী রবি নিয়োগী, জনাব মুহসীন আলী, জনাব আব্দুর রশিদ ও খন্দকার মজিবুর রহমান প্রমুখ। ছাত্রনেতা আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীনতার আন্দোলনের মাঠ গরম রাখে।

সংগ্রাম পরিষদের আহবানে যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সর্ব প্রথম ১২ জন নির্ভীক যুবক স্থানীয় আড়াইআনী জমিদার বাড়ীতে (বর্তমানে মহিলা কলেজ) সমবেত হয়ে দেশ মাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁরা হলেন মোঃ মমিনুল হক, মোঃ হযরত আলী, মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ অদু, মোঃ ফরিদুর রহমান ফরিদ, মোকছেদুর রহমান হিমু, কর্ণেল আরিফ, এমদাদুল হক নীলু, মোঃ মাসুদ, মোঃ হাবিবুর রহমান ফনু, আশরাফ ও তালাপতুপ হোসেন মঞ্জু।

শেরপুরের নারী আন্দোলন ঃ

জোৎস্না নিয়োগী, সৈয়দা মাহফুজা বেগম স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কনাবকশী (পাল), লিলি বকশী, পুর্ণিমা বকশী, উমা নাগ, টুটুল ভট্টাচার্য, নীলিমা সান্যাল, নাসিরুদ্দিন সরকারের বড় মেয়ে রিজিয়া সরকার, জীতেন সেনের বোন রানীসেন (বাড়ীর বন্দুকটি বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য তুলে দেন), খুকু চৌধুরী (বাবা যতীন্দ্র চৌধুরীর রিভলবারের গুলি সংগ্রহ করে দেন) বিপ্লবী জগদীশ নাগের

www.pathagar.com

মাতা গিরিবালা নাগ, রবি নিয়োগীর মাতা সুরবালা নিয়োগীসহ আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণীরা অর্থ, আশ্রয় এবং সাহায্যের যোগান দিতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নবজাগরণ সৃষ্টির জন্য জোৎস্না নিয়োগীর নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কৃষক-মজুর, আদিবাসীসহ সকল শ্রেণীর মহিলারা এ সংগঠনের সদস্য ছিলেন। নানকার, টঙ্ক, তেভাগা আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সে সময় মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য তাঁত কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। শেরপুর অঞ্চলের কৃষক এলাকায় এ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩২ জন নারী কর্মী কোন ভাতা না নিয়েই সারাক্ষন নিরলসভাবে কাজ করেছেন। লেখাপড়া অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি এ সংগঠনের কর্মীরা ব্যায়াম চর্চাও করতেন আত্মরক্ষার জন্য। জোৎস্না নিয়োগী, কনা বকশী, পূর্ণিমা বকশী, মুকুল বসু, উমানাগ, আদিবাসী মহিলা রাহেলা রামমণি, নির্মলা সান্যাল, জঁইফুল রায়, হেনা রায়, আলতাফ আলীর স্ত্রী মজিরুন্নেসা, মনোরমা বসু, মনিকুণ্ডলা সেন, কমলা মুখার্জী, বেলা লাহিড়ী প্রমুখ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন।

শেরপুরে নেতাজী পরিচালিত আযাদ হিন্দ ফৌজের নারী শাখা ঝাঁসি বাহিনীও গড়ে ওঠেছিল। এই বাহিনীতে উমা নাগ, আলোবল, হেনা নাগ, ইভা নাগ প্রমুখ নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরা প্যারেডও করতেন। ১৯৭২ সালে জোৎস্না নিয়োগীকে সভাপতি, রিজিয়া বেগমকে (নাজিমের মা) সাংগঠনিক সম্পাদক করে শেরপুরে মহিলা পরিষদের শাখা গড়ে ওঠে। বর্তমানে জয়শ্রী নাগ লক্ষী এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে মহিলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা ঃ

বাংলাদেশ গেজেটে ২৭.০৫.২০০৫ তারিখে প্রকাশিত তালিকা মোতাবেক শেরপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধার চূড়ান্ত তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা
০১	আবু সালেহ নুরল ইসলাম	মোঃ আজিজুর রহমান	রাজবল্লবপুর	শেরপুর
০২	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত শেখ আহম্মদ	নয়ানী বাজার	শেরপুর
০৩	মোঃ আঃ ছোবহান	মৃত আঃ মালেক	খরমপুর	শেরপুর
০৪	মোঃ আমির ফারুক	মৌঃ মোঃ নুর মোহাম্মদ	খরমপুর	শেরপুর
০৫	মোঃ আবু বকর	মৃত মফিজ উদ্দিন	মীরগঞ্জ	শেরপুর
০৬	মোঃ ইয়াকুব আলী	মৃত শমসের আলী	কসবা	শেরপুর
০৭	মোঃ আরিফ	মৃত মৌঃ মোঃ নুর মোহাম্মদ	খরমপুর	শেরপুর
০৮	খলিলুর রহমান	মৃত কছর আলী	পূর্বশেরী	শেরপুর
০৯	মোকসেদুর রহমান হিমু	মৃত মোহাম্মদ আলী	রাজবাড়ী	শেরপুর
১০	শমসের আলী	মৃত কলম শেখ	খরমপুর	শেরপুর
১১	হাবিবুর রহমান	মৃত আঃ আজিজ খান	গৃর্দা নারায়নপুর	শেরপুর
১২	ওয়াজেদ আলী	মৃত মফিজ উদ্দিন	বেতমারী	চর জঙ্গলদী
১৩	আরশাদ আলী	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	লতারিয়া	কামারেরচর
১৪	এস, মাকসুদ আলম	মৃত রজব আলী সরকার	চরশেরপুর	চরশেরপুর
১৫	এ.টি.এম জিন্নত আলী	মৃত হাজী সুরহাব আলী	সাতানীপাড়া	চরশেরপুর
১৬	আফছর আলী	মৃত রজব আলী	চরশেরপুর	চরশেরপুর
১৭	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত আকবর আলী	পূর্বপাড়া	চরশেরপুর
১৮	মোঃ মোশারফ হোসেন	মুন্সি আহম্মদ আলী	ঈরানপুর, ছনকান্দা	ভাতশালা
১৯	মোঃ ছামেদুল হক	হাজী রমেজ উদ্দিন	সাপমারী	ভাতশালা
২০	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত মফিজ উদ্দিন	সাপমারী	ভাতশালা
২১	মোঃ নুরল ইসলাম বাচ্চু	মৃত ইয়ার হোসেন	সাতানীপাড়া	চরশেরপুর
২২	মোঃ জৈমদ্দিন	মৃত ছৈমুদ্দিন	বারঘরিয়া	কামারিয়া
২৩	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত নছির উদ্দিন	সূর্যদি রামপুর	কামারিয়া
২৪	সহিদুর রহমান	মৃত আঃ রেজ্জাক	নয়আনী বাজার	শেরপুর

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা
২৫	আঃ মোতালেব	আবুল কাশেম তালুকদার	আলীনাপাড়া	কামারিয়া
২৬	আঃ খালেক	মৃত রজব আলী সরকার	রামপুর বাজার	কামারিয়া
২৭	হাবিবুর রহমান	মৃত ওয়াজেদ আলী	রামপুর বাজার	কামারিয়া
২৮	আঃ মজিদ আকন্দ	মৃত আঃ জব্বার আকন্দ	সাপমারী	ভাতশালা
২৯	হাবিবুর রহমান	মৃত আব্দুল মন্ডল	রৌহা	রৌহা
৩০	খলিলুর রহমান	মৃত হাজী মহসিন আলী	পৌরসভা	শেরপুর
৩১	মিজানুর রহমান	মৃত তহেজ সেক	চুনিয়ারচর	দিকপাড়া
৩২	কাজিম উদ্দিন	মৃত বাজিতুল্লাহ	চান্দেরনগর	ধলা
৩৩	হাবিবুর রহমান (ফণু)	মৃত আজিজ খা	চকবাজার	পৌরসভা
৩৪	তালেব হোসেন	মৃত নাজিম উদ্দিন	নবীনগর	পৌরসভা
৩৫	আঃ খালেক	মৃত নায়েব আলী	নবীনগর	পৌরসভা
৩৬	আক্কাছ আলী	মৃত মনি সেক	চরশেরপুর	চরশেরপুর
৩৭	আঃ বারেক	মৃত ডাঃ মোহাম্মদ আলী	আন্ধারিয়া	কামারিয়া
৩৮	মমিনুল হক	মৃত ইউনুস খা	কসবা	পৌরসভা
৩৯	আঃ জলিল	মৃত আঃ ছালাম	ফটিয়ামারী	ফটিয়ামারী
৪০	মতিউর রহমান	মৃত রইচ উদ্দিন তালুকদার	হেরুয়া	চরশেরপুর
৪১	আঃ ওয়াহেদ বাক্কু	মৃত আফছর আলী সরকার	চান্দের নগর	ধলা
৪২	শ্রী নরেশ চন্দ্র দে	স্বর্গীয় নরেন্দ্র চন্দ্র দে	গৌরিপুর	শেরপুর
৪৩	সামেদুল ইসলাম	মৃত আঃ রশীদ	চান্দের নগর	ধলা
৪৪	মোশারফ হোসেন	মৃত ময়ছর আলী সরকার	চান্দেরনগর	ধলা
৪৫	নওশেদ আলী	মৃত শাহাব উদ্দিন ডাক্তার	সন্ন্যাসীরচর	সন্ন্যাসীরচর
৪৬	আফছর আলী	মৃতসিরাজুল হক	হরিণধরা	হরিণধরা
৪৭	হাবিবুর রহমান	মৃত রাজ মামুদ	পূর্বশেরী	পৌরসভা
৪৮	এ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান	মৃত রাজ মামুদ	পূর্বশেরী	পৌরসভা
৪৯	আক্তারুজ্জামান	মৃত দুদু ফকির	নবীনগর	পৌরসভা
৫০	জামাল উদ্দিন	হাজী মমিনুল		গাজীরখামার

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা
৫১	আব্দুল মতিন	আফাজ তালুকদার	হেরুয়া	চরশেরপুর
৫২	আনোয়ার হোসেন	সাখাওয়াত মন্ডল	আলীনাপাড়া	কামারিয়া
৫৩	আমজাদ আলী	মৃত নওশের আলী	হেরুয়া	চরশেরপুর
৫৪	আনোয়ার উদ্দিন	মৃত জয়নাল মাষ্টার	আলীনাপাড়া	কামারিয়া
৫৫	আব্দুল মতিন	মৃত চাঁন মামুদ আকন্দ	বারঘরিয়া	কামারিয়া
৫৬	হাজী নিজাম উদ্দিন আহম্মদ	মৃত হাজী আমীর উদ্দিন	চকপাঠক	পৌরসভা
৫৭	সামছুল হক	মৃত ছলিমদ্দিন মাষ্টার	পাঞ্জরভাঙ্গা	ধলা
৫৮	আতিকুর রহমান	মৃত নাসিম উদ্দিন	বারঘরিয়া	কামারিয়া
৫৯	বজলুর রহমান	মৃত ছাবেদ আলী	বারঘরিয়া	চরশেরপুর
৬০	আবুল হোসেন	মৃত ছামাদ ফকির	চরশেরপুর	চরশেরপুর
৬১	হযরত আলী	মৃত হাজী আমীর উদ্দিন	নৌহাটা	পৌরসভা
৬২	আমিনুল হক	মৃত মোঃ ওয়াহেদ আলী	চকবাজার	পৌরসভা
৬৩	মোঃ আঃ ওয়াদুদ ওদু	মৃত আঃ ওয়াহেদ	রাজাবাড়ী/খরমপুর	পৌরসভা
৬৪	ফরিদুর রহমান	ফসিহুর রহমান	মাধবপুর	পৌরসভা
৬৫	আব্দুস সুলতান	মৃত জুলহাস উদ্দিন	বারঘরিয়া	কামারিয়া
৬৬	আব্দুল হামিদ	মৃত হাবিবর রহমান	বাগরাকসা	পৌরসভা
৬৭	আব্দুস সুলতান	মৃত জয়নাল মাষ্টার	আলীনাপাড়া	কামারিয়া
৬৮	লাল মিয়া	মৃত আফছার আলী	চরশেরপুর	চরশেরপুর
৬৯	মোজাম্মেল হক	মৃত রিয়াজ উদ্দিন	বৈষ্ণব নগর	চরশেরপুর
৭০	আঃ রহমান	মৃত আহাম্মদ আলী	চান্দের নগর	ধলা
৭১	আঃ জলিল	মৃত রইস উদ্দিন	কুয়াকান্দা	ধলা
৭২	আঃ ছামাদ	মৃত নমির উদ্দিন	চান্দের নগর	ধলা
৭৩	শ্রী সুধাংশু সিংহ	মৃত সুরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ	পাঞ্জরভাঙ্গা	ধলা
৭৪	মৃত আয়াতুল্লাহ	মৃত কেন্ত মন্ডল	পাকুরিয়া	পাকুরিয়া
৭৫	মোঃ তমিজ উদ্দিন	মৃত উসমান আলী	মধ্যপাড়া	ভাতশালা
৭৬	আব্দুল মান্নান	মৃত সুতি সেক	চনিয়ারচর	চরপক্ষীমারী

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা
৭৭	আব্দুল মতিন	মৃত হামিদ মুন্সি	সূর্যদী	কামারিয়া
৭৮	আকবর আলী	মৃত ইসমাইল সরকার	সূর্যদী	কামারিয়া
৭৯	আঃ হেকিম	মৃত জিন্নত আলী	খুনুয়া চরপাড়া	কামারিয়া
৮০	সোরহাব আলী	মৃত নছর আলী	সূর্যদী	কামারিয়া
৮১	জয়মদ্দিন	মৃত ছয়েন উদ্দিন	বারঘরিয়া	কামারিয়া
৮২	কাতাই ইয়ানুস	মৃত মজিদ মুন্সী	সূর্যদী	কামারিয়া
৮৩	আবুল হোসেন	মৃত আজিতুল্ল্যাহ	সুর্যদী	কামারিয়া
৮৪	মিরাজ আলী	মৃত ইবাদ আলী	সূর্যদী	কামারিয়া
৮৫	মমতাজ আলী	মৃত ফুল মাহমুদ	সূর্যদী	কামারিয়া
৮৬	আব্দুল করিম	মৃত সোরহাব আলী	ফটিয়ামারী	রৌহা
৮৭	সেকান্দর আলী	মৃত আবেদ আলী মন্ডল	বেতমারী	ঘুঘুরাকান্দি
৮৮	হযরত আলী	মৃত আব্দুল জব্বার	নবীনগর	পৌরসভা
৮৯	হাবিবর রহমান	মৃত রমিজ উদ্দিন	গৃর্দ্দানারায়নপুর	পৌরসভা
৯০	শাহবাজ হোসেন	মৃত হাফিজ উদ্দিন	শীতলপুর	পৌরসভা
৯১	হযরত আলী হজু	মৃত হাজী কলিম উদ্দিন	শীতলপুর	পৌরসভা
৯২	ইয়াকুব আলী	মৃত শমশের আলী	শীতলপুর	পৌরসভা
৯৩	বাদল চন্দ্র দে	মৃত জিগেন্দ্র চন্দ্র দে	গৌরীপুর	পৌরসভা
৯৪	মোহাম্মদ আলী	মৃত তমছির উদ্দিন	গাজীরখামার	গাজীরখামার
৯৫	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত আহেদ আলী	দড়িপাড়া	চরশেরপুর
৯৬	মোঃ আমজাদ আলী	মৃত সাহেদ আলী সরকার	ফটিয়ামারী	রৌহা
৯৭	মোঃ হাসমত আলী	মৃত আবুল সেক	সাপমারী	ভাতশালা
৯৮	মোঃ আব্দুল মতিন	মৃত ওয়াজেদ আলী	চান্দেরনগর	ধলা
৯৯	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত ময়েন উদ্দিন মন্ডল	দূর্গানারায়নপুর	পৌরসভা
১০০	মোঃ আবুল কাসেম	মৃত কুমর উদ্দিন	কামারেরচর	কামারেরচর
১০১	আকতার হোসেন	মৃত আল মামুদ	সূর্যদী	কামারিয়া
১০২	মৃত আশরাফুল আলম	মৃত শফিউদ্দিন ফকির	শেরীপাড়া	পৌরসভা
১০৩	মাহবুবুল আলম	মৃত আতাউর রহমান	কসবা	পৌরসভা

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা
১০৪	নিয়ামত উল্ল্যাহ	মৃত মাজম সরকার		কামারিয়া
১০৫	নমিরুদ্দিন	মৃত রহিমদ্দিন	পাঞ্জরভাঙ্গা	ধলা
১০৬	আব্দুর রশিদ	মৃত কাবিল উদ্দিন	আন্ধারিয়া	কামারিয়া
১০৭	মোফাজ্জল হোসেন	মৃত সাহাবদ্দিন সরকার	ফটিয়ামারি	রৌহা
১০৮	আসাদুজ্জামান	মৃত জিন্নত আলী	বাজিতখিলা	বাজিতখিলা
১০৯	মোঃ মন্টু মিয়া	মৃত আফছর আলী	চরশেরপুর	চরশেরপুর
১১০	আবু তারিক	মৃত আব্দুল জব্বার	ফটিয়ামারী	রৌহা
১১১	দারগ আলী	মৃত হোসন আলী	সূর্যদী	কামারিয়া
১১২	দুলাল সেক	মৃত আব্দুর রহিম	কসবা	পৌরসভা
১১৩	আঃ মোবারক	মৃত নছিমুদ্দিন	গাজীরখামার	পৌরসভা
১১৪	তালাপতুপ হোসন মঞ্জু	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	সজবরখিলা	পৌরসভা
১১৫	জিন্নত আলী	মৃত আব্দুল হাকিম	বেতমারী	রৌহা
১১৬	আদম আলী	মৃত ইজ্জত আলী	কামারিয়া	কামারিয়া
১১৭	আবুল কালাম আজাদ	সামছুদ্দিন আহামেদ	ফটিয়ামারী	রৌহা
১১৮	আজগর আলী	ইজ্জত আলী	কামারিয়া	কামারিয়া
১১৯	আব্দুল হামিদ	আহাম্মদ আলী	বেতমারী	রৌহা
১২০	আব্দুল গণি	জনাব আলী	চান্দের নগর	ধলা
১২১	চাঁন মিয়া	আব্দুল জলিল হেলু সেখ	নবী নগর	পৌরসভা
১২২	খিদির মামুদ	আইন উদ্দিন	ধলা	ধলা
১২৩	আকবর আলী	অফির উদ্দিন	চান্দের নগর	ধলা
১২৪	আতিকুল্লাহ	বাজিত আলী মন্ডল	ভাতশালা	ভাতশালা
১২৫	তালেব মিয়া	আবুল কাশেম	কামারের চর	কামারের চর
১২৬	রফিকুজ্জামান	শাখাউজ্জামান খান	হরিণধরা	হরিণধরা
১২৭	মোজাম্মেল হক	আকবর আলী সরকার	দড়িপাড়া	চরশেরপুর
১২৮	আব্দুল আজিজ	কেরামত উল্লাহ	পাকুরিয়া	পাকুরিয়া
১২৯	আব্দুল গণি	আব্দুল জব্বার	কামারের চর	কামারের চর
১৩০	মজিবর রহমান	ডাঃ মোবারক	কামারিয়া	কামারিয়া

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা
১৩১	এরশাদ	রহমান সরকার	হরিণধরা	হরিণধরা
১৩২	আব্দুর রশিদ	হায়েতুজ্জামান	চরমোচারিয়া	চরমোচারিয়া
১৩৩	মোয়াজ্জেম হোসেন লেচু	হাজী সাবেহ আলী		পৌরসভা
১৩৪	আঃ ছাত্তার	বাহাজ উদ্দিন	চরশেরপুর	চরশেরপুর
১৩৫	গিয়াস উদ্দিন	ইদ্রিস আলী মুন্সী	কামারিয়া	কামারিয়া
১৩৬	গোলাম মাওলা	শাহ জামাল মন্ডল	বারাক পাড়া	পৌরসভা
১৩৭	আঃ বারী	তমেজ উদ্দিন	সন্ন্যাসীরচর	
১৩৮	আঃ করিম	কাজিমদ্দিন সেক	চুনিয়ারচর	
১৩৯	হেলাল উদ্দিন	মনির উদ্দিন	বেতমারী	
১৪০	মোয়াজ্জেম হোসেন	জবেদ আলী সরকার	চুনিয়ারচর	
১৪১	তৈয়ব আলী	তাহের আলী	বগরাকসা	পৌরসভা
১৪২	মোঃ মাসুদ	মাজহারুল হক	সজবরখিলা	পৌরসভা
১৪৩	আনছার আলী	পবন কামার	কামারেরচর	কামারেরচর
১৪৪	আনোয়ার হোসেন	চাবেদ আলী	শীব উত্তর	পৌরসভা
১৪৫	হযরত আলী	আবুল কাশেম সরকার		৭ নং চর
১৪৬	মোহাম্মদ আলী	গতু সেক	চরশেরপুর	চরশেরপুর
১৪৭	আব্দুস ছালাম	ওয়াজ উদ্দিন	লছমনপুর	লছমনপুর
১৪৮	মোহাম্মদ আলী	কাস্তু সেক	লছমনপুর	লছমনপুর
১৪৯	খলিলুর রহমান	বদিউজ্জামান	হরিণধরা	হরিণধরা
১৫০	আব্দুল আউয়াল	মমতাজ উদ্দিন	খুনুয়া	কামারিয়া
১৫১	মকবুল হোসেন	তালেব আলী	শেখহাটি	পৌরসভা
১৫২	মুছা মিয়া	মুক্তার হোসেন	মীরগঞ্জ	পৌরসভা
১৫৩	কাজী মাসুদ রানা	মহিউদ্দিন আহাম্মদ	শেরীপাড়া	পৌরসভা
১৫৪	আমজাদ আলী	নওশের আলী	চরশেরপুর	চরশেরপুর
১৫৫	আলফাজ	আহেদ আলী	টিক্কারচর	
১৫৬	ফজলুল করিম	মোজাম্মেল হক	পয়াতিরচর	
১৫৭	সুবেদার আঃ মোতালেব	হজর মামুদ		পৌরসভা

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা
১৫৮	নুরল হক	মোফাজ্জল হোসেন	আলিনাপাড়া	কামারিয়া
১৫৯	খলিলুর রহমান	হাজী নূর মামুদ	বাকারকান্দা	ধলা
১৬০	মোজাম্মেল হক	আকবর সরকার	চরশেরপুর	চরশেরপুর
১৬১	মোঃ নাসিম উদ্দিন	জাবু সেক	ঘুঘরাকান্দি	রৌহা
১৬২	মোঃ আজহার আলী দুদু	মৃত আকবর আলী	খরমপুর	পৌরসভা
১৬৩	শ্রী সুখেন্দ্র চন্দ্র মোদক	দীনেশ চন্দ্র মোদক	ডুবারচর	কামারের চর
১৬৪	মোঃ আব্দুল মান্নান	ইউসুফ আলী	চুনিয়ারচর	চরপক্ষীমারী
১৬৫	মোঃ আব্দুস সাত্তার	এবার মন্ডল	চরমোচারিয়া	চরমোচারিয়া
১৬৬	মোঃ আলফাজ উদ্দিন	ফতু সেক	ঘুঘুরাকান্দি	ঘুঘুরাকান্দি
১৬৭	মোঃ সুলতান উদ্দিন	মৃত তাহের মামুদ	ঘুঘুরাকান্দি	ঘুঘুরাকান্দি
১৬৮	মোঃ হযরত আলী	মৃত উমেদ আলী	ঘুঘুরাকান্দি	ঘুঘুরাকান্দি

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে স্মরণীয় অপারেশনের বর্ণনা ঃ

মোঃ মোশাররফ হোসেন

১৯৭১ সালে ভারতের ডালু বাজারে অকস্মাৎ পাক হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। সেখানে তারা বাজার লুটপাট ও আত্মগোপনে থাকা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। সে সময় আমার সাথীদেরকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়।

মোঃ নমির উদ্দিন

১৯৭১ সালের ২ নভেম্বর মধ্যরাতে তেলিখালি ক্যাম্প দখল করতে হানাদার বাহিনীর সাথে প্রবল যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে আহত হয়ে প্রথমে ভারতের আসাম রাজ্যের গৌহাটির নখনো রামগড় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে পরে বাংলাদেশে আসি।

প্রদীপ কুমার দে কৃষ্ণ

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে নীলফামারী জেলার ডোমারে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে বেলা ১২ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট আখতারুজ্জামান

১৯৭১ সালের ৫ অক্টোবর ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ডালু ক্যাম্পে অবস্থানকালে পাক হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। সেখানে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

মোঃ আমজাদ হোসেন

১৯৭১ সালের ১৭ আগস্ট লেঃ মাহফুজের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা বকশীগঞ্জের কামালপুর পাক সেনাদের ক্যাম্প হতে আনুমানিক এক মাইল উত্তরে অবস্থান নেই। লেঃ মাহফুজ একটি আম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে অ্যামবুশ নেওয়ার জন্য কমান্ড করেন। আমরা সাথে সাথে অ্যামবুশ নিয়া ফায়ার শুরু করি। হঠাৎ শত্রু সেনাদের দিক থেকে ছোঁড়া মর্টার শেল আমাদের আশপাশে পড়তে শুরু করে। পাশে থাকা এক মুক্তিযোদ্ধার মর্টার শেলের আঘাতে শরীরে ব্যাপক রক্ত ক্ষরণ শুরু হলে সবাই মিলে তাকে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে নিয়ে আসি।

এ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান আকন্দ

শেরপুর সদরের সূর্যদী গ্রামে পাক হানাদার বাহিনী নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালালে সেখানে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হই। সেদিন আমার সাথে প্লাটুন কমান্ডার আঃ ওয়াহেদ ওরফে কাক্কু, আঃ রহমান, আঃ মতিন, খলিলুর রহমান, দারগ আলী, কোম্পানী কমান্ডার মুনসুর আলী, আঃ গফুর মিয়াও সেই অপারেশনে ছিলেন। সেই সম্মুখযুদ্ধে খুনুয়ার আফসার আলী শহীদ হন। পাকবাহিনী পরাস্ত হয়ে সূর্যদী এলাকায় অন্ততঃপক্ষে দেড়শ' নিরীহ লোককে গুলি করে হত্যা করে এবং বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে।

তালাপতুপ হোসেন মঞ্জু

ভারতীয় ক্যাম্প পুরাকাশিয়ায় অবস্থানের সময় নকশী ক্যাম্প দিয়ে পাঞ্জাবীরা আসছে এমন সংবাদে আমরা নক্শী ক্যাম্পের পূর্বদিকে অবস্থান নেই। প্লাটুন কমান্ডার আব্দুল ওয়াদুদ অদু'র নেতৃত্বে সেই অপারেশনে মুকসেদুর রহমান হিমু, মোঃ আশরাফ, বুলবুল (পেরী শহীদ), সোবহান, জীবন, তালেব, হবি, এমদাদুল হক নিলু, ফনু, কর্ণেল আরিফ ও আমিসহ আরো কয়েকজন অংশ নেই। সবার হাতেই ছিল এসএলআর। এ অপারেশনে পাঞ্জাবীদের দেখামাত্র একসাথে গুলি করলে এক পাঞ্জাবী আহত হয়ে শেরপুরের দিকে ছুটতে থাকে। এ সময় তার হাতে থাকা এলএমজি'র ব্রাশফায়ারে জনতাকে ভয় দেখানোর পর গুলি শেষ হয়ে গেলে জনতা তাকে ধরে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে। পরে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকজন গিয়ে তার এলএমজিটি উদ্ধার করে আনে।

কাজিমদ্দিন

নকলার পূর্বে এক নিভৃত গ্রামে এক লোকের বাড়ীতে খাবার খাচ্ছিলাম। এমন সময় আখ ক্ষেতে অবস্থানরত ভূত বাহিনীকে পাকবাহিনী ঘেরাও করেছেন এমন সংবাদে খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওইখানে আক্রমণ করে ভূত কোম্পানীকে উদ্ধার করি।

www.pathagar.com

মোঃ রফিকুজ্জামান খান

সঠিক সময় ও তারিখ স্মৃতিপটে না থাকলেও জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার বাউশী বাঙ্গালী ব্রীজের অপারেশন আজও স্মৃতিতে ভাস্বর। ১১ নং সেক্টরের কমান্ডার কর্ণেল তাহেরের নির্দেশ অনুসারে প্রায় ৪ কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাসহ ভারী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ভোর ৭ টার দিকে বাউশী বাঙ্গালী ব্রীজে অবস্থানরত পাকবাহিনী এবং তাদের দোসরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

প্রথম দফায় আমরা তাদের কোনঠাসা করে ফেললেও আমাদের কাট-আপ পার্টির অসচেতনতার জন্য পাক আর্মির অতর্কিত পাল্টা আক্রমণের শিকার হই। অকস্মাৎ এমন আক্রমণে আমাদের পার্টি দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং সহযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ, জালাল উদ্দিনসহ ৩ জন যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন। রফিকুজ্জামান নামে আমার এক সাথীসহ অপর কয়েকজন পাকবাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায় নৃশংস অত্যাচারে শহীদ হন। সহযোদ্ধা আবু সাঈদসহ কয়েকজন আহত হন। পরে জানতে পারি ওই যুদ্ধে কয়েকজন পাকসেনা ও তাদের দোসররাও নিহত হয়।

মোঃ আফতাফ উদ্দিন

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে জামালপুর পাকবাহিনীর ক্যাম্পে পরিকল্পিতভাবে চতুর্মুখী আক্রমণ চালানো হয়। ব্যাপক ভারী অস্ত্রের এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটে। অনেক পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে মর্টার শেলের টুকরার আঘাতে আহত হয়েছিলাম।

মোঃ নূরল হক

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে নকলা থানা আক্রমণ করি। পাকবাহিনীরা পালানোর সময় ১ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। এ যুদ্ধে আমার এক সহযোদ্ধা আহত হয়।

মোঃ জজু মিয়া

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে পাকিস্তান মুজাহিদ বাহিনীতে থাকা অবস্থায় ২ জন পাক সেনাকে হত্যা করে তাদের হাতিয়ার নিয়ে ভারতে চলে যাই এবং ২ নং সেক্টরে যোগ দেই।

মোঃ আকবর আলী

শ্রীবরদী থানার ভায়াডাঙ্গা এলাকায় পাকবাহিনীর ক্যাম্পের নিকট ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা তাদের ওপর আক্রমণের জন্য অবস্থান করতে থাকি। সুযোগ বুঝে এক সময় অতর্কিতে আক্রমণ করে ৬ জন পাক সেনাকে হত্যা করে ১০ টি হাতিয়ার উদ্ধার করি।

www.pathagar.com

মোঃ আফছার আলী

শ্রীবরদী ভায়াডাঙ্গা অপারেশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। এরশাদ আলীও আমাদের সাথে ছিল। আনুমানিক রাত ২ টার দিকে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ করা হয় এবং যুদ্ধ চলে সকাল ১০ টা পর্যন্ত। সে যুদ্ধে আমাদের কাট-আপ পার্টি প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন না দিয়ে স্থান ত্যাগ করেছিল। যার ফলে শেরপুর থেকে কয়েকটি পাক আর্মির গাড়ী গিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলায় সংগী এক পুলিশ কনস্টেবল শহীদ হন এবং বেশ কয়েকজন আহত হন।

মোঃ সুরুজ্জামান

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ধানুয়া কামালপুর ক্যাম্পে ৩ দিন একাধারে না খেয়ে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি।

মোঃ আব্দুল মতিন

ভারতের তুরায় প্রশিক্ষণ শেষে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট রোডে নাংলা ব্রীজ ধ্বংসের অপারেশনে অংশ নেই। এ অপারেশনে প্রত্যেকেই ১০ কে.জি করে এক্সপ্লোসিভ ১টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল এবং ১ হাজার করে গুলিসহ ২ দিন না খেয়ে ৩য় দিনের অপারেশন শেষ করি। সেখানে ৬ জন রাজাকারকে হাতিয়ারসহ ধরে চোখবেঁধে ভারতে নিয়ে যাই।

মোঃ সিরাজ আলী

ময়মনসিংহের ভালুকা থানায় রাজগাঁও স্কুলে পাক হানাদারদের ক্যাম্পে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। এ যুদ্ধে ২৫ জন সহযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন।

মোঃ আবুল কাশেম

পানিহাতা ক্যাম্পে হানাদার বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধে আমাদের সাথী কোম্পানীর ৩ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। আমরা শত্রু বাহিনীর অ্যাম্বুশের মধ্যে পড়ি। পরে মিত্রবাহিনী সকালে আমাদের উদ্ধার করে।

এস মাকসুদ আলম/আফছার আলী

ঝিনাইগাতী উপজেলার শালচূড়া পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ।

আলহাজ ডাঃ মোঃ জিন্নত আলী

তখন রমজান মাস আসতে ৬/৭ দিন বাকী। ঝিনাইগাতী বাজার সংলগ্ন বাড়ী হতে ওই এলাকার প্রখ্যাত রাজাকার আঠিয়াল মেম্বারসহ বদর বাহিনীর ৩ জনকে রাইফেল ও গ্রেনেডসহ ধরে ভারতে নিয়ে যাই।

www.pathagar.com

বাদল চন্দ্র দে/মোকছেদুর রহমান হিমু

১২ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে ঝিনাইগাতী অপারেশনের সময় ১৪ জন রাজাকারকে হাতিয়ারসহ পাকড়াও করেছিলাম।

মোঃ মমিনুল হক

তেনাচুরা ব্রীজ ভাঙ্গার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলাম।

সুবেদার (অবঃ) আব্দুল মোতালেব

জামালপুরের ধানুয়া কামালপুরে পাকবাহিনীর সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ করি। এ যুদ্ধে আমাদের ২৮ জন শহীদ হন এবং ৬৬ জন আহত হয়েছিলেন।

মোঃ দরবেশ আলী

টাঙ্গাইল ব্রীজের সামনে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করি। যুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজিত হয়ে গ্রামে পলায়ন করে। কয়েকজন গুলিবিদ্ধ আহত বিহারী পাক সেনাকে সেখান থেকে ধরে এনে টাঙ্গাইল ব্রীজের নীচে জীবন্ত কবর দিয়েছি।

মোঃ তালেব হোসেন/মোঃ হাবিবুর রহমান

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকসেনারা শেরপুর প্রবেশের সময় শেরী ব্রীজে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেই। এছাড়া জুলাই মাসে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে কামালপুর পাক সেনাদের ছাউনীতে বিভিন্ন সময়ে মাইনর অপারেশন করি।

মোঃ গোলাম মাওলা

বান্দরকাটা যুদ্ধ, ইসলামপুর যুদ্ধ, কামালপুর যুদ্ধ এবং নাকশী যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং সাফল্যের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা।

মোয়াজ্জেম হোসেন সুরুজ

১৯৭১ সনে কামালপুর পাকবাহিনীর ক্যাম্পে রেশন বন্ধ ছিল। সব রাস্তা বন্ধ হওয়ার পর সূর্যনগর প্রাইমারী স্কুল থেকে একদিন ভোর ৪ টার দিকে রাজাকাররা মাথায় করে রেশন কামালপুর নিচ্ছিল। আমরা কোম্পানী মিলে অ্যাম্বুশ করে ১২ পাক সেনাকে ধরে ফেলি।

www.pathagar.com

মোঃ আবু শামা

১১ নং সেক্টরে ধানুয়া কামালপুরে কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধের সময় আমার ডান হাতটি চিরতরে হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করি।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন

শেরপুর টাউন অতিক্রম এবং শেরপুর টাউনে প্রথম আক্রমণ এখনও স্মৃতিতে উজ্জল।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

কামারিয়া ইউনিয়নের সূর্যদী গ্রামে পাক হানাদারদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর অ্যাম্বুশ থেকে বাঁচতে অস্ত্র ও গুলির ব্যাগসহ বিল দিয়ে যাওয়ার সময় গভীর পানিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। এক পর্যায়ে দমবন্ধ হয় হয় অবস্থায় রাইফেল ও গুলির ব্যাগ পানির নীচে ফেলে কচুরী পানা দিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে তীরে ওঠি।

মোঃ আবুল হোসেন/মোঃ খলিলুর রহমান

শেরপুরে কামারিয়া ইউনিয়নের সূর্যদী গ্রামে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহনের সময় পাক বাহিনীর গুলিতে এক সহযোদ্ধা শহীদ হন। এছাড়া ভারতের তুরা থেকে ট্রেনিং নিয়ে পুরাকাশিয়া এলাকায় অবস্থান করি এবং প্রতিদিন কামালপুরে যাই। সাংবাদিক (সোর্স) সেজে কাজ করি এবং পাক বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে ক্যাম্পে সংবাদ দেই।

মোঃ খিদির আলী

হলদী গ্রাম ক্যাম্প থেকে ৩ জন রাজাকারসহ ৩ টি রাইফেল, ২১টি গ্রেনেড ও ২ হাজার ১শ' তাজা গুলিসহ ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে সোপর্দ করেছি।

মোঃ জৈমদ্দিন

হালুয়াঘাট এলাকায় রাজাকারদের হাত থেকে ৩ জন যুবতী মেয়েকে উদ্ধার করি।

মোঃ লাল মিয়া

ধানুয়া কামালপুর ক্যাম্পে পাকসেনাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেই এবং ৪ জন রাজাকারকে তাদের হাতিয়ারসহ ধরে চোখ বেঁধে ভারতে নিয়ে যাই।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান/স্থাপনা ঃ

মাই সাহেবা মসজিদ

বর্তমানে শেরপুর সরকারী কলেজের পাশেই বাংলা ১২৬৮ ও ইংরেজী ১৮৬১ সালে শেরপুর জেলার বিখ্যাত মাইসাহেবা মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদটি প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি খুবই চমকপ্রদ। শেরপুর পৌর এলাকার শেরীপাড়া মিঞা বাড়ীর আত্মীয়া অর্থাৎ সৈয়দ আব্দুল আলীর খালা ছিলেন সালেমুন্নেছা বিবি। সালেমুন্নেছার জন্ম পাবনা জেলার ইমাম বাড়ী। এখানে উল্লেখ্য যে, সৈয়দ বংশের পুরুষদের মিঞা সাহেব এবং মেয়েদের মাইসাহেবা বলা হয়ে থাকে। সালেমুন্নেছা বিবির স্বামীর নাম ছিল মীর আব্দুল বাকী। তিনি গরজরিপা এলাকার অগাধ ভূ-সম্পত্তির মালিক হলেও সম্পত্তির প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকতে পছন্দ করতেন। ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ এর মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান মসজিদের কাছাকাছি জায়গায় আস্তানা স্থাপন করেন এবং সেখানকার একটি তমাল বৃক্ষের নীচে বসে উপাসনা করতেন। তৎকালীন তিনআনী হিস্যার জমিদার বাড়ী ছিল বর্তমান শেরপুর সরকারী কলেজের পূর্বাংশে। তিনআনি বাড়ীর সংলগ্ন পশ্চিমাংশে ২৭ একর জমি লাখেরাজ অবস্থায় ছিল। জমিদারী আমলে যে সমস্ত জমিদার ইংরেজদের প্রিয় ভাজন ছিলেন তাদেরকে রাজা-মহারাজা উপাধি দেয়া হত। ছোট খাট জমিদাররা এই রাজা-মহারাজাদের খুশী রাখার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। সুসঙ্গ-এর মহারাজা একবার শেরপুর অঞ্চলের উত্তরে পাহাড়িয়া এলাকা পরিদর্শনে আসলে জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীসহ অন্যান্যরা তাঁকে শেরপুর আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজা তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি নিজস্ব জায়গা ছাড়া কোথাও থাকা খাওয়া করেন না। তা' জেনে স্থানীয় জমিদাররা উল্লেখিত ২৭ একর জমি মহরাজার নামে লিখে দিলেন। মহারাজা নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে যাওয়ার সময় প্রাপ্ত জমি কাউকে দান করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। অনেকে এই দান গ্রহনের ইচ্ছা করলেও মহারাজা একজন নিঃস্বার্থ লোককে খুঁজতে লাগলেন এবং জানতে পারলেন যে নিকটেই একজন মুসলমান ফকির সব সময় উপাসনায় লিপ্ত থাকেন। মহারাজা তাকে ডেকে পাঠালে এই ফকির জানিয়ে ছিলেন যে, তিনি যতটুকু জায়গায় বসে উপাসনা করছেন তার বেশি জায়গার তার প্রয়োজন নেই। এটা শুনে মহারাজা আরো মুগ্ধ হলেন। ঐ ব্যক্তিই ছিলেন সালেমুন্নেছা বিবির স্বামী মীর আব্দুল বাকী। মহারাজা নিজে এসে তাম্র পত্রে লিখিত দলিল তার হাতে দিলেন এবং মসজিদের স্থানে আস্তানা করে দিয়ে সুসঙ্গ এ চলে গেলেন।

সালেমুন্নেছা ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি গরজরিপা থেকে ভাগিনা সৈয়দ আব্দুল আলীকে সাথে নিয়ে শেরপুর চলে আসেন এবং জায়গা জমি দেখাশোনা করতে থাকেন। তিনআনী বাড়ীর জমিদার তাদের উপর অনেক অত্যাচার করতে থাকে তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। এর মধ্যে মীর আব্দুল বাকী মারা যান এবং সেখানেই তাকে কবরস্থ করা হয়। সেই সময় স্থানীয় জনসাধারণ সালেমুন্নেছা, সৈয়দ আব্দুল আলী ও স্থানীয় জনসাধারণ মীর আব্দুল বাকীর কবরের পাশেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা' মাইসাহেবা মসজিদ নামে পরিচিত। জমিদার রাধা বল্লভ চৌধুরী মসজিদ ঐ স্থান থেকে উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা তদবীর করতে থাকেন। কিন্তু সৈয়দ আব্দুল আলী স্থানীয় মুসলমানদের

www.pathagar.com

সহযোগিতায় মসজিদটি রক্ষা করেন। মাইসাহেবা মৃত্যুবরণ করলে তাকে মসজিদের পাশেই কবরস্থ করা হয়। সৈয়দ আব্দুল আলীও একই স্থানে সমাহিত হন। মসজিদের পাশে কবর ৩টি বিদ্যমান রয়েছে।

কোদাল ঝাড়া

শেরপুর শহরের অনতিদূরে শেরপুর পৌরসভার অন্তর্গত কালিগঞ্জ ও মোবারকপুর গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় একটি টিলা আছে। এর নাম কোদাল ঝাড়া। কোদাল ঝাড়া টিলা নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে দু'টি মতবাদ আছে। একটি জনশ্রুতি আছে যে গড়জরিপার কালীদহ সাগর বা অন্য পরিখা খনন করার সময় অথবা নিকটবর্তী ইচলি বিল খনন করার সময় অসংখ্য শ্রমিক এখানে বসে বিশ্রাম করতো এবং কোদালগুলি ঝেড়ে পরিস্কার করতো এতে ঐ টিলার সৃষ্টি হয়েছে বলে নাম হয়েছে কোদাল ঝাড়া। ঐতিহাসিক আর একটি তথ্য এভাবে প্রচলিত যে, ১৮০৭ সালে একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন করা হয়েছিল এবং ঐখানে একটি সেনানিবাসও স্থাপন করা হয়েছিল। সৈন্যদের এবং পুলিশদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য পাশ্ববর্তী স্থানে পুকুর কেটে টিলা তৈরী করা হয়েছিল। স্থানীয় লোকের এর নাম দেয় কোদাল ঝাড়া পাহাড়।

হযরত শাহ কামালের মাজার

শেরপুরের অনতিদূরে বাস স্ট্যান্ডের পশ্চিমে কামারের চর রোডের পার্শ্বে হযরত শাহ কামালের মাজার অবস্থিত। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে দরবেশ শাহ কামাল ১৫০৩ খ্রিঃ মুলতান থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং মেলান্দহ উপজেলার অন্তর্গত দুরমুট নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। দুরমুট গ্রামটি ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় কথিত আছে শাহকামাল তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে নদীর প্রবাহ অন্যদিকে সরিয়ে দেন। ১৬৩৯ খ্রিঃ শাহজাদা সুজার বাংলার শাসনভার গ্রহণের সময় মোগলরা শেরপুরের কসবায় বসবাস শুরু করেন এবং কাছারী স্থাপন করেন। কসবায় বসবাসকারী মোগলরা শাহকামালের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পারেন এবং তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্রের কাছাকাছি কাজী গলির পশ্চিমে তাঁকে কিছু জায়গা দান করে বসবাস করার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর পর এখানে মাজার গড়ে উঠে যা' শাহ কামালের মাজার বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

গাজীর খামার

শেরপুর সদর থেকে ১২ কিঃ মিঃ উত্তরে বর্তমান গাজীর খামারে শেরআলী গাজীর খামারবাড়ী ছিল তাই এলাকার নাম গাজীর খামার। অজ্ঞাতবাসে চলে যাওয়ার পর তিনি এই গাজীর খামারে আশ্রয় নেন এবং এখানেই তিনি (শেরআলী গাজী) রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান এবং সেখানেই তাকে কবরস্থ করা হয়। বর্তমানে এই কবরস্থানটি গাজীর মাজার বা গাজীর দরগা নামে পরিচিত। যেস্থানে তার মাজার অবস্থিত তার নাম গির্দাপাড়া ফকির বাড়ী।

www.pathagar.com

কসবা

শেরপুর পৌর এলাকায় অবস্থিত কসবা একটি ঐতিহাসিক স্থান। শাহজাদা সুজা ১৬৩৯ খ্রিঃ থেকে ১৬৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ বছর কাল স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। শেরপুর পরগণার প্রশাসনিক কেন্দ্র বিন্দু ছিল কসবা। মোগলরা এখানে কাচারী স্থাপন করেছিলেন। কসবা গ্রামটি আয়তনে বড় ছিল এবং ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত ও পৃথক পৃথক নাম ছিল। কালের গর্ভে মোগলদের স্মৃতি মুছে গেলেও এই নামগুলির মধ্যে মোগলদের শাসন কার্যের নিদর্শন পরিস্ফুট হয়। যেমন মোগলবাড়ী, মোগলবাড়ী মসজিদ ও পুকুর, কাঠগড়, কাচারীপাড়া, কাজীগলি ও কাজীগলি মসজিদ, বাড়ীর চারদিকে জাঙ্গলি পরিখা, কাঠগড় বা কাঠের কেল্লা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ঃ

শেরআলী গাজী

শেরআলী গাজী সিকান্দর শাহের আমলে ১৩৭০ সালে শেরপুর এলাকার জায়গীরদারী লাভ করেন। তিনি পরগণা প্রশাসক হিসেবে তার ন্যায় নিষ্ঠা, প্রশাসন ও জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য শেরপুরবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়। ইতিহাস খ্যাত এই পুরুষের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্মিত হয়েছে পৌর এলাকায় শেরআলী গাজী তোরণ। শেরআলী গাজীর নাম অনুসারেই শেরপুরের নাম করণ করা হয়েছে।

খোশ মোহাম্মদ চৌধুরী

খোশ মোহম্মদ চৌধুরী শেরপুর উপজেলার কামারেরচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গুইয়া মামুদ সরকার। তিনি একাধারে সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ১৯০৬, ১৯১৪, ও ১৯১৭ সালে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে কামারেরচরে তিনবার কৃষক প্রজাসম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে তৎকালীন দেশের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। কামারেরচরের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনগুলো কৃষক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ইতিহাসে মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তিনি শিক্ষার উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। কামারেরচর তাঁর নিজ গ্রামে ১টি হাইস্কুল, ১টি আলিম মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক জলমহালের মালিক ছিলেন। ১৯৪৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ৯৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হরচন্দ্র চৌধুরী

হরচন্দ্র চৌধুরী শেরপুরের প্রজা হিতৈষী জমিদার ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। 'শেরপুর বিবরণী' তাঁর একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ।

www.pathagar.com

বিপ্লবী রবি নিয়োগী

বিপ্লবী রবি নিয়োগী ১৩১৬ সালের ১৬ বৈশাখ শেরপুর শহরের পুরাতন গরুহাটি এলাকায় জন্মগ্রহন করেন। ১৯২৬ সালে শেরপুর জি. কে. পি. এম ইনস্টিটিউট থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তাকে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনি কলকাতায় গিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। সে সময় তিনি যুগান্তর দলে যোগদানের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন।

১৯২৯ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য রবি নিয়োগী কলকাতা থেকে শেরপুর চলে আসেন। ১৯৩৮ সালে গঠিত ময়মনসিংহ কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ভাওয়ালী, টঙ্ক, তেভাগা প্রভৃতি আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। জীবনের ৩০ বছরেরও বেশি সময় তিনি জেলখানায় কাটিয়েছেলেন। ১৯৩৯ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অভিযোগে ৭ বছরের জেল হয়। এ সময় তাকে বিপদজনক বন্দী হিসেবে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরণ করা হয়। সাড়ে ৫ বছর তিনি আন্দামানে ছিলেন।

তার স্ত্রী জোছনা নিয়োগী কমিউনিস্ট পার্টির একজন বিপ্লবী সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ সালে রবি নিয়োগী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অন্যান্যদের সহায়তায় শেরপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে রবি নিয়োগী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ডালু, মহেন্দ্র গঞ্জসহ সীমান্তের বিভিন্ন ক্যাম্পে কাজ করেন।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সিংহপুরুষ বিপ্লবী রবি নিয়োগী ২০০২ সালের ১০ মে শেরপুরে পরলোক গমন করেন।

খান সাহেব আফছর আলী

শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত বয়ড়া পরানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন খান সাহেব আফছর আলী। তিনি একজন সমাজদরদী মুসলিম নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বহু আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং মুসলমানদের সচেতন করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন আজীবন। তাঁর নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তার নামে শেরপুরে আফছর আলী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তিনি শেরপুরের মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন।

তারামণি চৌধুরাণী

শেরপুরের প্রখ্যাত জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর মা ছিলেন তারামণি চৌধুরাণী। তিনি একজন সাহিত্যানুরাগী মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 'পুস্পাধার' নামে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

খান বাহাদুর ফজলুর রহমান

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খান বাহাদুর ফজলুর রহমান শেরপুর উপজেলার ফটিয়ামারী গ্রামে ১৮৯৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও কোলকাতা থেকে আইন বিষয়ে পড়াশোনার পর শেরপুরে আইন পেশা শুরু করেন। ১৯৩০ সালে শেরপুরে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস থেকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ সালে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষকালে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করে তিনি খাদ্যের সংস্থান করে অনেক মানুষকে দূর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করেন। তাঁর এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর উপাধি দেয়। ১৯৪৬ সালে তিনি মুসলিমলীগ থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। খান বাহাদুর ফজলুর রহমান কমিউনিকেশন, বিল্ডিং ও ইরিগেশন এর জুনিয়র মন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ও চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান ও চীফ হুইপের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তিনি পরলোক গমন করেন।

খন্দকার আব্দুল হামিদ

খন্দকার আব্দুল হামিদ স্পষ্টভাষী নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। শেরপুর সদর উপজেলার কসবা মহল্লায় ১৯১৮ সালের ১ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খন্দকার আব্দুল হামিদ ১৯৪০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর সাংবাদিকতা শুরু করেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর দৈনিক ইত্তেহাদসহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর চেয়ারম্যান, ১৯৬৯ সালে দৈনিক আজাদের সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া তিনি ময়মনসিংহের 'চাষী' পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৭৬ সালে লন্ডন থেকে বাংলা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রকাশ করেন। তিনি ৫ বছর রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের প্রধান কথিকা লেখক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা বোর্ড এবং প্রেস কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন। সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে জনাব হামিদ একুশে পদক লাভ করেন।

খন্দকার আব্দুল হামিদ ১৯৫৩ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ ও ১৯৬৫ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সংসদীয় দলের সচিব ছিলেন। তিনি ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেরপুর-১ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। জিয়া ও সাত্তার সরকারের আমলে দুইবার তিনি যুব উন্নয়ন মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রম, জনশক্তি ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রী সভায় প্রথম যোগদানের আগে তিনি দৈনিক ইত্তফাকের সিনিয়র লিডার রাইটার ও কলামিস্ট ছিলেন। স্পষ্টভাষী ছদ্মনামে মঞ্চে-নেপথ্যে কলাম লিখতেন। এছাড়া তিনি মর্দে-মুমীন নামে দৈনিক আজাদে উপ-সম্পাদকীয় লিখতেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বৃটেন, স্কটল্যান্ড ফিলিপাইন সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং কৃষি ব্যাংক পরিচালক মণ্ডলীর চেয়ারম্যানও ছিলেন। দ্বিতীয় বার মন্ত্রী

www.pathagar.com

পরিষদে যোগ দেয়ার আগে জনাব হামিদের সাংবাদিকতায় ফিরে এসেছিলেন এবং দৈনিক দেশ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ২২ অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন।

এ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান

এ্যাডভোকেট মোঃ আনিসুর রহমান শেরপুর শহরের কসবা মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে শহরের খরমপুর এলাকা স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। মুজিব সরকারের আমলে তিনি শেরপুরের জেলা গভর্ণর নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান দীর্ঘদিন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। শেরপুরে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তিনি নেতৃত্ব দান করেছেন।

নিজাম উদ্দিন আহম্মেদ

শেরপুর উপজেলার গনই মমিনাকান্দা গ্রামে মরহুম নিজাম উদ্দিন আহম্মেদ ১৯২৯ সালে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত আলহাজ আমির উদ্দিন আহম্মেদ, মাতার নাম মৃত নছিরন খাতুন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ, সেকান্দর আলী কলেজ, শহিদ মোতালেব হাইস্কুল সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে সামাজিক, ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হন। তিনি ২০০৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

এ্যাডভোকেট এম. এ ছামাদ

এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুছ ছামাদ ১৯২৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর শেরপুর পৌর এলাকায় নবীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং ১৯৫২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমীর ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান বর্জন আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হল থেকে গ্রেফতার হন। ১৯৬৪ সালে শেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সেক্রেটারী এবং পরে ৩ টার্ম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বপালন করেছেন। ১৯৬৫ সালে আইন পেশায় যোগদান করেন। এর আগে খাদ্য বিভাগে কিছু দিন সরকারী চাকুরী করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ইয়ুথ এন্ড রিসিপশন ক্যাম্পের ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। ১৯৭৭ ও ১৯৯৯ সালে দুই দফায় শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭২-৭৩ সালে তিনি কলাবোরেটর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির একমাত্র বেসরকারী সদস্য ছিলেন। রাজনীতিক শিক্ষানুরাগী, সমাজসংস্কারক এ্যাডভোকেট আঃ ছামাদ ছামাদ উকিল নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। অসাধারন বাগ্মী ও ক্রীড়া ভাষ্যকার ছিলেন।

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট আব্দুস ছামাদ নবীনচরের নাম পাল্টে নবী নগর রাখেন। তিনি ২০০৭ সালের ৬ এপ্রিল ইন্তেকাল করেছেন।

সৈয়দ আবদুস সূলতান

সৈয়দ আবদুস সুলতান বাংলা ১৩২৩ সালে শেরপুর উপজেলার রৌহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুর রউফ একজন আদর্শবান শিক্ষক ছিলেন। মাতা বেগম লুৎফুন্নেসার কাছেই তিনি শৈশবে আরবী, ফার্সি, উর্দু ও বাংলাতে শিক্ষা লাভ করেন।

আইনজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, কুটনীতিক এবং সাহিত্যিক সৈয়দ আবদুস সুলতান তাঁর সমকালীন জীবনকে বিভিন্নভাবে স্পর্শ করেছেন। সকল ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রাণবন্ত এবং জীবনময় কর্মজীবী হিসাবে তাঁর সময়কালের পটভূমিতে তিনি যে রেখাপাত করেছেন তা অনেকদিন সুস্পষ্ট থাকবে। সকল ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ছিল। সুদীর্ঘ জীবনে মতাদর্শের কারণে কারো সঙ্গেই তাঁর বিরোধ বাঁধেনি, যদিও তিনি কখনও নিজের বিশ্বাস থেকে দূরে সরে আসেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ নিবেদিত, আন্তরিক এবং পূর্ণাঙ্গ।

তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য লিখিত বই সমূহ হচ্ছে- ব্যতিক্রমের এক অধ্যায়,তরুণের জিন্নাহ, সবুজ কাহিনী, বিদেশী ছোটগল্প, পঞ্চনদীর পলিমাটি, মনিরাগ, যুগে যুগে মানুষ, Genocide in Bangladesh, ইবনে সিনা, আর রক্ত নয়, সুদূরের চিঠি, পথের দেখা, বেকনের প্রবন্ধ, মরণজয়ী সক্রেটিস, মরণজয়ী শেখ মুজিব, ফুল ফল ও পাতা, The Prophet of All Time, পি.এম.জি, কাজী সাহেবের বালাম, সবার সেরা, যেতে যেতে ফিরে চাই।

সামছুল গণি চৌধুরী

মরহুম সামছুল গণি চৌধুরী শেরপুর উপজেলার কামারেরচরের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স ও এফ এ পাশ করার পর খেলাধুলা ও রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সচিব হিসেবে চাকুরী করেন। তিনি একজন স্বনামধন্য ফুটবলার ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান মোহামেডান ক্লাবে তিনি খেলেছেন এবং পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলেও খেলেছেন। শেরপুরে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর।

ডক্টর মুসলিম উদ্দিন

ডঃ মুসলিম উদ্দিন ১৩৪০ সালের ৭ বৈশাখ বাংলা ও ১৯৩৩ খ্রিঃ ১০ এপ্রিল শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে নানার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৃত হামেদ মন্ডল ও মাতার নাম উম্মে কুলছুম। ডঃ মুসলিম উদ্দিনের বাল্যকাল কাটে নানার বাড়ীতে। তাঁর পৈতৃক নিবাস শেরপুর

www.pathagar.com

উপজেলার ৬নং চর। কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে জামালপুর গভর্ণমেন্ট স্কুলে ভর্তি হন।

কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করার পর আনন্দ মোহন কলেজে ভর্তি হন। এইচএসসি পাস করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬১ সালে জামালপুর আশেক মামুদ কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে পিএইচডি করার উদ্দেশ্যে সুইডেন গমন করেন। ফিরে এসে পুনরায় তার কর্মস্থল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সালে অসুস্থতার কারণে চাকুরী থেকে অবসর নেন। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরের মাসকান্দায় নিজ বাসভবন 'কুলসুম মঞ্জিলে' অবসর জীবন যাপন করছেন। তার রচিত এইচ. এস. সি ও স্নাতক পর্যায়ের পদার্থ বিজ্ঞান বই সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বহুল সমাদৃত।

ডাঃ মোঃ তোজাম্মেল হোসেন

ডাঃ মোঃ তোজাম্মেল হোসেন ১ মার্চ ১৯২৫ শেরপুর উপজেলার ছন্দকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ছনকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এরপর শেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমী, ঢাকা কলেজ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে এমবিবিএস পাস করেন কৃতিত্বের সাথে। সেনাবাহিনীর চাকুরী ছেড়ে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য লন্ডন গমন করেন।

তারপর দেশে ফিরে ময়মনসিংহে প্রাইভেট চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাক্টিস শুরু করেন পাঁচ বছর ময়মনসিংহে অবস্থানের পর মহাখালীস্থ বক্ষব্যাধি হাসপাতালে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেন। তিনি আইপিজিএমআর (পিজি হাসপাতাল) এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৮ সালে ছনকান্দা মিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছনকান্দা ডাঃ এমটি হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে ও ছনকান্দা জামে মসজিদের নামে ৮.৬ একর জমি দান করেন। এই মহান চিকিৎসক ও দানবীর ২০০০ সালে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ডাঃ আঃ ওয়াদুদ

ডাঃ আঃ ওয়াদুদ শেরপুর পৌর এলাকার মিয়াবাড়ীতে সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি শেরপুরের একজন কৃতী সন্তান।

জোৎস্না নিয়োগী

জোৎস্না নিয়োগী ছিলেন বিপ্লবী রবি নিয়োগীর যোগ্য সহধর্মিনী। তিনিও ছিলেন বিপ্লবী, অসাধারণ এক নারী মহীয়সী। জোৎস্না নিয়োগী শুধু নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নর-

www.pathagar.com

নারী নির্বিশেষে মানুষের সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের অসামান্য অগ্র সৈনিক। এসব কারণেই বোধ হয় রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের অবিস্মরণীয় প্রতিভা সত্যেন সেন জোৎস্না নিয়োগীকে আশ্চর্য্য মেয়ে অভিধায় ভূষিত করেছিলেন।

মোহিনী মোহন বল

শেরপুরের কৃতী সন্তান মোহিনী মোহন বল একজন বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা ও নাট্যকার ছিলেন। তিনি কোলকাতার বিখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাদের সাথে অভিনয় করতেন।

হারাণ মিত্র

শেরপুর পৌর এলাকার গৃর্দানারায়নপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে তিনি ভারত চলে যান।

শাহ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম চৌধুরী (সুরুজ চৌধুরী)

শাহ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম চৌধুরী ওরফে সুরুজ চৌধুরী ছোট থেকেই ডানপিটে প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র জীবনে আলীম পাশ করেন। তিনি সুরুজ্জামান ও জমিলা সুন্দরী লোক কাহিনীর বাস্তব রূপকার। এই কাহিনীকে অবলম্বলন করে হাফিজ বয়াতী বিখ্যাত হয়ে ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি দৈনিক আজাদ পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেছেন। তিনি একজন ক্রীড়ামোদী মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের তালিকাভুক্ত রেফারী ছিলেন। শেরপুর উপজেলার প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুরেন্দ্র মোহন সাহা

শেরপুর টাউনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন সুরেন্দ্র মোহন সাহা। তিনি একজন সমাজ সেবক ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার নামে শেরপুরে সুরেন্দ্র মোহন মডেল স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কানু সেন গুপ্ত

শেরপুর পৌর এলাকার গৃর্দ্দানারায়নপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেব শেরপুরবাসীর কাছে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

ডাঃ ছামেদুল হক

মরহুম ডাঃ ছামেদুল হক ১৯২২ সালে শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত গনইভরুয়া পাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত আফজাল উদ্দিন তালুকদার,

www.pathagar.com

মাতা-ছফুরন নেছা। এন্ট্রান্স পাশ ছিলেন। তিনি একাধারে একজন হোমিও চিকিৎসক, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও রাজনীতিবিদ। তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর পাকুরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬২ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের এমপি নির্বাচিত হন। তার দীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তার উদ্যোগে শেরপুর হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস ও শেরপুর নিউমার্কেট প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এই কর্মবীর মানুষটি ইন্তেকাল করেন।

ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান

শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত পাকুরিয়া ভাটিয়াপাড়া গ্রামে ২৭ অক্টোবর ১৯৪৫ খ্রিঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত হাসমত আলী। ১৯৬২ সালে ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করেন। বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন। এরপর ১৯৭৮-৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত ইরাকের বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন পরে পুনরায় ১৯৮০ সালে পুরনো কর্মস্থল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৯০ সালে পিএইচডি করেন লন্ডন থেকে আবারো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। বর্তমানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে লন্ডন গিয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন।

ড. শাহ মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী

শেরপুর উপজেলার কামারের চরের চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শাহ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম চৌধুরী। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের পর বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন। পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

ডক্টর মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন

ডঃ মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন ইংরেজী ১৯৩৭ সালে শেরপুর উপজেলার ফটিয়ামারী গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত শরাফত আলী সরকার। ফটিয়ামারী প্রাইমারী স্কুলে তার হাতে খড়ি হয়। ঢাকা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আইএসসি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হয়ে এমএসসি পাশ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই ১৯৫৯ সালে যোগদান করেন। পরে লন্ডন থেকে পিএইচডি করেন এবং আমেরিকার ওকলোহামা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে ৩ বছর শিক্ষকতার পর ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি পুনরায় আমেরিকার ওকলোহামা ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকাতে পরিবার সহ বসবাস করছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শেরপুর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

ডঃ গোলাম রহমান রতন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ গোলাম রহমান রতন ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯০-৯৩ শিক্ষাবর্ষে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারতের মাইশুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সাংবাদিকতা বিষয়ে এমএ পাশ করেন এবং দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি অধুনালুপ্ত ইস্টার্ণ নিউজ এজেন্সীতে (এনা) সাব-অডিটর-কাম-রিপোর্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে বুয়েটের তথ্য অফিসার এবং ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কিছু দিনের জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জাতীয় মিডিয়া বিশেষজ্ঞ হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি কমিউনিকেশন জার্নাল, দি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ (১৯৯৫-৯৭) সম্পাদনা ছাড়াও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ওপর অনেক বই লিখেছেন। গণযোগাযোগ মাধ্যম ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে তিনি ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ভুটান, মালয়েশিয়া এবং শ্রীলংকা ভ্রমন করেছেন। তিনি বর্তমানে পাপুয়া নিউগিনিতে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

আতর আলী মীর

কামারিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত আন্ধারিয়া গ্রামে জন্মগ্রণকারী এই কামেল ব্যক্তির আনুমানিক শত বছর আগে জীবনাবসান ঘটে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই তাঁর প্রথম প্রজন্মের বংশধরগণ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষিত না হওয়ায় তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীগণ তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য প্রদান করতে পারেননি। এই সাধক ইবাদত, উপাসনা ও আরাধনা দ্বারা আল্লাহপাকের অনুগ্রহ এতটাই অর্জন করেছিলেন যে তাঁকে জড়িয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী কিংবদন্তী আকারে এলাকায় ছড়িয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ব্রিটিশ রাজকীয় সরকার ক্ষমতায় ছিল পুলিশের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলাচল অনেকটা অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য হিসেবেই জ্ঞান করা হতো। ব্রিটিশ দারোগা ঘোড়ার পিঠে চলমান তাঁকে পথ রোধ করে দাঁড়ালে তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলে দারোগা সক্রোধে বললেন তার নাম কুশারু বাবু। তখন এই সাধক স্মিত হেসে জানালেন যে, তাঁর নাম আতর আলী কেরখী। কুশার শেরপুরের আঞ্চলিক বাংলায় ইক্ষুকে বুঝায়। আর 'কেরখী' বুঝায় আখ মাড়াইএর দেশী কলকে। এই রকম ছিল তার দারোগা তথা ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি মনোভাবের নমুনা।

তিনি পার্শ্ববর্তী ফুলপুর উপজেলার পয়ারী জমিদার বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চলাচলরত অবস্থায় আটক হয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে অহংকারী জমিদারের পেটে ব্যথা শুরু হয়েছিল। প্রজাগণের কেউ কেউ মীর সাহেবের কামালিয়াতের কথা জমিদারকে জানিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। জমিদার ক্ষমা চাওয়ার পর তাকে শেরীঘাট থেকে সংগৃহীত পানি পড়া খাইয়ে সে ব্যথার উপশম করান। এই রকম আরেকটি ঘটনা শোনা যায় বর্তমান হালুয়াঘাট উপজেলার শাকুয়াই এর জমিদার বাড়ীর পুজার বিষয়ে।

www.pathagar.com

তিনি পুজার জন্য তৈরি প্রতিমার সামনে সাজিয়ে রাখা প্রসাদ তসবিহ'র আঘাতে ঐ প্রতিমাকে খেতে বাধ্য করেছিলেন। জমিদার বাড়ীতে এমনকি আশে পাশে সকল বাড়ীর প্রস্তুতকৃত খাবার ঐ মূর্তি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। আরো অধিক খাদ্য প্রাপ্তির আশায় ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ মূর্তিকে জমিদারের অনুরোধে পুনরায় তসবিহ'র আঘাতে তিনি বিরত করেছিলেন।

এই কামেল ফকিরের পুত্র সম্পর্কীয় বংশধরদের মধ্যে ঐ পর্যায়ের অনুকরণীয় কোন কামালিয়াত দৃষ্ট হয়নি। তবে তাঁর কন্যাপক্ষীয় দৌহিত্রী জামাতাগণের মধ্যে ফুলপুর উপজেলায় মাওলানা এ.কে.এম ইমামুদ্দিন একজন কামেল পুরুষ হিসেবে ঐ এলাকায় সম্মানিত বলে লোকমুখে শোনা যায়।

ড. সৌমিত্র শেখর

শেরপুর পৌর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন ড. সৌমিত্র শেখর। তাঁর পিতার নাম সুনীল বরণ দে। তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্সসহ মাস্টার্স করার পর রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি শেরপুর মডেল গালর্স ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর তার অনেক গবেষণাধর্মী প্রকাশনা আছে।

দুখু শাহ ফকির

দুধু শাহ ফকিরের পৌত্র বুধু শাহ ফকিরের পুত্র দুখু শাহ ফকির আনুমানিক শত বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি রৌহা ইউনিয়নের রৌহা গ্রামে এক পরহেজগার মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নসহ বিভিন্ন তীর্থস্হানে ঘুরে ঘুরে তিনি উচ্চ পর্যায়ের এলমে মারেফাত অর্জন করেছিলেন। তাঁর এবং তাঁর পিতৃপুরুষের প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ এরূপ ছিলো না। লোকমুখে স্হানীয় নাম হিসেবে তিনি এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ এগুলোর অধিকারী হয়ে থাকতে পারেন। এই কামেল ফকিরের প্রকৃত তথ্যভিত্তিক জীবনকথা তাঁর উত্তরসূরীগণের সংরক্ষণহীনতার কারণে প্রাপ্তি সম্ভবতঃ অসম্ভব। তবে এই কামেল ফকির শত বছর আগে গত হলেও তাঁর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী কিংবদন্তী আকারে এখনো স্থানীয় প্রাচীন জনসাধারণের মধ্যে বিরাজিত আছে। (শোনা যায় যে, তিনি তাঁর এক অনুসারীসহ ঘোড়ায় চড়ে আসাম যাওয়ার পথে হাজংদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মুখোমুখি হয়ে তাঁর শিষ্যকে চক্ষু বন্ধ করে থাকতে বলে 'আল্লাহু আকবর' হাঁক দিয়ে তাঁর অশ্বকে বায়ুতে চালিত করে দুর্ভেদ্য জংগল অতিক্রম করেছিলেন। অনুসারী চক্ষু খোলার জন্য আদিষ্ট হয়ে দেখেন যে তাঁরা গন্তব্যে পৌছে গেছেন।) তখনকার দিনে ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দেয়ার জন্য নদের তীরে এসে কোন তরী না পেয়ে আল্লাহর নামে নদের জলে গামছা বিছিয়ে তার ওপরে বসে নদ পাড়ি দিয়েছিলেন। ঐ গামছায় বসেই নামাজ আদায় করেছিলেন বলে জনশ্রুতি এখনো হারিয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

এই সাধু পুরুষের দুই পুত্র শাহ ময়েজ উদ্দিন ফকির এবং শাহ মুসলিম উদ্দিনও কমবেশী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর পৌত্রীগণের জামাতাগণ বিভিন্ন স্থানে হাক্কানী আলেম হিসেবে পরিচিত। মাওলানা এ.কে.এম. ইমামুদ্দিন নামে এক পৌত্রী-জামাতা ফুলপুর উপজেলার একজন কামেল পুরুষ হিসেবে সম্মানিত হয়ে আছেন বলে জানা যায়।

শহীদ দারোগ আলী

শহীদ দারোগ আলী শেরপুর উপজেলার বলাইরচর ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। শেরপুরের জিকেপিএম হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রিঃ ৮ মার্চ গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হন। শেরপুর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত পার্ককে এই অকুতোভয় যুবকের নামে নাম করণ করা হয়েছে 'শহীদ দারোগ আলী পার্ক'।

শাহ মোহাম্মদ রফিকুল বারী চৌধুরী

শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত কামারের চর গ্রামে শাহ মোহাম্মদ রফিকুল বারী চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আদর্শ কৃষক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ। শিক্ষা জীবনে তিনি বিএ পাশ করেন। তিনি একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ। শেরপুর-১ আসনে তিনি পরপর ৩ বার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সমাজ সেবামূলক কাজ করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট তৈরী, ও সামাজিক সংস্কারে তার অবদান রয়েছে। তিনি বর্তমানে বিজেপি এর প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ ছেলে ও ১ মেয়ের পিতা।

আতিউর রহমান আতিক

আতিউর রহমান আতিক ১৯৫৭ সালের ১ ডিসেম্বর কামারিয়া ইউনিয়নের বারঘরিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সাবেক সংসদ সদস্য। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং ছাত্রলীগকর্মী হিসেবে ১৯৭১ সালে ৯ ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের তুরা ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে কনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১১ নং সেক্টরের বিভিন্ন সম্মুখ সমরে অংশ নেন। ১৯৭৩ সালে সূর্যদী এ আহমদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৭৮ সালে শেরপুর সরকারী কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৮৫-৮৬ সেশনে বিএ পাস করেন। রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন কলেজে অবস্থান করেন এবং ১৯৭৯-৮০ শিক্ষা বর্ষে ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে শেরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ১৯৯৬ এর ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী হিসেবে পরপর দুবার শেরপুর-১ আসনে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সরকারে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০০৩ সালে শেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৬ সালে নিজ বাড়ী সংলগ্ন বারঘরিয়া গ্রামে আতিউর রহমান মডেল গার্লস

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ তিনি বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ও সহযোগিতা করেছেন।

হযরত মাওলানা শাহসুফী মুহাম্মদ ফসিহ উদ্দিন (রঃ) পীর সাহেব

তিনি বাংলা ১২৮৮ ও ১৮৮১ খ্রিঃ শেরপুর উপজেলার যোগিনীমুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিরাজগঞ্জ মাদ্‌রাসা এবং দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী মাদ্‌রাসা থেকে কামিল ডিগ্রী লাভ করে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) প্রতিষ্ঠিত কানপুর মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস এবং পরবর্তীকালে ইলমে মারেফত বা তাসাউফ হাছিলের উদ্দেশ্যে অলিকুল শিরোমণি এলাহাবাদের পীর সাহেব কেবলার বয়াত গ্রহণ এবং পীর সাহেব কেবলার নির্দেশে পরবর্তীতে ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দিদে জামান আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রঃ) এর বয়াত গ্রহণ ও ১৯২৮ সালে তাঁর কাছ থেকে লিখিত খিলাফত লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি কিছুদিন শেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমীতে শিক্ষকতা করেন। নিজ গ্রাম যোগিনীমুরায় খানকায়ে সিদ্দিকীয়া প্রতিষ্ঠা করেন যার ছায়াতলে আজ প্রায় একহাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ফসিহ উল উলুম দাখিল মাদ্‌রাসা। ১৯১২ সালে তিনি যোগিনীমুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে যোগিনীমুরা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়া শিক্ষা ও ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে মক্তব, মসজিদ ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। '৪৭ এর স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি শেরপুর মিয়া বাড়ীর আফরোজ মিয়া সাহেব, পাকুড়িয়ার মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মহসীন ও বাজিতখিলার হাসান আলী মাস্টার সাহেবদের সঙ্গে নিয়ে মুসলিম লীগের প্রথম কমিটি গঠন করেন।

বিরল চরিত্রের অধিকারী এই মহান অলি মাত্র ১৬ বছর বয়সে পিতার সাথে প্রথম হজ্বব্রত পালন করেন। পরবর্তীকালে ১৯১৩ ও ১৯২৬ সালে ২য় এবং তৃতীয় বার হজ্বব্রত সম্পন্ন করেন। তিনি ছয় কন্যা ও দুই পুত্রের পিতা। তিনি ১৯৮৩ সালের ১লা অগ্রহায়ণ জন্মবার বুধবারেই ইন্তেকাল করেন।

আমিনুর রহমান নিঝু

শেরপুর শহরের গৌরীপুর এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। শান্তি নিকেতন থেকে সংগীতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন। রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তার অকাল মৃত্যু হয়।

মুহম্মদ মুহসীন আলী

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মুহম্মদ মুহসীন আলী ১৯৩৮ সনের ২৬ নভেম্বর শেরপুর উপজেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নে মির্জাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি শেরপুর টাউনে তিনআনী বাজার মহল্লার রাজবাড়ী এলাকার বাসিন্দা। তিনি শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমী থেকে ১৯৫৫ সালে

www.pathagar.com

ম্যট্রিক এবং জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৫৯ সালে বি,এ পাশ করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমীতে শিক্ষকতা করেন। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির গুরুত্বপুর্ণ পদ অলংকৃত করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে শহর থানা এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে ভারতে শরণার্থীদের মাঝে কার্ড বিতরণ, ইন্দিরা গান্ধীকে বারাংগা পাড়ায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং ডালু সংলগ্ন বশ্যাডুবি ইয়্যুথ ক্যাম্প অফিসার ইন-চার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তি জীবনে ৪ পুত্র ও ২ কন্যার জনক। শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ, পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেরপুর নাগরিক কমিটির তিনি আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

মিনা ফারাহ

মিনা ফারাহ শেরপুর পৌর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সুরেন্দ্র মোহন সাহা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী প্রকৃতির। পেশায় একজন ডেন্টিস্ট। দুই যুগের অধিককাল যাবৎ তিনি আমেরিকা প্রবাসী। অন্যায়, অসমতার বিরুদ্ধে আজীবন বিদ্রোহী লেখিকা হিসেবে দেশে এমনকি দেশের বাইরেও পরিচিতি রয়েছে। মধ্য বয়সের সংকট, তুমিই আমার সিফিলিস, নরকে অমৃত ধারা, বিবাহ, যৌনজীবন ও ৫০% ডিভোর্স, নারী বিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ তাঁর প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

রঞ্জিত নিয়োগী

শেরপুর পৌর এলাকার নাগপাড়া এলকায় রঞ্জিত নিয়োগী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপ্লবী রবি নিয়োগী এবং মাতা জ্যোৎস্না নিয়োগী। তিনি দৈনিক আজাদ পত্রিকার ইলাস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করেছেন। একজন কবি ও চিত্র শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। বর্তমানে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী শেরপুর জেলা শাখার সভাপতি।

মোশতাক হাবিব

শেরপুর উপজেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন মোঃ হাবিবুর রহমান ওরফে মোশতাক হাবিব। তিনি ১৯৬৩ সালে ভিক্টোরিয়া একাডেমী থেকে এস, এস, সি; ১৯৬৫ সালে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে এইচ, এস, সি এবং বি, এ পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার-এর একজন তালিকাভুক্ত গীতিকার ছিলেন। ষাটের দশকে তাঁর রচিত গান বিখ্যাত শিল্পী মাহমুদুন্নবী, সৈয়দ আব্দুল হাদী প্রমুখ গেয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি তারগঞ্জ পাইলট বালিকা বিদ্যালয়, নালিতাবাড়ী-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ২০০৬ সালের ২১ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

শাহ মামুদ ফকির

শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর দড়িপাড়া গ্রামে ১৯০৮ সালে শাহ মামুদ ফকির জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম শরা ফকির (যিনি শরা বাবাজী নামে অধিক পরিচিত)। তিনি একজন অধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তার ইন্তেকালের পর তার পুত্র শাহ মামুদ ফকির তাঁর বাবার উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করেন। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা, হারানো কোন বস্তুর খোঁজ দেয়া, ভবিষ্যৎবাণী, মানুষের কোন শত্রু থাকলে তাবিজ-কবজের মাধ্যমে সমাধান দেয়া, জ্বীন-পরীর আছর ও মানসিক রোগীর চিকিৎসা দিতেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন তাঁর কাছে চিকিৎসা নেয়ার জন্য আসতেন। তিনি ঘোড়া ও হাতি চড়ে বিভিন্ন এলাকায় চিকিৎসা সেবা দিয়ে বেড়াতেন। সেজন্য তিনি হাতিওয়ালা ফকির নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি একজন সমাজসেবকও ছিলেন এলাকায় মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণে তার অবদান রয়েছে। প্রতি বৎসর ২২ মাঘ তাঁর মৃত্যু বার্ষিকীতে তার বাড়ীতে কোরআন খানি ও জিকির আজকারের মাধ্যমে ভক্তরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং অনেক ভক্ত তার মাজারে সিন্নি দিতে আসেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

পণ্ডিত ফসিহুর রহমান

একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক হিসেবে পন্ডিত ফসিহুর রহমান শেরপুরে পরিচিত নাম। তিনি শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত বামনের চর গ্রামে ১ জুলাই ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে জুনিয়র মাদ্রাসা পাশ করেন ১৯৩৭ সালে জিকেপিএম থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পরে জিটি (গুরু ট্রেনিং), ভিএম (ভার্নাকুলার মাস্টার শপ) ও কারুকলা বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন/প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। কর্মজীবনে তিনি যোগিনীমুরা হাই মাদ্রাসা, শেরপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জামিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রসা, তেরা বাজার এ শিক্ষকতা করেন। ৬৬ বছর যাবৎ তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাঁর প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থের নাম 'শেরপুর জেলার অতীত ও বর্তমান'। তাঁর লেখা কয়েকটি নাটক যেমন- মানিক বিদ্যালয়, ভাই বোন, ম্যালেরিয়া কনফারেন্স, স্বাধীনতার অন্বেষায় ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে কিন্তু প্রকাশিত হয় নি।

মোঃ আব্দুর রেজ্জাক

শেরপুরে সংবাদপত্র প্রকাশের পথিকৃত হিসাবে পরিচিত মোঃ আব্দুর রেজ্জাক ১৯৩৬ সনের ২ মার্চ উপজেলার পাকুরিয়া ইউনিয়নের খামারপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বন্দে আলী, মাতা আদুরী বেগম। তিনি ১৯৫৪ সনে জিকেপিএম স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। পরে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ, জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ ও শেরপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট, ১৯৭১ এ স্বাধীনতা

www.pathagar.com

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৯ এর গণ অভ্যুত্থানে সক্রিয় নেতৃত্বে ছিলেন তিনি । কলেজ জীবন শেষে তিনি শেরপুরে খ্যাত পুস্তক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রেজ্জাক স্টোর গড়ে তুলেন। ১৯৮৬ সনের জুন মাসে তিনি জেলার প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক শেরপুর প্রকাশ করেন। সেই থেকে আজ অবধি তিনি সাপ্তাহিক শেরপুর সম্পাদনা করে আসছেন। তাকে এই পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতের অন্যতম পথিকৃত হিসাবে স্বীকৃত সাবেক মন্ত্রী, কলামিস্ট মরহুম খোন্দকার আব্দুল হামিদ। আব্দুর রেজ্জাক একাধারে সাংবাদিক, কবি ও উপন্যাসিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চলার পথে'। এরপর প্রকাশিত হয় 'বড় একা একা লাগে' ও 'শেষ দেখা' নামে আরো দুটি উপন্যাস। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আমাকে বলতে দাও' ও 'প্রতিদিনের শব্দ'।

তিনি ২০০৫ সনে ভাষা সৈনিক হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি ও সম্মানে ভূষিত হন। এ ছাড়া ২০০৬ সনের ২১ মার্চ তাঁকে শেরপুরের অন্যতম গুণীজন হিসাবে সংবর্ধিত করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শেরপুর সদর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত সরকারের সমাজ সেবা অধিদপ্তরের শেরপুর জেলার সদস্য হিসাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। আজ অবধি তিনি বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছেন।

আলোকচিত্রী মি. নীতিশ রায়

শেরপুর শহরের নয়ানী বাজারের বাসিন্দা প্রখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী নীতিশারায় ১৯৪৪ সালের ২২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং শেরপুর সরকারী কলেজ থেকে বি,এ পাশ করেন। তিনি ১৯৬৭ সাল থেকে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি শুরু করেন। এর আগে কলকাতা পার্ক ইনস্টিটিউশনের ছাত্র থাকাবস্থায় অ্যামেচার ফটোগ্রাফী করতেন। শহরের নিউমার্কেট এলাকায় তার নিজস্ব একটি রূপশ্রী স্টুডিও এবং সুবর্ণবালা নামে ফটোগ্যালাবী রয়েছে। ১৯৭১ সালের মধ্যজুন থেকে আলোকচিত্রী নীতিশ রায় মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত জয়বাংলা পত্রিকায় প্রেস ফটোগ্রাফার ছিলেন। আশির দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত সাপ্তাহিক একতা এবং ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দৈনিক ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি ও ফটো সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলার বাণী, সংবাদ, মাসিক ফটোগ্রাফিসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন। একটি একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও ১ টি গ্রুপ প্রদর্শনী করেছেন। দেশে এবং বিদেশে নানা আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় তার অনেক ছবি স্থান পেয়েছে এবং পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৮২ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত ৭ম এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় তার 'তৃষ্ণা' শিরোনামের ছবিটি ইয়াকুল্ট পুরস্কার (২য় স্থান) লাভ করে নেপাল, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান, সুইজারল্যান্ড বিভিন্ন দেশের আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে তার তোলা ছবি

www.pathagar.com

স্থান পায় এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এ ছাড়াও তিনি উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।

আমজাদ হোসেন

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সমাজসেবক আমজাদ হোসেন শেরপুর পৌরসভার শীতলপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি ছাত্র রাজনীতির সাথে ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হন। জামালপুর জেলা ছাত্রলীগে ও শেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে শেরপুর কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি শেরপুরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। তন্মধ্যে শেরপুর জেলা যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক, শেরপুর জেলার রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নির্বাচিত সম্পাদক, শেরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি, মিল মালিক সমিতির সম্পাদক, শেরপুর রোটারী ক্লাবের সভাপতি, শেরপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। শেরপুর পৌরসভাধীন হাজী কলিমদ্দিন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। শেরপুর সরকারী কলেজ ও শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান রয়েছে।

মুহাম্মদ আবু বকর

সাপ্তাহিক দশকাহনিয়া পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ আবুবকর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী বাজিতখিলা ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি শহরের সজবরখিলা এলাকার বাসিন্দা। ১৯৬৮ সালে তিনি এসএসসি পাশ করেন। বাংলাদেশ বেতারের সাবেক জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা ছাড়াও ১৯৯১ সালে তার সম্পাদনা ও মালিকানায় সাপ্তাহিক দশকাহনীয়া পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। "ক্ষয়িষ্ণু আব্রু" নামে তার একটি কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। পণ্ডিত ফসিহুর রহমানের লেখা শেরপুরের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থের তিনি প্রকাশক।

মহান মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগে যোগদান করেন। বর্তমানে শহর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ শেরপুর জেলা শাখার প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। শেরপুর প্রেসক্লাব, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিভিন্ন মসজিদ এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য এবং পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব নিয়ে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট আখতারুজ্জামান

মোঃ আখতারুজ্জামান, শেরপুর উপজেলার নবীনগর গ্রামে ১৯৪৯ সালের ২৩ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৃত দুদু ফকির ও মাতার নাম মৃত- আমেনা বেগম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে এম. এ ও সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন। গ্রন্থাগারিক হিসেবে শেরপুর কলেজ ও পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। শেরপুরে প্রাইভেট স্কুল (কেজি স্কুল) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অগ্রদূত ডাঃ সেকান্দর আলী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। সাংবাদিক হিসেবে দৈনিক বাংলার বাণী ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের শেরপুর প্রতিনিধি ছিলেন। শেরপুর সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৯৭ সালে নকল প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য ঢাকা বোর্ডের ১০ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের শেরপুর শাখার ও আওয়ামীলী যুবলীগ শেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ. কে. এম রুহুল আমিন আকন্দ

এ. কে. এম রুহুল আমিন আকন্দ শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত সাপমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৃত জমসেদ আলী আকন্দ, মাতা ছালমা খাতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম ও এল. এল. বি পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাউন্টস ডিরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। অবসর গ্রহণের পর উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ও বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা এর সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাংবাদিক জয়নুল আবেদীন

শেরপুর উপজেলার টাঙ্গারিয়া পাড়া গ্রামে সাংবাদিক জয়নুল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে এসএসসি পাশ করার পর সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োগ পান। দৈনিক মানব জমিন, দৈনিক আজকালের খবর পত্রিকায় জেলা সংবাদদাতা হিসেবেও কাজ করেন। বাংলাদেশ বেতার ও খুলনা বেতারের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানে তার লেখা প্রচারিত হয়েছে। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রেসক্লাবের প্রথম নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হন এবং ২০০৭ সালের ১৭ অক্টোবর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। তার নামে তার নিজ গ্রামে একটি গণপাঠাগার ও স্মৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মোঃ ইদ্রিস মিয়া

কঠোর পরিশ্রম, মনোবল ও ঐকান্তিক চেষ্টায় একজন মানুষ যে সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে তার এক উজ্জল নিদর্শন হলেন শেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মোঃ ইদ্রিস মিয়া। সাফল্যের এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ইদ্রিস মিয়া ১৯৫০ সালে শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত কামারিয়া গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম বাবর আলী এবং মাতার নাম মালেতুন্নেছা। প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন তিনি ছাত্র জীবনে। কিন্তু ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার পর তার এই মেধাকে পড়াশুনায় না লাগিয়ে ব্যবসার কাজে লাগান। শুরুতে তিনি বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। সেজন্য তার পরিবারের অনেক লাঞ্ছনা গঞ্ছনা সহ্য করতে হয় তদুপরি তিনি থেমে থাকেন নি বা দমে যান নি। জামালপুরের শোলাকুড়িতে ছোট এক বিড়ি ফ্যাক্টরীর শ্রমিক-কাম-ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। কোন কাজকে তিনি ছোট মনে করতেন না।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন। জামালপুর থেকে মাত্র ৩২ টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। আরো কিছু পুঁজি নিয়ে শুরু করেন ৩০ নং রশিদা বিড়ি ফ্যাক্টরী। উত্তরোত্তর সাফল্যে তিনি তার ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করেন। বর্তমানে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- শেরপুরের শেখহাটিতে জিহান অটো রাইস মিল, লছমনপুরে জিহান ডেইরী ফার্ম, জিহান কন্সট্রাকশনে ফার্ম, ঝিনাইগাতীর সন্ধ্যাকুড়ায় জিএস রাবার প্রকল্প, গজনী অবকাশে জিহান অবসর কেন্দ্র, জিহান অটোব্রিক্স, জেবিন মৎস্য ও ফিস ফিড ইত্যাদি। এলাকার দুর্যোগ মোকাবেলায় তিনি নিবেদিত প্রাণ। শিক্ষার প্রতিও তিনি অনুরাগী। শেখহাটিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন ইদ্রিসিয়া আলিম মাদ্‌রাসা ও বাবর আলী জামে মসজিদ। তার গ্রামের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাবর আলী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও জিহান প্রাথমিক বিদ্যালয় তাছাড়াও তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে থাকেন। তার প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ অব কোম্পানীতে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বেকার যুবক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মোঃ আবুল হাসেম

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সামাজসেবক আলহাজ মোঃ আবুল হাসেম শেরপুরের একজন কৃতী সন্তান তার বাবার নামে আলহাজ বাবর আলী এবং মাতার নাম মরহুম মালেতুন্নেছা। শেরপুর এলাকায় পোল্ট্রি শিল্পের প্রবক্তা। তার প্রতিষ্ঠিত পোল্ট্রি কমপ্লেক্সটি দেশের পোল্ট্রি শিল্প বিকাশে অন্যান্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মোঃ আবুল হাসেম সাহেবে পোল্ট্রি ব্যবসার পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তুলেছেন এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাবর ফিলিং স্টেশন। এসএস ফিলিং স্টেশন, ইটভাটা ইত্যাদি। শেরপুরের বরেণ্য এই ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন শেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি, শেরপুর জেলা

www.pathagar.com

পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির সভাপতি, শেরপুর জেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির কার্যকরী সদস্য, তাছাড়া তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতি পত্রিকার সম্মানিত উপদেষ্টা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের পিতা।

উল্লেখিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি তাঁর বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাবর এন্ড কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নানাবিধ কাজে নিয়োজিত আছেন তিনি। আর এসব কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পোল্ট্রি শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে পোল্ট্রি শিল্পে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমান স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

বাউল মোঃ তারা মিয়া

১৯৬২ সালের ১৮ অক্টোবর শেরপুর উপজেলার বাজিতখিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া বেশি করতে পারেননি। বাল্যকাল থেকে আধ্যাত্মিক গানের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। তার গুরু ছিলেন হাশেম ফকির ও মুক্তাগাছার নওশের পাগল। তিনি দুই শতাধিক গান রচনা করেছেন এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে তার ডাক পড়ে গানের জন্য। শেরপুর জেলার সাবেক জেলা প্রশাসক নওফেল মিয়া ও এবিএম আঃ সাত্তার তার বাউল গানের স্বীকৃতি স্বরূপ সনদপত্র প্রদান করেন।

তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ময়মনসিংহে আয়োজিত লোক সংগীত প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত লোক/সংগীত প্রতিযোগিতায় তিনি ৪র্থ স্থান লাভ করেন। তিনি বাউলদের নিয়ে একটি সংগঠন করেছেন বাজিতখিলা গ্রামে এই সংগঠনের কার্যালয় আছে। প্রতি মাসে এখানে বাউলদের নিয়ে সংগীতের আসর বসে। বাউল তারা মিয়া এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক।

লতিফুজ্জামান ঃ

শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত রৌহা মধ্যপাড়া গ্রামে ১৯৩৬ সালের ৪ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন মরহুম লতিফুজ্জামান। এলাকায় চিনির বাপ নামে যিনি সমধিক পরিচিত। সমাজ সেবার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নাটকে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। '৭১ এ মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে রৌহা এইচএ মোল্লা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া রৌহা বাজার, আমতলা বাজার ও মধ্যপাড়া গ্রামে ঈদগাহ মাঠ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল। তাঁর সুযোগ্য উত্তর সূরী তাঁর ছেলে মোঃ ছাইফুজ্জামান সোহেল বর্তমানে রৌহা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

হযরত মৌলানা হাসমত উল্লাহ (পীর)

শেরপুর উপজেলার অন্তর্গত পাকুরিয়া গ্রামে ১৩১৩ বাংলা সনে মরহুম পীর মৌলানা হাসমত উল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আলীম উদ্দিন সরকার, মাতা মৃত ছবুরন নেছা। তিনি যৌবনকালেই ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার আটরশি চলে যান। দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর পরে আবার পাকুরিয়া গ্রামে আসেন। এখানে তিনদিন থাকার পর আবার ফরিদপুর চলে যান। তিনি পাকুরিয়াতে দু'টি মঞ্জিল স্থাপন করেন। এখানে প্রতিমাসে মিলাদ মাহফিল হয় এবং বছরে একবার ইসলামী জলসা হয়।

হযরত শাহ সুলতান নূরী আইন উদ্দিন (রঃ)

শেরপুর উপজেলার বলাইর চর ইউনিয়নের জঙ্গলদী গ্রামে বাংলা ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম শুক্রবার হযরত শাহ সুলতান নূরী আইন উদ্দিন (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সাপমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার পর ময়মনসিংহর ত্রিশাল হাই স্কুলে ৯ম-১০ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করেন। মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই লেখাপড়া ত্যাগ করে তিনি তরিকতের কাজে জড়িত হয়ে পড়েন। পাবনার এনায়েতপূরী পীর খ্যাত হযরত খাজা ইউনুস আলী (রঃ) মোজাদ্দেদিয়া তরিকা গ্রহণ করে পীরের নির্দেশে তিনি প্রায় এক যুগ সুন্দর বনে আরাধনায় কাটান। পরবর্তীকালে পীরের নির্দেশে শেরপুরের জঙ্গলদীর বাড়ীতে এসে তরিকতের কাজে লিপ্ত হন এবং 'তরিকতে এলাহিয়ার' নামে প্রায় ৩৯ বৎসর পর্যন্ত ধর্ম প্রচারের কাজ করেন। লোকমুখে প্রচারিত তাঁর আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরবনে তপস্যার সময় বিভিন্ন ধরনের জীব-জানোয়ার তার চারপাশে ঘিরে থাকতো। একবার এক বাঘিনীকে মনের যন্ত্রণায় তাঁকে খেয়ে ফেলতে বললে বাঘিনী পিছিয়ে যায়। সুন্দরবন থেকে বের হওয়ার পর বনের কাছের এক বাজারে খাবার জন্য রুটির দোকানে গিয়ে রুটি চাইলে তার শরীরে গরম পানি ঢেলে দেওয়া হয়। তিনি বাজার থেকে বের হওয়ার পর আগুন লেগে সম্পূর্ণ বাজার পুড়ে যায়। ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানার ডাঙ্গমারী ইউনিয়নে একবার অনাবৃষ্টির কারণে খরায় ফসল পুড়ে যাওয়া উপক্রম হয়। সেখানে তিনি উপস্থিত হলে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয় এবং সে বছর প্রচুর ফলন হয়। এখনও সেখান থেকে লোকজন ট্রাকে ভরে জঙ্গলদীতে নিয়ে আসে। মহান এ সাধক ১৩৬০ বঙ্গাব্দে ২৯ ভাদ্র মঙ্গলবার নিজ বাড়ীর আস্তানায় ইন্তেকাল করেন। প্রতি বছর জঙ্গলদীর দরবার শরীফে মাঘ মাসের যে কোন রোব বার বার্ষিক ইছালে ছওয়াব শুরু হয়ে মঙ্গলবার মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সঞ্চিতা হোড় দিপু

সঞ্চিতা হোড় দিপু শেরপুরে প্রথম শ্রেণীর একজন সংগীত শিল্পী। ১৯৫৭ সালের ১৪ আগস্ট শেরপুর শহরের শিববাড়ী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের সবাই সঙ্গীতের সাথে জড়িত। ১৯৬৮ সালে কাকা নিরঞ্জন দে'র হাতে সংগীতের হাতে খড়ি। পরবর্তীকালে হারান মিত্র ময়মনসিংহের বেতার

www.pathagar.com

শিল্পী ওস্তাদ নারায়ণ দাস, শিল্পী কান্তি চৌধুরী, কানু সেনের নিকট তালিম নেন। শুরু থেকেই তিনি নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, আধুনিক গান, ভজন-কীর্তন গেয়ে আসছেন। রবীন্দ্র সংগীত এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতেই তার অধিক বিচরণ। ১৯৯৯ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে তিনি কয়েকবার পুরস্কৃত হয়েছেন। নির্বাচিত ১৪টি রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে ২০০৩ সালে তার কণ্ঠে ঢাকার কমিটমেন্ট প্রোডাক্টস 'কাঁদালে তুমি মোরে' শিরোনামে অডিও সিডি প্রকাশ করেছে। যার মুখবন্ধ লিখেছেন প্রয়াত ওয়াহিদুল হক। তিনি শেরপুর জেলা জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মীলন পরিষদের ২০০১ সাল থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

খন্দকার মজিবর রহমান

শেরপুর শহরের শীতলপুর এলাকায় ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন খন্দকার মজিবর রহমান। তাঁর পিতা ছিলেন খন্দকার জমির উদ্দিন এবং মাতা কান্দুরী বেগম। শেরপুর শহরের রাম রঙ্গিনী লাহিড়ী স্কুলে (লাহিড়ী কাচারী সংলগ্ন স্কুলটি এখন আর নেই) তিনি ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। অবশেষে দীর্ঘকাল বিএনপির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও ভাষা অন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। জন মানুষের আন্দোলন করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসনামলে কলেরা মহামারীর সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভিক্টোরিয়া একাডেমী সরকারীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

১৯৮১ সালে খন্দকার মজিবর রহমান শেরপুর পৌরসভায় মুসলিম হিসেবে প্রথম পৌর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষ ও সাধারণ জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি ৩ বছর কারাভোগ করেছেন। ২০০৫ সালে ভাষা সৈনিক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন। বর্তমানে তিনি শহরের ঢাকলহাটি এলাকার নিজ বাড়ীতে বসবাস করছেন।

জয়শ্রীনাগ লক্ষ্মী

জয়শ্রী নাগ (দাস) ১৯৪৯ সালের ৪ নভেম্বর রাজবল্লভপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুরে এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জ্যোতিষ চন্দ্র নাগ মাতা জোৎস্নাময়ী নাগ। তার ডাক নাম লক্ষ্মী। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শেরপুর জেলা ছাত্র

www.pathagar.com

ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে দলীয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯৭২ সালে শেরপুর (সরকারী) কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন এবং শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তিনি বীমা শিল্পের সঙ্গে জড়িত হন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি শেরপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। শেরপুরের নাট্য আন্দোলনে জয়শ্রী নাগ লক্ষ্মী এক সময়কার একটি সুপরিচিত নাম।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গঠন কাল থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে তিনি বাংলদেশ মহিলা পরিষদ শেরপুর জেলা শাখার সভাপতি। তিনি নারী আন্দোলন-মাদক বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

তিনি ১৯৬৮-১৯৬৯ এর আন্দোলন, অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শেরপুর জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন (বেসরকারী), কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য। দীর্ঘদিন তিনি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

হেমন্ত ভট্টাচার্য

শেরপুর শহরের নারায়নপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন হেমন্ত ভট্টাচার্য। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলেনর সাথে যুক্ত ছিলেন। শেরপুর পৌরসভার কমিশনারের দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমান পুলিশসুপারের বাসভবন এবং ফায়ার সার্ভিস অফিস তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে অবস্থিত। তিনি আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম

শেরপুর উপজেলার চরমুচারিয়া ইউনিয়নের চকসাহাব্দি টালিয়াপাড়া গ্রামে মোঃ নজরুল ইসলাম এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম খান মামুদ মণ্ডল। জামালপুর গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন, ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ এম. এ পাশ করেন। একজন ইপিসিএস অফিসার হিসেবে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগাদান করে পেশাগত দায়িত্ব পালন শুরু করেন। তিনি জন প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং সরকারী বাড়ী বরাদ্দ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছুদিন ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসকের দায়িত্বেও ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব হিসেবে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর বিএনপি-র রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে শেরপুর-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৪ সালের ৪ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

www.pathagar.com

রাজিয়া সামাদ ডালিয়া

রাজিয়া সামাদ ডালিয়া ১৯৪৩ সালের ১ ডিসেম্বর শেরপুর শহরের খরমপুর এলাকায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম খান বাহাদুর ফজলুর রহমান। ১৯৫৯ সালে গাইবান্ধা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহের মুমিন্নুনেছা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম গার্লস কলেজ থেকে ডিগ্রী পাশ করেন। এম. এ (বাংলা) ১ম পর্ব শেষ করলেও বৈবাহিকসূত্রে স্বামীর সাথে বসবাসের কারণে শেষ পর্ব সম্পন্ন করা হয়নি। গৃহবধুর জীবন ছেড়ে ১৯৮২ সালে ঢাকার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে সমাজ সেবার কাজ শুরু করেন। ১৯৮৯ সালে শেরপুর এসে তিনি নানাবিধ সমাজসেবা ও মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ফটিয়ামারীর গ্রামের বাড়ীতে উপমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহরের নাগপাড়া এলাকায় আনন্দপাঠ নামে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি ও রবীন্দ্র সংগীত সম্মীলন পরিষদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আনন্দধাম নামে তিনি শহরে একটি আশ্রয় কেন্দ্র খুলে দরিদ্র, এতিম, অসহায় ও রোগীদের সেবাযত্ন করে আসছেন। শেরপুর রোটারী চক্ষু শিবিরের তিনি অন্যতম সংগঠক এবং 'উজ্জয়িনী' নারী সংগঠনের মাধ্যমে ৪ বছর যাবত নিয়মিত চক্ষু শিবির পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে রাজিয়া সামাদ ডালিয়া বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের ন্যাশনাল কাউন্সিলের মেম্বার, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রিয় কমিটির সহ-সভাপতি এবং ব্রতচারী আন্দোলনের কেন্দ্রিয় সংসদ সদস্য।

প্রফেসর মোঃ এ রউফ

প্রফেসর মোঃ এ রউফ ১৯৪৮ সালে শেরপুর উপজেলার পাকুরিয়া ইউনিয়নের তিরছা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে নকলা পাইলট হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। শেরপুর সরকারী কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে এইচ. এস. সি, ১৯৬৮ সালে বি. এ এবং ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম. এ এবং এল. এল. বি পাশ করার পর রাজশাহী সরকারী কলেজে প্রদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে বগুড়া সরকারী আজিজুল হক কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। সেই কলেজ থেকেই সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করে জয়পুরহাট কলেজের অধ্যক্ষ পদে ২০০১ সালে যোগদান করেন এবং সেই কলেজ থেকেই ২০০৫ সালের নভেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রফেসর মোঃ এ রউফ বগুড়া থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক জীবন' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। সরকারী চাকুরীতে থাকাকালে স্বনির্ভর আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে পাঁচবিবি গণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সমন্বয়ের কাজ করেন। উজ্জ্বল বগুড়া জেলার স্বনির্ভর কর্মিদল সভায়

www.pathagar.com

সভাপতি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ-এর জাতীয় কমিটির সদস্য, সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ গ্রামীণ সংবাদপত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি 'নিজে গড়ি বাংলাদেশ উন্নয়ন সংস্থা'র মহাসচিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদ সদস্য ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য। বর্তমানে তিনি অবসর যাপনের পাশাপাশি 'সেন্ট্রাল ট্যুরিজম বাংলাদেশ' (সিটিবি) নামের পর্যটন সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করছেন। পর্যটন ও শিক্ষা সেমিনারসহ বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য সার্কভূক্ত দেশগুলো ছাড়াও চীন, হংকং ও থাইল্যান্ড চষে বেড়িয়েছেন। তিনি পবিত্র হজ্জব্রতও পালন করেছেন। তাঁর লেখা 'পর্যটকের বাংলাদেশ ডায়েরী', জীবনীভিত্তিক 'শক্তির উৎস' ও প্রণোদনামূলক 'অণ্বেষায়' নামে তিনটি গ্রন্থও রয়েছে। বর্তমানে তিনি বগুড়ায় বসবাস করছেন।

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলার সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের তালিকা ঃ (অসম্পূর্ণ এবং বয়স, অবস্থান ও মর্যাদাওয়ারী বিন্যস্ত নয়)

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
১.	মোঃ আবুল হাসেম পিতা - মৃত আব্দুল জব্বার মন্ডল	ডুবারচর, কামারেরচর	পরিচালক, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২.	মোঃ কায়কোবাদ পিতা - ইয়ানুছ আলী	তোয়লিপাড়া, কামারেরচর	সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, পিডব্লিউডি, ঢাকা
৩.	মোঃ সাইফুল ইসলাম পিতা - মৃত কাশেম আলী সরকার	ডুবারচর, কামারেরচর	কৃষি অফিসার, সুনামগঞ্জ
৪.	মোঃ রফিকুল ইসলাম পিতা - মাওঃ মোঃ নুরুল ইসলাম	ডুবারচর, কামারেরচর	মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে সিঙ্গাপুর
৫.	এ,এফ,এম, আব্দুল বারী পিতা - মৃত মনছুর আলী	৬নং চর, কামারেরচর	ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, যমুনা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী, তারাকান্দি, জামালপুর
৬.	মোঃ মুসলীম উদ্দিন	কামারেরচর, কামারেরচর	বিভাগীয় প্রকৌশলী খাদ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম
৭.	মোঃ মনছুর আলী পিতা- আজগর আলী	সাহাব্দীরচর, কামারেরচর	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক
৮.	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন পিতা- নুরুল ইসলাম	৬নং চর, কামারেরচর	সেনা বাহিনীর মেজর
৯.	মোঃ আলতাফ হোসেন পিতা- মৃত গোলাপ হোসেন সরকার	পয়স্তির চর, কামারেরচর	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ইসলামপুর, জামালপুর
১০.	মোঃ ছামিউল আলম পিতা- মৃত নইম উদ্দিন মুন্সী	৬নং চর, কামারেরচর	অবসর প্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট (কাস্টমস)
১১.	এ, টি, এম হাবিবুর রহমান পিতা- মতিউর রহমান	সাহাব্দীরচর, কামারেরচর	ভেটেরনারী সার্জন, বাহুবল, হবিগঞ্জ
১২.	মোঃ আঃ বারিক	৬নং চর, কামারেরচর	ইঞ্জিনিয়ার
১৩.	মোঃ মঞ্জুরুল হক পিতা- মৃত নুরুল হক	সাতানীপাড়া, চরশেরপুর	নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসকো
১৪.	মোঃ মেরাজ উদ্দিন পিতা - আঃ হালিম	হেরুয়া বালুঘাট, চর শেরপুর	বিটিভির সংবাদ দাতা
১৫.	মোঃ আব্দুস সাত্তার পিতা- মৃত সাহাজ উদ্দিন মন্ডল	হেরুয়া নিজ, চরশেরপুর	অবসর প্রাপ্ত উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৬.	আব্বাস আলী মাস্টার	চরশেরপুর	লেখক
১৭.	শাহাজাদী জাহানারা বেগম স্বামী - মৃত ওয়াজেদ আলী	সাতানীপাড়া	প্রাক্তন অধ্যক্ষ শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ।

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
১৮.	মোঃ শাহজাহান আলী চৌধুরী পিতা - মৃত তহেজ মন্ডল	চুনিয়ারচর, চরপক্ষীমারী	অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, তেজগাঁও সরকারী কলেজ, বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত
১৯.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ পিতা - মৃত নায়েব আলী	ধানুর পাড়া, চরপক্ষীমারী	উপ-সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ
২০.	মোঃ আঃ ছাত্তার পিতা - মৃত মনসুর আলী	চরপক্ষীমারী	জার্মান বেতার তরঙ্গ ডয়েস এ ভেলেতে কর্মরত
২১.	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন মিনাল পিতা- মৃত জমসেদ আলী	ছয়ঘড়ি পাড়া, লছমনপুর	সাবেক চেয়ারম্যান, লছমনপুর ইউনিয়ন
২২.	সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ পিতা - জগদীন্দ্রনাথ ঘোষ	হাতি আলগা, লছমনপুর	অতিরিক্ত জেলা জজ, সিরাজগঞ্জে কর্মরত
২৩.	ডাঃ শেলী রানী দাস পিতা - বিনয় ভূষণ দাস	লছমনপুর	নরসিংদী, জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত
২৪.	উত্তম কুমার নন্দী পিতা - দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র নন্দী	লছমনপুর	প্রভাষক, দর্শন বিভাগ শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ
২৫.	আ.হ.ম আতাউর রহমান হেলাল	লছমনপুর	অধ্যক্ষ, মডেল গার্লস ইনস্টিটিউট, শেরপুর
২৬.	মোঃ ওসমান গণি পিতা- শাহ মামুদ ফকির	দড়িপপাড়া, লছমনপুর	সাবেক চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদক প্রাপ্ত)
২৭.	এম এ লতিফ পিতা- মৃত আলহাজ্ব আঃ খালেক	চান্দের নগর, ধলা	সাবেক প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ নকলা মহিলা কলেজ
২৮.	মোঃ হেলাল উদ্দিন	বাকার কান্দা, ধলা	প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীবরদী সরকারী কলেজ
২৯.	মোঃ লুৎফর রহমান বারী	চান্দের নগর, ধলা	প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ, তারাকান্দা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩০.	মোঃ শফি আফজালুল আলম পিতা - আলহাজ মোঃ ফকরে গিয়াস উদ্দিন	চান্দের নগর, ধলা	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নালিতাবাড়ী, শেরপুর
৩১.	মরহুম মোহাম্মদ আলী পিতা - মৃত বাজেত উল্যা	চকসাহাব্দী, বলাইরচর	প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
৩২.	ক্যাপ্টেন রোমানা জামান পিতা - মোঃ সুরুজ্জামান	চকসাহব্দী, বলাইরচর	সেনা বাহিনীতে কর্মরত
৩৩.	মোঃ জালাল উদ্দিন পিতা - কছির উদ্দিন	চক সাহাব্দী, বলাইরচর	সিনিয়র সহকারী জজ

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
৩৪.	প্রফেসর এ, কে, এম, জাকারিয়া পিতা - হাজী আঃ ছামাদ	চকসাহাব্দী, বলাইরচর	
৩৫.	মোঃ সামছুল হুদা	বলাইরচর	এনজিও ব্যক্তিত্ব
৩৬.	ডাক্তার মোঃ শাহজাহান পিতা- মৃত আঃ জাব্বার	হরিণধরা, চরমোচারিয়া	রংপুর ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত
৩৭.	ডাঃ মোশাররফ হোসেন পিতা - মোঃ মকবুল হোসেন	চরভাবনা, চরমোচারিয়া	ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, চক্ষু বিভাগে কর্মরত।
৩৮.	মোঃ সামছুল হক পিতা - মৃত মোহাম্মদ আলী তালুকদার	মাঝপাড়া, চরমোচারিয়া	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা
৩৯.	অধ্যাপক আব্দুর রহমান তালুকদার	মাঝপাড়া, চরমোচারিয়া	সরকারী জাহেদা শফির মহিলা কলেজ জামালপুর
৪০.	ডাঃ মোঃ আঃ রউফ পিতা - মৃত হুরমুজ আলী	মুন্সীরচর, চরমোচারিয়া	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত
৪১.	এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম	কুমরী কাটাজান বাজিতখিলা	শেরপুর জেলা বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি।
৪২.	মোঃ আব্দুল জব্বার	বালিয়া, বাজিতখিলা	উপজেলা সমবায় অফিসার, নালিতাবাড়ী
৪৩.	মোঃ সাইদুল ইসলাম আকন্দ পিতা - আঃ কাদের আকন্দ	পশ্চিম কুমরী, বাজিতখিলা	রিসার্চ অফিসার, বারডেম, ঢাকা
৪৪.	ডাঃ সাইফুল ইসলাম আকন্দ	পশ্চিম কুমরী	পরিচালক, শেরপুর ডায়াগনোস্টিক সেন্টার
৪৫.	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন পিতা - আলহাজ্ব মহিউদ্দিন	সোনাবর কান্দা, বাজিতখিলা	সচিব জেলা পরিষদ, মানিকগঞ্জ
৪৬.	ডাঃ জেসমিন জাহান মিনি পিতা - মোঃ আবু বকর	গ্রাম-মির্জাপুর, বাজিতখিলা	মুন্সীগঞ্জ সদর হাসাপাতালে কর্মরত
৪৭.	মোঃ জিয়াউল হক মুক্তা পিতা - মোঃ আবু বকর	মির্জাপুর, বাজিতখিলা	কো-অর্ডিনেটর, অক্সফাম বাংলাদেশ
৪৮.	মোঃ হামিদুল ইসলাম আকন্দ পিতা- মৃত আজিজুর রহমান আকন্দ	সাপমারী, ভাতশালা	মুন্নগ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ও এ্যাপেলো স্টীল মিলস লিমিটেডের চীফ একাউন্টেন্ট
৪৯.	আলহাজ্ব নূর ইসলাম পিতা - মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	সাপমারী, ভাতশালা	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
৫০.	মরহুম আঃ মজিদ খাঁন পিতা - মরহুম হাছেন আলী খান	সাপমারী, ভাতশালা	প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভাতশালা ইউনিয়ন পরিষদ
৫১.	মোঃ রফিকুল ইসলাম পিতা- হাজী আল মাহমুদ সরকার	বয়ড়া পরাণপুর, ভাতশালা	প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভাতশালা ইউনিয়ন পরিষদ

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
৫২.	মোহাম্মদ রাশিদুল হক পিতা - মোঃ জহুরুল হক	ছনকান্দা, ভাতশালা	সায়েন্টিফিক অফিসার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ফরিদপুর
৫৩.	ডাঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন পিতা - মৃত হানিফ উদ্দিন	ছনকান্দা, ভাতশালা	মেডিক্যাল অফিসার, বারডেম, ঢাকা
৫৪.	ডঃ মোঃ নাজমুল হুদা পিতা - মৃত হেলাল উদ্দিন	ছনকান্দা, ভাতশালা	বায়োক্যামিষ্ট, বর্তমানে আমেরিকায় ক্যান্সার গবেষণায় নিয়োজিত
৫৫.	মোঃ ফজলুল হক পিতা - আলহাজ আঃ জব্বার	ভাটপাড়া, ভাতশালা	সহযোগী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারী কলেজ
৫৬.	ডাঃ আবু সাদাত মোহাম্মদ নুরুন্নবী পিতা- একেএম রহুল আমীন আকন্দ	সাপমারী, ভাতশালা	মেডিক্যাল অফিসার, সামপুর, ইসলামপুর, জামালপুর
৫৭.	লেঃ মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান পিতা - মোঃ আছাদুজ্জামান	রৌহা	সেনাবাহিনীতে কর্মরত
৫৮.	লেঃ কর্ণেল মোঃ আনোয়ার হোসেন পিতা - মোঃ আবুল হোসেন	ঘুঘুরাকান্দি বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি	সেনাবাহিনীতে কর্মরত
৫৯.	শ্রী বিজয় চন্দ্র মোদক	রৌহা	সরকারী কলেজের অধ্যাপক
৬০.	শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র দে	নাওভাঙ্গা, রৌহা	সরকারী কলেজের অধ্যাপক
৬১.	মরহুম আসাদুজ্জামান পিতা - খানবাহাদুর ফজলুর রহমান	ফটিয়ামারী, রৌহা	সাবেক জেলা জজ
৬২.	ডাঃ একেএম সাইদুর রহমান পিতা-মরহুম ডাঃ ইস্তাজ উদ্দিন আহম্মেদ	তিরছা, পাকুরিয়া	চিকিৎসক
৬৩.	ব্রিগেডিয়ার মোঃ নুরুল আমীন পিতা - মরহুম মাজহারুল ইসলাম	গনই ভরুয়াপাড়া পাকুরিয়া	
৬৪.	মরহুম জাহিদ উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ার পিতা - মরহুম জিন্নত উল্লাহ আকন্দ	বরাটিয়া, পাকুরিয়া	প্রকৌশলী
৬৫.	মোঃ মোফাজ্জল হক পিতা-মৃত আলহাজ্জ কছিম উদ্দিন আহম্মেদ	কান্দাপাড়া, গাজীর খামার	ডেপুটি চীফ কেমিস্ট, ঘোড়াশাল সার কারখানা
৬৬.	মোঃ আঃ মান্নান পিতা- মরহুম নাছিম উদ্দিন	চকপাড়া, গাজীরখামার	ভাইস প্রিন্সিপাল শেরপুর সরকারী কলেজ
৬৭.	আবুল কালাম মোঃ শাহিদ	চকপাড়া, গাজীরখামার	রিজিওনাল ম্যানেজার, বিকেবি
৬৮.	আবু সাইদ মোঃ নোমান পিতা-মৃত সিরাজ উদ্দিন	শালচূড়া, গাজীরখামার	প্রকৌশলী নেত্রকোণা পৌরসভা
৬৯.	মরহুম আবুল মোবারক খান পিতা-মরহুম নাছিম উদ্দিন মুন্সী	কান্দাপাড়া, গাজীরখামার	সাবেক পল্লী উন্নয়ন অফিসার।

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
৭০.	মোঃ মিরাজ আলী পিতা - মোঃ জমসেদ আলী	গজারিয়া, গাজীরখামার	একাউন্টস অফিসার, ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস, ঢাকা
৭১.	মোঃ রাশেদুল ইসলাম সাজু পিতা - মোঃ রফিকুল ইসলাম	গাজীর খামার	অফিসার, ক্যাডেট, নেভাল একাডেমী, চট্টগ্রাম
৭২.	মোঃ আঃ ছোবহান পিতা - মরহুম আলহাজ্জ আজিজুল হক	খরখরিয়া, গাজীরখামার	উপ-পরিচালক (বীজ বিপনন), খামার বাড়ী, ঢাকা।
৭৩.	মোঃ আঃ আলীম পিতা - আঃ হাই	খরখরিয়া, গাজীরখামার	প্রভাষক, শ্রীবরদী সরকারী কলেজ
৭৪.	মোঃ তহুর উদ্দিন	আন্ধারিয়া কামারিয়া	অধ্যক্ষ, শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ
৭৫.	নজরুল ইসলাম পিতা - মৃত তোফয়েল উদ্দিন	কামারিয়া	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, খুলনা বোর্ড।
৭৬.	সৈয়দ শহীদুজ্জামান	রৌহা	অবসর প্রাপ্ত উপ-সচিব, টিসিবি
৭৭.	সৈয়দ কামরুল হাসান লেনিন	রৌহা	ভূতপূর্ব মেজর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
৭৮.	সৈয়দ আশরাফুজ্জামান	রৌহা	অবঃ প্রকিউরমেন্ট অফিসার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৭৯.	নজীর আহামদ সিমাব	গৌরীপুর	সহকারী পরিচালক, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮০.	মিজানুর রহমান	চরশেরপুর	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা- কক্স বাজার, জেলা- কক্স বাজার
৮১.	জনাব আবু রাশেদ মোঃ বাকের	যৌগনীমুরা	শিক্ষাবিদ এবং ইসলামী চিন্তাবিদ
৮২.	জনাব আলী আজম	কামারের চর	সাবেক প্রধান শিক্ষক
৮৩.	ইঞ্জিনিয়ার শরাফত উদ্দিন	পাকুরিয়া	প্রধান প্রকৌশলী, যমুনা ফার্টিলাইজার কোঃ লিঃ
৮৪.	কাকন রেজা	পাকুরিয়া	প্রতিনিধি, বাসস/এন.টি.ভি/খবর পত্র
৮৫.	মরহুম আব্দুল করিম	ছয়ঘড়ি পাড়া, লচমনপুর	পরিচালক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বাকৃবি
৮৬.	প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম	কৃষ্ণপুর, দড়িপাড়া	প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
৮৭.	আব্দুল মান্নান ভাসানী	বলাইরচর	নির্বাহী পরিচালক, এস.পি.এস
৮৮.	মোঃ সুলতান গিয়াস উদ্দিন	চকসাহাব্দী	যুগ্ম পরিচালক, বিএডিসি
৮৯.	ডাঃ মাহমুদুল হুদা	বলাইরচর	মেডিকেল অফিসার, নেত্রকোণা সদর হাসপাতাল
৯০.	ডঃ মোঃ নুর হোসেন	চরশেরপুর	অবসর প্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
৯১.	প্রকৌশলী আবু সাইদ	বলাইর চর	পরিচালক, সিসটেক কম্পিউটার
৯২.	আইয়ুব খাঁন	চর মোচারিয়া	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
৯৩.	মোঃ মতিউজ্জামান লাভলু	হেরুয়া বালুঘাট	উপজেলা কৃষি অফিসার
৯৪.	মোঃ বদিউজ্জামান রতন	হেরুয়া বালুঘাট	প্রকৌশলী, র‍্যাংগস লিঃ
৯৫.	এ. কে. এম জাকারিয়া হোসেন	বলাইর চর	সহযোগী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারী কলেজ
৯৬.	মোঃ নুরুল ইসলাম	চক সাহাব্দী	জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ
৯৭.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	চর পক্ষীমারী	প্রতিষ্ঠাতা, সমন্বয়কারী উন্নয়ন সংঘ
৯৮.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	নবীনগর	অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
৯৯.	হাজী জহির উদ্দিন (হেল্ল্যা হাজী)	নবীনগর	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১০০.	মোঃ আমাল উদ্দিন	নবীনগর	সাবেক পৌর কমিশনার
১০১.	মোঃ শাহ জামাল	নবীনগর	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১০২.	ডাঃ আব্দুল বারেক তোতা	নবীনগর	প্রাইভেট প্রাকটিশনার
১০৩.	অধ্যাপক মোঃ তাহের আলী	গৃর্দানারায়ণপুর	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
১০৪.	অ্যাডঃ প্রদীপ দে কৃষ্ণ	গৃর্দানারায়ণপুর	মুক্তিযোদ্ধা ও আইনজীবী
১০৫.	অ্যাডঃ চন্দন কুমার পাল	গৃর্দানারায়ণপুর	রাজনীতিক ও আইনজীবী
১০৬.	মোঃ মোফজ্জল হোসেন	নারায়নপুর	সহযোগী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারী কলেজ
১০৭.	ডাঃ আশকার আলী	গৃর্দানারায়ণপুর	অবঃ সিভিল সার্জন
১০৮.	অবিনাশ গোস্বামী	গৃর্দানারায়ণপুর	সঙ্গীতজ্ঞ
১০৯.	মোঃ আব্দুল মান্নান	শেখহাটি	রাজনীতিক
১১০.	মোঃ শহীদুল্লাহ শহীদ	ঢাকল হাটি	জেলা মিল মালিক সমিতির সেক্রেটারী
১১১.	মোঃ জয়নুল আবেদীন	শীতলপুর	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১১২.	আশরাফুল আলম তালুকদার সেলিম	বটতলা	ঠিকাদার ও জেলা মিল মালিক সমিতির সভাপতি
১১৩.	গোপাল চন্দ্র সাহা		বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১১৪.	সুশীল মালাকার	মুন্সী বাজার	সাংবাদিক
১১৫.	মিসেস আশরাফুন নাহার	সাতানীপাড়া	যূব সংগঠক
১১৬.	শেফালী রাজ্জাক	চকবাজার	সাবেক মহিলা নেত্রী
১১৭.	মোঃ মাছুদ	সজবরখিলা	সভাপতি, শেরপুর চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
১১৮.	মোঃ গোলাম কিবরিয়া লিটন	নয়ানী বাজার	শেরপুর পৌর মেয়র

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
১১৯.	গোলাম মোস্তফা	বটতলা	রাজনীতিক, সেক্রেটারী, শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি
১২০.	ডাঃ শাহাদাত হোসেন	বটতলা	বিশিষ্ট চিকিৎসক
১২১.	আবূল কাশেম	কসবা	ভাষা সৈনিক
১২২.	কাজী মতিউর রহমান মতি	সিংপাড়া	পৌর প্যানেল মেয়র
১২৩.	সৈয়দ ফরহাদুজ্জামান ফরহাদ	শেরীপাড়া	পৌর কাউন্সিলর
১২৪.	অধ্যাপক আব্দুল খালেক	চকপাঠক	শিক্ষাবিদ
১২৫.	কমাণ্ডার গোলাম মাওলা	মীরগঞ্জ	মুক্তিযোদ্ধা
১২৬.	সাদেক আলী মাস্টার	মীরগঞ্জ	শিক্ষাবিদ
১২৭.	মনিরুল ইসলাম লিটন	কালির বাজার	সাংবাদিক
১২৮.	মোঃ আব্দুর রহিম বাদল	গৃর্দানারায়ণপুর	সংবাদিক, আইনজীবী
১২৯.	আঃ রফিক মজিদ	নয়ানী বাজার	সাংবাদিক
১৩০.	অ্যাডঃ আনিসুজ্জামান	চক বাজার	বিশিষ্ট আইনজীবী ও জিপি
১৩১.	মোঃ মুকছেদুর রহমান তালুকদার	ঢাকলহাটি	সাবেক কমিশনার, শেরপুর পৌরসভা
১৩২.	মোঃ মুখছেদুর রহমান হিমু	খরমপুর	সাঃ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, শেরপুর
১৩৩.	লুৎফর রহমান বাদল	নারায়নপুর	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শেরপুর
১৩৪.	আব্দুর রহমান লিলু	গৌরীপুর	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১৩৫.	মোঃ লুৎফর রহমান মোহন	গৌরীপুর	সাবেক পৌরপতি, সভাপতি, জেলা বাস-কোচ মালিক সমিতি
১৩৬.	নূরজাহান বেগম তারা	মীরগঞ্জ	উন্নয়ন কর্মী ও রাজনীতিক
১৩৭.	নীরু শামসুন্নাহার নীরা	খরমপুর	সাবেক পৌর কমিশনার
১৩৮.	বেগম শামছুন্নাহার কামাল	মাধবপুর	মহিলা রাজনীতিক
১৩৯.	আশীষ চন্দ্র কর	চক বাজার	শিক্ষাবিদ
১৪০.	মোঃ জিন্নত আলী	চক বাজার	ক্রীড়া সংগঠক
১৪১.	কমল পাল		নৃত্য শিল্পী
১৪২.	উদয় শংকর সাহা	নয়ানী বাজার	তবলচী
১৪৩.	রতন সাহা	নয়ানী বাজার	সঙ্গীত শিল্পী
১৪৪.	মুক্তি সাহা	নয়ানী বাজার	সঙ্গীত শিল্পী
১৪৫.	বিজন ঘোষ	নয়ানী বাজার	সঙ্গীত শিল্পী
১৪৬.	রাকা দত্ত	নয়ানী বাজার	সঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষাবিদ

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
১৪৭.	দিলীপ পোদ্দার	নয়ানী বাজার	বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবসায়ী
১৪৮.	সাধন বসাক	বটতলা	সাবেক ফুটবলার
১৪৯.	মোঃ আঃ জলিল	চকবাজার	সাবেক সচিব, শেরপুর পৌরসভা
১৫০.	দিলীপ কর	চক বাজার	সাবেক চীফ ফরেনসিককর্মকর্তা, সিআইডি
১৫১.	এম. আব্দুল্লাহ		এমডি, তিতাস গ্যাস ট্রাঃ এন্ড ডিঃ কোঃ লিঃ
১৫২.	রবিন পারভেজ	কসবা	কবি
১৫৩.	আরিফ হাসান	নয়ানী বাজার	লেখক
১৫৪.	অ্যাডঃ আবুল কাশেম	শেরী চকপাঠক	রাজনীতিক
১৫৫.	প্রকাশ দত্ত	নয়ানী বাজার	রাজনীতিক
১৫৬.	ডাঃ নজরুল ইসলাম	শিব বাড়ী রোড	বিশিষ্ট চিকিৎসক
১৫৭.	নূর মোহাম্মদ নুরু	গৌরীপুর	সংস্কৃতিকর্মী, রাজনীতিক
১৫৮.	মঞ্জুশ্রী দাশ গুপ্তা	গৃর্দানারায়ণপুর	বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সমাজসেবী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
১৫৯.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আশীষ	সজবরখিলা	সাবেক পৌর চেয়ারম্যান, শেরপুর
১৬০.	সন্ধ্যা রায়	নয়ানী বাজার	লেখিকা
১৬১.	অ্যাডঃ জাকির হোসেন	মাধবপুর	সম্পাদক, সাপ্তাহিক চলতি খবর
১৬২.	শাহ মোঃ সাইফুল ইসলাম	সিংপাড়া	রাজনীতিক, শেরপুর
১৬৩.	অ্যাডঃ একেএম ছাইফুল ইসলাম কালাম	খরমপুর	রাজনীতিক/আইনজীবী
১৬৪.	আব্দুল ওয়াদুদ অদু	তিনানী বাজার	মুক্তিযোদ্ধা/রাজনীতিক
১৬৫.	অধ্যাপিকা ক্ষমা চক্রবর্তী	গৃর্দানারায়ণপুর	লেখক/সংস্কৃতিকর্মী
১৬৬.	অধ্যাপক আবু তাহের	চাপাতলি	শিক্ষাবিদ
১৬৭.	ডাঃ খালেদ মোহাম্মদ তরুন	চকপাঠক	চক্ষু চিকিৎসক
১৬৮.	মোঃ বজলুর রহমান	চাপাতলি	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১৬৯.	ডঃ সুধাময় দাস	রাজবল্লভপুর	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
১৭০.	নূরুল ইসলাম হিরু	রাজবল্লভপুর	মুক্তিযোদ্ধা/ব্যাংকার
১৭১.	আঃ রশিদ বি, এসসি	কালির বাজার	রাজনীতিক
১৭২.	মোঃ আজিজুল হক চৌধুরী	বাগরাকসা	বিশিষ্ট পরিবহন ব্যবসায়ী
১৭৩.	মোঃ আওয়াল চৌধুরী	বাগরাকসা	ঠিকাদার/রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী
১৭৪.	মোঃ আজাহার আলী	কসবা	শিশু সংগঠক
১৭৫.	অ্যাডঃ ইমাম হোসেন ঠাণ্ডু	তিনানী বাজার	আইনজীবী

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
১৭৬.	অধ্যাপক মজিবুর রহমান	বাগরাকসা	শিক্ষাবিদ
১৭৭.	মোঃ আবুল কাশেম	তিনানী বাজার	শিক্ষাবিদ ও ক্রীড়া সংঠক
১৭৮.	তাপস সাহা	নয়ানী বাজার	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১৭৯.	পরিমল সাহা	চক বাজার	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১৮০.	দেবাশীষ সাহা	নয়ানী বাজার	ব্যবসায়ী নয়ানী বাজার
১৮১.	খন্দকার আঃ হামিদ	সজবরখিলা	ক্রীড়া সংগঠক
১৮২.	অ্যাড. মুখলেছুর রহমান জীবন	মাধবপুর	আইনজীবী
১৮৩.	অ্যাড. মুখলেছুর রহমান আকন্দ	চকপাঠক	আইনজীবী
১৮৪.	অ্যাড. শওকত হোসেন	মাধবপুর	বিশিষ্ট আইনজীবী
১৮৫.	মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা	বটতলা	ব্যবসায়ী
১৮৬.	অ্যাড. রফিকুল ইসলাম আধার	দমদমা কালীগঞ্জ	আইনজীবী/রাজনীতিক
১৮৭.	অ্যাড. নারায়ন চন্দ্র হোড়	বটতলা	বিশিষ্ট আইনজীবী
১৮৮.	অ্যাড. নিতাই লাল হোড়	বটতলা	বিশিষ্ট আইনজীবী
১৮৯.	মাওঃ আব্দুল বাতেন	নৌহাটা	রাজনীতিক
১৯০.	ভূষণ সাহা	গৌরীপুর	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১৯১.	আব্দুস সালাম বি.এসসি	নারায়ণপুর	রাজনীতিক
১৯২.	কানাই লাল সাহা	পুরাতন গোহাটা	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১৯৩.	অ্যাড. আব্দুল কাদের খান	চকবাজার	বিশিষ্ট আইনজীবী
১৯৪.	শিব শংকর কাবুয়া	নয়ানী বাজার	শিক্ষাবিদ/সংস্কৃতিকর্মী
১৯৫.	নারায়ণ সাহা	চকবাজার	শিক্ষাবিদ
১৯৬.	সাইফুল ইসলাম স্বপন	বাগরাকসা	রাজনীতিক
১৯৭.	মোঃ আব্দুল মান্নান	সজবরখিলা	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
১৯৮.	ডাঃ আব্দুল জলিল	বাগরাকসা	রাজনীতিক
১৯৯.	খন্দকার মোঃ খুররম	গৌরীপুর	সাবেক এম.পি
২০০.	মলয় চাকী	তেরা বাজার	সংস্কৃতিকর্মী
২০১.	আবুল হোসেন	তেরা বাজার	শিক্ষাবিদ
২০২.	খলিলুর রহমান	শেরীপাড়া	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার
২০৩.	ডাঃ নার্গিস বেগম	নারায়ণপুর	চিকিৎসক
২০৪.	ডাঃ সুবুজ্জামান	সজবরখিলা	চিকিৎসক

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	পদবী ও কর্মস্থল
২০৫.	মোঃ আব্দুর রশিদ	সজবরখিলা	সমাজকর্মী
২০৬.	তালাপতুপ হোসেন মঞ্জু	সজবরখিলা	মুক্তিযোদ্ধা
২০৭.	মাওঃ নূরুল ইসলাম	তেরা বাজার	ইসলামী চিন্তাবিদ
২০৮.	মাওঃ সাদেক আলী মাদানী	সজবরখিলা	ইসলামী চিন্তাবিদ
২০৯.	অ্যাড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সজবরখিলা	আইনজীবী
২১০.	অ্যাড. মোঃ তৌহিদুর রহমান	তিনানী বাজার	আইনজীবী
২১১.	মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন	সিংপাড়া	রাজনীতিক
২১২.	কৃষিবিদ এএসএম ইমদাদুল হক	সজবরখিলা	কৃষি কর্মকর্তা
২১৩.	মোঃ মিজানুর রহমান	কাজীবাড়ী পুকুরপাড়	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
২১৪.	ফজলুল হক বাদশা	গৌরীপুর	রাজনীতিক
২১৫.	প্রকাশ দত্ত	নয়ানী বাজার	রাজনীতিক
২১৬.	ফেরদৌসী সামাদ	মাধবপুর	উন্নয়ন সংগঠক
২১৭.	ডাঃ হেফজুল বারী খান	বাগরাকসা	চিকিৎসক
২১৮.	সৈয়দ আব্দুল হান্নান	শেরীপাড়া	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
২১৯.	মলয় মোহন বল	গূর্গানারায়ণপুর	সংস্কৃতিকর্মী ও শিক্ষাবিদ

www.pathagar.com

বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ঃ এপ্রিল/০৮

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	পরিমাপ	খুচরা বাজারদর
০১	চাল (সরু)	১ কেজি	৩৮/-
০২	চাল (মাঝারি)	১ কেজি	৩৪/-
০৩	চাল (মোটা)	১ কেজি	৩১/-
০৪	চাল (পোলাও)	১ কেজি	৭০/-
০৫	ধান	১ মণ	৮৫০/-
০৬	গম	১ মণ	১,১৫০/-
০৭	আটা	১ কেজি	৪০/-
০৮	সুজি	১ কেজি	৪৮/-
০৯	চিড়া	১ কেজি	৪৮/-
১০	মুড়ি	১ কেজি	৪৫/-
১১	ডাল (মশুর)	১ কেজি	১০০/-
১২	মাছ (বড়)	১ কেজি	২২০/-
১৩	মাছ (ছোট)	১ কেজি	২৫০/-
১৪	গরুর গোশত	১ কেজি	১৮০/-
১৫	খাশির গোশত	১ কেজি	২৪০/-
১৬	মুরগী (দেশী)	১ কেজি	১৫০/-
১৭	মুরগী (ফার্ম)	১ কেজি	৮০/-
১৮	মুরগীর ডিম	১ হালি	১৮/-
১৯	গোল আলু	১ কেজি	১৪/-
২০	সয়াবিন তৈল	১ লিটার	১০০/-
২১	সরিষার তৈল	১ লিটার	১৬০/-
২২	ঘি (গাওয়া)	১ লিটার	৫৫০/-
২৩	লবণ	১ কেজি	১৫/-
২৪	মরিচ (শুকনা)	১ কেজি	১২০/-
২৫	পেঁয়াজ	১ কেজি	১৮/-
২৬	আদা	১ কেজি	৪০/-
২৭	রসুন	১ কেজি	৪০/-
২৮	হলুদ	১ কেজি	৫৫/-
২৯	জিরা	১০০ গ্রাম	৪৪/-
৩০	দারুচিনি	১০০ গ্রাম	২০/-
৩১	এলাচ (ছোট)	৫০ গ্রাম	৫০/-
৩২	ধনিয়া	১ কেজি	৬৪/-
৩৩	দুধ	১ লিটার	৩০/-
৩৪	কলা (সবরী)	১ হালি	৮/-
৩৫	নারিকেল (ঝুনা)	প্রতিটি	১০/-
৩৬	আপেল	১ কেজি	১২০/-
৩৭	কমলা	১ হালি	৩৫/-
৩৮	আঙ্গুর	১ কেজি	১২০/-
৩৯	চাপাতা	২০০ গ্রাম	৩৮/-
৪০	চিনি	১ কেজি	৪০/-

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	পরিমাপ	খুচরা বাজারদর
৪১	গুড়	১ কেজি	২৩/-
৪২	চমচম	১ কেজি	৮০/-
৪৩	রসগোল্লা	১ কেজি	৮০/-
৪৪	জিলাপী	১ কেজি	৬০/-
৪৫	চা	প্রতি কাপ	২/-
৪৬	কোকা কোলা	২৫০ মিলিঃ	১২/-
৪৭	লংক্লথ (কাপড়)	১মিটার	৩৫/-
৪৮	মার্কিন	১মিটার	২৮/-
৪৯	প্যান্টের কাপড় (দেশী)	১মিটার	৫৫/-
৫০	প্যান্টের কাপড় (বিদেশী)	১মিটার	১৫০/-
৫১	ছিট কাপড় (বিদেশী)	১মিটার	৫০/-
৫২	ছিট কাপড় (দেশী)	১মিটার	৪৫/-
৫৩	ছাপা কাপড়	১মিটার	৫৫/-
৫৪	সিন্থেটিক সিল্ক	১মিটার	১০০/-
৫৫	লুঙ্গি (মধ্যম মানের)	প্রতিটি	১৩০/-
৫৬	লুঙ্গি (উৎকৃষ্ট মানের)	প্রতিটি	২০০/-
৫৭	শাড়ী (বিদেশী)	প্রতিটি জর্জেট	৭৫০/-
৫৮	শাড়ী (দেশী)	ঢাকেশ্বরী কটন	১৫০/-
৫৯	শাড়ী (দেশী)	মধ্যম মানের বিটি নকশী	২৫০/-
৬০	বিদ্যুৎ	প্রতি ইউনিট	৩.১৫/-
৬১	গ্যাস	২ বার্নার চুলা	৪০০/-
৬২	ডিজেল	১ লিটার	৪০/-
৬৩	কেরোসিন	১ লিটার	৪২/-
৬৪	পেট্রোল	১ লিটার	৬৬/-
৬৫	অকটেন	১ লিটার	৬৮/-
৬৬	মোটর ওয়েল	১ লিটার	২১০/-
৬৭	দিয়াশলাই	প্রতি বাক্স	১/-
৬৮	ইট	প্রতি হাজার	৩৫০০/-
৬৯	বালি	১০০ সিএফটি	৫০০/-
৭০	সিমেন্ট	১ বস্তা	৩৬০/-
৭১	টিন	১ বান্ডিল	২৪০০/- ৮,০০০/-
৭২	ইউরিয়া	১ বস্তা	২৯০/-
৭৩	টিএসপি	১ বস্তা	১৮০০/-
৭৪	রড	১ টন	৭২০০০/-
৭৫	কাগজ	১ দিস্তা	২৪/-
৭৬	সাবান	লাক্স (বড়)	১৭/-
৭৭	সাবান	হুইল	১১/-
৭৮	পাট	প্রতি মণ	৯০০/-

www.pathagar.com

উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কর্মকাল ও নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১	জনাব আব্দুর রশিদ	১২.০২.১৯৮৪ খ্রিঃ	১৮.০৬.১৯৮৪
২	জনাব কাজী ফরিদ আহাম্মেদ	১৯.০৫.১৯৮৪	২৫.০৭.১৯৮৫
৩	জনাব দেওয়ান আব্দুর রউফ	২৩.০৯.১৯৮৫	১২.০৫.১৯৮৮
৪	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ	১২.০৫.১৯৮৮	২২.০৯.১৯৮৯
৫	জনাব মোঃ আদিলুজ্জামান	২২.০৯.১৯৮৯	২৫.০৪.১৯৯২
৬	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	২৫.০৫.১৯৯২	০৪.১২.১৯৯৫
৭	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	০৪.১২.১৯৯৫	০৩.০৯.১৯৯৮
৮	জনাব মোঃ ছিদ্দিক উল্যাহ ভুঞা	০৭.০৯.১৯৯৮	২৪.০২.২০০০
৯	জনাব এ, এস, এম আত্হার	২৪.০২.২০০০	০৮.০৫.২০০০
১০	জনাব ইকরামুল হক	০৮.০৫.২০০১	০৭.০১.২০০২
১১	জনাব কাজী আনোয়ারুল হক	২৩.০১.২০০২	২৪.০৬.২০০৪
১২	জনাব মোঃ তাহমিদুল ইসলাম	১৪.০৬.২০০৪	২৭.১১.২০০৬
১৩	জনাব মোঃ নওয়াব আসলাম হাবীব	৩০.১১.২০০৬	০৫.০৪.২০০৭
১৪	জনাব এ, বি, এম শরীফ উদ্দিন	০৫.০৪.২০০৭	৩০.০৫.২০০৭
১৫	জনাব শাহীন আখতার	২৫.০৫.২০০৭	২৭.১২.২০০৭
১৬	জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ	২৩.১২.২০০৭	-

www.pathagar.com

শেরপুর জেলার শুরু থেকে জেলা প্রশাসকগণের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
০১	জনাব ম. শফিউল আলম	১৯.০২.১৯৮৪ থেকে ৩১.১২.১৯৮৫
০২	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	৩১.১২.১৯৮৫থেকে ০১.১০.১৯৮৮
০৩	জনাব সৈয়দ হাফিজ আহমদ	০১.১০.১৯৮৮ থেকে ০৭.০১.১৯৯১
০৪	জনাব এ.কে.এম কামাল উদ্দিন	০৮.০১.১৯৯১ থেকে ২৫.০৮.১৯৯১
০৫	জনাব মুহাম্মদ আবদুস সালাম	২৫.০৮.১৯৯১ থেকে ২৯.০৬.১৯৯২
০৬	জনাব মোঃ হাছানুজ্জামান চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	২৯.০৬.১৯৯২ থেকে ২৪.০৮.১৯৯২
০৭	জনাব মোঃ আতাউর রহমান মজুমদার	২৪.০৮.১৯৯২ থেকে ০৩.১২.১৯৯৫
০৮	জনাব মোঃ আবদুল মোবারক	২৯.১১.১৯৯৫ থেকে ০৭.০৭.১৯৯৫
০৯	জনাব মোঃ নওফেল মিয়া	১১.০৭.১৯৯৬ থেকে ১০.১০.২০০০
১০	জনাব শেখ আবুল কালাম	১০.১০.২০০০ থেকে ১১.০২.২০০১
১১	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	১১.১২.২০০১ থেকে ১৩.০৩.২০০২
১২	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন সরকার (ভারপ্রাপ্ত)	১৩.০৩.২০০২ থেকে ২৫.০৪.২০০২
১৩	জনাব এ. বি. এম আব্দুস সাত্তার	২৫.০৪.২০০২ থেকে ১৩.১০.২০০৩
১৪	জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	১৪.১০.২০০৩ থেকে ২০.১১.২০০৩
১৫	জনাব মোহছেনা ফেরদৌসী	২০.১১.২০০৩ থেকে ০৭.০৭.২০০৫
১৬	জনাব এম. এ. এন ছিদ্দিক	০৭.০৭.২০০৫ থেকে ১৯.১১.২০০৬
১৭	জনাব শেখ আব্দুল আহাদ	১৯.১১.২০০৬ থেকে ১৭.০৫.২০০৭
১৮	জনাব সামছুন্নাহার বেগম	১৭.০৫.২০০৭ থেকে -

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলার হাট/বাজারের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	হাট/বাজারের নাম
১	কামারেরচর	কামারেরচর বাজার
২	কামারেরচর	৭ নং চর বাজার
৩	চরশেরপুর	ডালিম মন্ডলের বাজার
৪	বাজিতখিলা	বাজিতখিলা বাজার
৫	বাজিতখিলা	কালিতলা বাজার
৬	গাজীর খামার	গাজীর খামার
৭	ধলা	ধলা বাজার
৮	ধলা	পাঞ্জরভাংগা (পশ্চিমপাড়া) বাজার
৯	ধলা	পাঞ্জরভাংগা রসুলপুর বাজার
১০	ধলা	বাকারকান্দা বাগবাড়ি বাজার
১১	ধলা	চান্দেরনগর কড়ইতলা
১২	পাকুরিয়া	পাকুরিয়া মাজার শরীফ বাজার
১৩	পাকুরিয়া	চৈতনখিলা বটতলা বাজার
১৪	ভাতশালা	কানাশাখলা বাজার
১৫	ভাতশালা	ইমামবাড়ি বাজার
১৬	ভাতশালা	পীরগঞ্জ বাজার
১৭	ভাতশালা	ভাটপাড়া (মুসারচর) বাজার
১৮	লছমনপুর	কুসুমহাটি বাজার
১৯	লছমনপুর	ইলশা বাজার
২০	চরমোচারিয়া	নন্দীর বাজার
২১	চরমোচারিয়া	মুন্সীরচর বাজার
২২	চরমোচারিয়া	মাঝপাড়া
২৩	চরমোচারিয়া	হরিণধরা বাজার
২৪	চরমোচারিয়া	জংগলদী লাংগল মার্কা বাজার

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	হাট/বাজারের নাম
২৫	চরপক্ষীমারী	শিমুলতলী বাজার
২৬	বলাইরচর	ফকিরগঞ্জ বাজার
২৭	বলাইরচর	কালাম বাজার
২৮	বলাইরচর	চরশ্রীপুর বাজার
২৯	বলাইরচর	পাইকরতলা বাজার
৩০	কামারিয়া	তারাকান্দি বাজার
৩১	কামারিয়া	ভীমগঞ্জ বাজার
৩২	কামারিয়া	খুনুয়া বাজার
৩৩	রৌহা	আমতলী বাজার
৩৪	রৌহা	রৌহা বাজার
৩৫	রৌহা	বেলতলী বাজার
৩৬	বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি	ঘুঘুরাকান্দি বাজার
৩৭	বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি	ঘুঘুরাকান্দি আতিক বাজার

শেরপুর উপজেলায় সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান ঃ

১. চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ১৫০০ জন
২. বণিক সমিতির সংখ্যা ঃ ৫৫ টি
৩. শিক্ষক সমিতির সংখ্য ঃ ০৩ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ৬৬৫ জন
৪. মৎষ্যজীব সমিতি ঃ ০৪ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ৩০০ জন
৫. আইনজীবী সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ১৪৮ জন
৬. বাস/মিনিবাস মালিক সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ১৪০ জন
৭. ট্রাক মালিক সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ২০০ জন
৮. রিক্সা সমবায় সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ২১ জন
৯. ট্যাম্পু মালিক সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ১৬৭ জন
১০. ট্রাক ড্রাইভার সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ৪০০ জন

www.pathagar.com

১১. বাস/মিনিবাস ড্রাইভার সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্য সংখ্যা ঃ ৩৩০ জন

১২. শেরপুর জেলা জুয়েলারী সমিতি ঃ ০১ টি, সদস্যা সংখ্যা ঃ ১২৫ জন

১৩. মসজিদের সংখ্যা ঃ ৭৭১ টি

১৪. ক্লাবের সংখ্যা ঃ ১৭৮ টি

১৫. মন্দিরের সংখ্যা ঃ ২৪ টি

১৬. এনজিও সংখ্যা ঃ ২৬ টি

শেরপুর উপজেলার সরকার অনুমোদিত এতিমখানার তালিকা ঃ

১. জামিয়া সিদ্দিকিয়া এতিমখানা, তেরাবাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর। প্রতিষ্ঠাতা ঃ আলহাজ হাফেজ মাওঃ মোঃ নুরুল ইসলাম।

২. হেরুয়া বালুরঘাট তমেজিয়া শিশু সদন (এতিমখানা), পোঃ - হেরুয়া বাজার, উপজেলা- শেরপুর, শেরপুর। প্রতিষ্ঠাতা ঃ মোঃ মেরাজ উদ্দিন (সাংবাদিক)

৩. কুমরি বাজিত খিলা এতিমখানা, পোঃ - কুমরী বাজিতখিলা, উপজেলা- শেরপুর, জেলা- শেরপুর। প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

৪. কুমরী কাটাজান দারুল উলুম শিশু সদন (এতিমখানা), কুমরী কাটাজান বাজার, পোঃ - বাজিতখিলা, উপজেলা- শেরপুর, শেরপুর।

৫. মুকসুদপুর রিয়াজুল উলুম মাদ্রাসা, পোঃ - মুকসুদপুর, শেরপুর।

৬. চরবাবনা হোসাইনিয়া এতিমখানা, পোঃ - কামারেরচর, শেরপুর।

শেরপুরের সাংস্কৃতিক সংগঠনের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি/সম্পাদকের নাম
১	কবি সংসদ	১৯৭৫ খ্রিঃ	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দিলীপ পোদ্দার
২	গণ সংস্কৃতি সংসদ	১৯৬৭-৬৮ খ্রিঃ	সভাপতি মোঃ আব্দুল হান্নান সম্পাদক ইমদাদুল হক হীরা
৩	সমকাল নাট্যাঙ্গন	১৯৯৬ খ্রিঃ	সভাপতি বিপুল দাম হৃদয় সম্পাদক ওসমান গণি জুয়েল
৪	শহীদ মোস্তফা থিয়েটার	১৯৯০ খ্রিঃ	সভাপতি শহীদুজ্জামান শহীদ সম্পাদক সুজয় মালাকার জয়
৫	কৃষ্টি প্রবাহ	১৩৭৭ বঙ্গাব্দ	সভাপতি জনাব সুনীল সম্পাদক জনাব মোহসিন

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি/সম্পাদকের নাম
৬	জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ	১৯৯১ খ্রিঃ	সভাপতি রাজিয়া ছামাদ ডালিয়া সম্পাদক ইমাম হোসেন ঠান্ডু
৭	রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সংস্থা	২০০৭ খ্রিঃ	সভাপতি তপন সারোয়ার সম্পাদক দেবাশীষ দাস মিলন
৮	সৃষ্টি সাংস্কৃতিক সংসদ	১৯৯৯ খ্রিঃ	আহবায়ক বিজন চক্রবর্তী
৯	কবি সংসদ	১৯৯৯ খ্রিঃ	সভাপতি আনিসুর রহমান রিপন সম্পাদক সাজ্জাদ মাহমুদ মমিন
১০	রংধনু বাংলাদেশ	২০০৬ খ্রিঃ	সভাপতি সৈয়দ রাফিদুল আমীন দুখু সম্পাদক সাজ্জাদ আহমেদ
১১	কণ্ঠলোক	১৯৯৬ খ্রিঃ	সভাপতি বিপুল চন্দ্র সরকার সম্পাদক রকিবুল হাসান হিরো
১২	ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী	২০০৬ খ্রিঃ	সভাপতি মোঃ মাকছুদ হাসান সম্পাদকআহসান হাবিব বাবুল
১৩	উদীচী	১৯৮৪ খ্রিঃ	আহবায়ক গোলাম মোস্তফা
১৪	উত্তরায়ন	১৯৮৩ খ্রিঃ	সভাপতি মাহবুবুল আলম খাজা সম্পাদক ডাঃ রেজউল করিম মিয়া মনি
১৫	আবাহন	১৯৮৩ খ্রিঃ	সভাপতি
১৬	বৈতালিক কঁচি কাঁচার মেলা (শিশু কিশোরদের সংগঠন)	১৯৭২ খ্রিঃ	সংগঠক মাহবুবুল আলম খাজা পরিচালক ডাঃ রেজাউল করিম মিয়া মনি।
১৭	পাতাবাহার খেলা ঘর আসর	১৯৭২ খ্রিঃ	শহীদ দুলাল দে সভাপতি তপতি গুপ্তা ঝুনু সম্পাদক মিন্টু চৌধুরী
১৮	রোটার‍্যাক্ট ক্লাব	২০০১ খ্রিঃ	সভাপতি মলয় চাকী সম্পাদক সাজিয়া

www.pathagar.com

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ক্লাবসমূহ ঃ

১. সবুজ সেনা
২. প্রতিভা ক্রীড়া চক্র
৩. সাইকা
৪. দিগন্ত
৫. নবারুন
৬. হিমাচল
৭. খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি
৮. ফুটবল খেলোয়াড় সমিতি
৯. চলন্তিকা সংঘ
১০. সূর্য সেনা স্পোর্টিং ক্লাব
১১. আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব
১২. সেতু বন্ধন
১৩. চকপাঠক স্টুডেন্ট ক্লাব
১৪. মোহাম্মদ আলী স্পোর্টিং ক্লাব
১৫. কুসুমকলি স্পোর্টিং ক্লাব
১৬. ক্রিকেট ক্লাব
১৭. অর্ক
১৮. কাউন্টি
১৯. ড্রীম বয়েজ
২০. সান রাইজ
২১. এম সি সি
২২. এস এস ক্লাব
২৩. চক বাজার স্পোর্টিং ক্লাব
২৪. উত্তরা স্পোর্টিং ক্লাব
২৫. গ্রীণ স্পোর্টিং ক্লাব
২৬. এভারগ্রীণ
২৭. মুক্তিযোদ্ধা স্পোর্টিং ক্লাব
২৮. প্রবীণ একাদশ
২৯. উত্তরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
৩০. হাজী জাল মামুদ কলেজ, নকলা

শেরপুর উপজেলার কর্মরত সাংবাদিকদের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মিডিয়া
১	মোঃ আব্দুর রেজ্জাক	সম্পাদক	সাপ্তাহিক শেরপুর
২	এ্যাডঃ জাকির হোসেন	সম্পাদক	সাপ্তাহিক চলতি খবর
৩	মুহাম্মদ আবু বকর	সম্পাদক	সাপ্তাহিক দশকাহনিয়া
৪	সুশীল মালাকার	শেরপুর সংবাদদাতা	দৈনিক ইত্তেফাক
৫	তালাপতুপ হোসেন মঞ্জু	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক খবর
৬	মোঃ আব্দুর রহিম বাদল	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক যুগান্তর/এটিএন বাংলা
৭	দেবাশীষ সাহা রায়	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক প্রথম আলো
৮	মোঃ সানাউল্লাহ	শেরপুর জেলা সংবাদদাতা	বাংলাদেশ বেতার/দৈনিক ইনকিলাব
৯	মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন	শেরপুর প্রতিনিধি	বাংলাদেশ অবজারভার
১০	মনিরুল ইসলাম লিটন	নিজস্ব সংবাদদাতা	দৈনিক জনকণ্ঠ/চ্যানেল আই
১১	কাকন রেজা	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	বাসস/এনটিভি/দৈনিক খবরপত্র
১২	হাকিম বাবুল	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	ইউএনবি/সমকাল

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মিডিয়া
১৩	মোঃ মেরাজ উদ্দিন	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	বিটিভি/দিনকাল
১৪	আব্দুর রফিক মজিদ	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক যায়যায়দিন
১৫	এস.এ. শাহরিয়ার মিল্টন	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক আমার দেশ
১৬	মুগনিউর রহমান মনি	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	নয়া দিগন্ত/আরটিভি
১৭	রবিউল ইসলাম জনি	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক করতোয়া/দৈনিক ডেসটিনি
১৮	আদিল মাহমুদ উজ্জল	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক ভোরের কাগজ
১৯	সঞ্জিব চন্দ বিল্টু	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দি এডিটর (অনলাইন সার্ভিস)
২০	মোঃ হাবিবুর রহমান	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	ফোকাস বাংলা
২১	মোঃ বজলুর রহমান	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক দেশ বাংলা
২২	জি.এইচ. হান্নান	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক জনতা
২৩	মোঃ আলমগীর হোসেন	ব্যুরো প্রধান	দৈনিক জাহান/দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা
২৪	সাবিহা জামান শাপলা	শেরপুর জেলা প্রতিনিধি	আমাদের সময়
২৫	আবুল কালাম আজাদ	সাব এডিটর	দৈনিক আমার দেশ
২৬	জয়নুল আবেদীন আব্দুল্লাহ	নির্বাহী সম্পাদক	দৈনিক সংগ্রাম
২৭	সুভাষ চন্দ বাদল	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার	বাসস
২৮	মাওঃ নজরুল ইসলাম	চীফ রিপোর্টার	সাপ্তাহিক শেরপুর
২৯	সুমন দে	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক বর্তমান
৩০	ডাঃ গোলাম রব্বানী	শেরপুর প্রতিনিধি	সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ
৩১	আনোয়ার সরকার জালাল	শেরপুর প্রতিনিধি	সাপ্তাহিক মুক্ত আলো
৩২	কমল চক্রবর্তী	প্রতিবেদক	সাপ্তাহিক চলতি খবর
৩৩	এডঃ রফিকুল ইসলাম আধার	নির্বাহী সম্পাদক	সপ্তাহিক দশকাহনিয়া
৩৪	এডঃ আখতারুজ্জামান	প্রতিবেদক	সপ্তাহিক দশকাহনিয়া
৩৫	মোঃ ফজলুল কবীর সুরুজ	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক সবুজ
৩৬	মোঃ আনিসুজ্জামান	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক চাঁদনী বাজার
৩৭	শাহ আলম বাবুল	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক মুক্ত আলো
৩৮	রাজীব বনিক	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক মুক্ত কণ্ঠ
৩৯	মুকসিতুর রহমান হীরা	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক সংগ্রাম
৪০	মোঃ আবু হানিফ	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক মানব জমিন
৪১	রুহুল্ল্যাহ আসিম	শেরপুর প্রতিনিধি	তরঙ্গ নিউজ. কম (অন লাইন)
৪২	ছামিউল ইসলাম জীবন	শেরপুর প্রতিনিধি	দৈনিক নওরোজ

www.pathagar.com

শেরপুর প্রেসক্লাব ১৯৮১ সালে গঠিত হয়। শেরপুর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে এডভোকেট জাকির হোসেন ও জয়নুল আবেদীন।

কাকন রেজার সম্পাদনায় মদিনা প্রেস থেকে ১৯৯৭ সালের ২৮ জুন দৈনিক ঘটনা নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরে সেটির প্রকাশনা স্থগিত হয়ে যায়। এছাড়া ২০০৭ সালে জাহাঙ্গীর হোসেনের সম্পাদনায় নিউ মার্কেট থেকে 'দৈনিক তথ্যধারা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশনার কয়েক মাস পরে প্রেস সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে।

শেরপুরের আদালতসমূহ ঃ

১। জেলা জজ আদালত, শেরপুর।
২। অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, শেরপুর।
৩। যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, শেরপুর।
৪। যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, শেরপুর।
৫। সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, শেরপুর উপজেলা, শেরপুর।
৬। সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, নালিতাবাড়ি, শেরপুর।
৭। সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, শ্রীবরদী, শেরপুর।
৮। সহকারী জজ আদালত, নকলা, শেরপুর।
৯। সহকারী জজ আদালত, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

নোট ঃ ফৌজদারী মোকদ্দমাকালে জেলা জজ দায়রা জজ হিসেবে অতিরিক্ত জেলা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ হিসেবে এবং যুগ্ম জেলা জজ-সহকারী দায়রা জজ হিসেবে বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকেন।

জেলা জজ যখন ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমার বিচার কার্যকরেন তখন তিনি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ- স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ ১নং আদালত এবং যুগ্ম জেলাজজ-স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ ১ ও ২ নং আদালত হিসেবে বিবেচিত হন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিচারকালে জেলা জজ- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল জজ, দুর্নীতি-আত্মসাৎ ও অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত মামলার বিচারকাজে জেলা জজ-স্পেশাল জজ হিসেবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারকাজে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল জজ হিসেবে বিচারকার্য সম্পাদন করেন।

ফৌজদারী ম্যাজিস্ট্রেসি ঃ

১। চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।
২। অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট।
৩। সিনিয়র জুড়িশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।
৪। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।

www.pathagar.com

নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটগণের দ্বারা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। এ ছাড়াও যুগ্ম জেলা জজ অর্থ ঋণ আদালতের বিচারকার্য সম্পাদন করেন।

১৮৬৪ সালে শেরপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন নামে আইনজীবিদের পেশাগত সংগঠন 'শেরপুর বার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শেরপুর উপজেলায় অবস্থিত জেলা কার্যালয়সমূহের তালিকা ও টেলিফোন নম্বর ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	ফোন নম্বর
০১	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	৬১৯০০, ৬১৮০০
০২	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পরিষদ	৬১৪৯৬
০৩	জেলা ও দায়রা জজ-এর কার্যালয়	৬১৫৬১
০৪	পুলিশ সুপার এর কার্যালয়	৬১৪৪৬ ও ৬১৬৪০
০৫	সিভিল সার্জন, শেরপুর-এর কার্যালয়	৬১৩৯৬
০৬	সহকারী প্রকৌশলী, টিএন্ডটি-এর কার্যালয়	৬২৩০০
০৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, PWD-এর কার্যালয়	৬১৪৮১
০৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি-এর কার্যালয়	৬১৪৩০
০৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ-এর কার্যালয়	৬১৩৬৩
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর কার্যালয়	৬১৫৬৭
১১	নির্বাহী প্রকৌশলী পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর কার্যালয়	৬১৯৯৬
১২	উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর কার্যালয়	৬১৪৭০
১৩	জেলা শিক্ষা অফিসার-এর কার্যালয়	৬১৩৪৩
১৪	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়	৬১৪৮৫
১৫	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর কার্যালয়	৬১৮৬৯
১৬	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর কার্যালয়।	৬১২১৮
১৭	সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর কার্যালয়	৬১৬১২
১৮	জেলা ব্যবস্থাপক বিসিক-এর কার্যালয়	৬১৫১৬
১৯	উপ-পরিচালক (আলু বীজ)-এর কার্যালয়	৬১১৩৯

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	ফোন নম্বর
২০	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি (সেচ)-এর কার্যালয়	৬১৪৯২
২১	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি-এর কার্যালয়	৬১৬৫৪
২২	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়	৬১৩৪৮
২৩	জেলা তথ্য অফিসার-এর কার্যালয়	৬১৫১২
২৪	জেলা সমবায় অফিসার-এর কার্যালয়	৬১৫৫৯
২৫	জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা-এর কার্যালয়	৬১৪৫৮
২৬	জেলা আনসার এ্যাডজুটেন্ট-এর কার্যালয়	৬১৫১০
২৭	জেলা রেজিস্ট্রার-এর কার্যালয়	৬১৬২২
২৮	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা-এর কার্যালয়	৬১৫০৯
২৯	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-এর কার্যালয়	৬১২০৭
৩০	জেলা নির্বাচন অফিসার-এর কার্যালয়	৬১৩৫৭
৩১	উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা-এর কার্যালয়	৬১৪৬৯
৩২	সহকারী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর কার্যালয়	৬১৭৮২
৩৩	কো-অর্ডিনেটর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-এর কার্যালয়	৬১৪২৯
৩৪	উপ-কর কমিশনার-এর কার্যালয়	৬১৪২৮
৩৫	জেলা ক্রীড়া অফিসার-এর কার্যালয়	৬১৩১০
৩৬	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-এর কার্যালয়	৬১০৮২
৩৭	উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস-এর কার্যালয়	৬১৫০৪
৩৮	সহকারী পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর-এর কার্যালয়	৬১২৪৬
৩৯	ব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস-এর কার্যালয়	৬১২০৩

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

ক্রঃ নং	পদবী	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	এ এফ এম হায়াতুল্লাহ	বি, এসসি, এজি, ইকন (অনার্স) এম, এসসি, এজি, ইকন (এগ্রি মার্কেটিং) (বি,এ,ইউ) এম, এস (হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট), নয়াদিল্লী, ভারত
২	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	মোছাম্মাৎ মমতাজ বেগম	বিএসসি (অনার্স) এমএসসি (ভূগোল ও পরিবেশ)
৩	উপজেলা কৃষি অফিসার	মোঃ জয়নুল আবেদীন	এম, এসসি ইন এগ্রি কেমেস্ট্রি
৪	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	ডাঃ সৈয়দ মাহবুবুল আলম	এম, বি, বি, এস, এম, পিএইচ
৫	উপজেলা পশু সম্পদ অফিসার	মোঃ জালাল উদ্দিন	বি, এসসি, এইচ (সম্মান) (বি, এ, ইউ)
৬	উপজেলা প্রকৌশলী	তাপস চৌধুরী	বি, এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সিভিল
৭	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার	আনোয়ারা বেগম	বি,এসসি ফিশারীজ (অনার্স), এম, এসসি, ফিশারীজ বায়োলজি এন্ড লিমনোলজি
৮	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	জয়ন্তী প্রভা দেবী	বি, এসসি (অনার্স) এম, এসসি (গণিত)
৯	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর	বি, এ (অনার্স) এম, এ
১০	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	মোঃ আকলাছুর রহমান	বি, এসসি (অনার্স), এম, এসসি
১১	সাব-রেজিস্ট্রার	আব্দুর রহিম	এম, এ
১২	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	মোঃ আঃ ছালাম	এম, এস, এস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
১৩	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শেরপুর থানা	মোঃ নূরুল ইসলাম	বি, এ
১৪	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	এটিএম গোলাম মোস্তফা	বি, এ (অনার্স), বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি
১৫	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	মোঃ মাহফুজুল হক	এম, এস, এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
১৬	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	মোঃ শাহাব উদ্দিন	এম, এ
১৭	উপজেলা সমবায় অফিসার	মোঃ আব্দুর রশিদ	বি, এ
১৮	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	মোঃ আওলাদ হোসেন	ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিয়ানিয়ারিং, বি, এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সমাপ্ত ।
১৯	উপজেলা আনাসার ও ভিডিপি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)	মির্জা রুহুল আমিন	বি, কম
২০	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	মোঃ শাহাদত হোসেন	ডিপ্লোমা ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
২১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	মোঃ আজিমুল হক	স্নাতক
২২	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম	বি, এসএস (অনার্স), এম, এসএস (অর্থনীতি)
২৩	উপজেলা পাট কর্মকর্তা	মোঃ হাফিজ উদ্দিন গন্ধী	কৃষি ডিপ্লোমা
২৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর)	মোঃ সুলতান আলী	এমবিএ, ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

www.pathagar.com

২. স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা

ইউনিয়ন ওয়ারী মৌজা, কোড, জেএল, আয়তন, মোট ঘরবাড়ি, ছাদের উপকরণ ও জনসংখ্যা ঃ

১ নং কামারেরচর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বাবনারচর (সন্ন্যাসীরচর	০১৮	৮৫	৫৭০	৭২৪	১৩৯	৫৭০	১৫	১৬২৩	১৪০৪	৩০২৭
২	কামারেরচর	৫৭২	২১০	৫৬৮৪	৪০০৫	৭৭১	৩১৫৬	৭৮	১০৮৩৮	৯৮৮৭	২০৭৯৫
৩	লতারিয়া	৬৬৬	২০৯	৩৭৩	৪০৯	৭৮	৩২২	০৯	১০৮২	৯৭২	২০৫৪

২নং চরশেরপুর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বৈষ্ণব নগর	০৪৪	৮৮	২১১	৬৯	১৩	৫৪	০২	১৮৬	১৬১	৩৩৭
২	চরশেরপুর	২৭২	৪৯	৪৩২১	৪৬৮৪	৯০২	৩২৯২	৯০	১০৮৯০	৯৮৩৬	২০৭২৬
৩	হেরুয়া	৪৭৮	৪৬	১১৯০	১১৩৩	২১৮	৭৯৩	২২	২৮৬০	২৬৪০	৫৫০০
৪	যোগনীমুরা	৫৪৪	৯২	৫১১	৭৭১	১৪৮	৫৭৬	১৬	১৭৮০	১৬৫৩	৩৪৩৩
৫	যোগনীবাগ	৫৩৫	৯১	৩৪৫	৬০৫	১১৬	৪২৭	৫৯৩	১৪১৯	১৪০০	২৮১৯
৬	মোবারকপুর	-	৯৪	৫৭৯	-	-	-	-	-	-	-
৭	জোত কসবা	৫৫৩	৯০	৩৬৬	৩৪০	৬৫	২৬৭	০৮	৮৮৭	৭৭৫	১৬৬২
৮	কৃর্তিগঞ্জ	৬০০	৮৭	৩৭	৩৬	০৭	২৮	০১	১০০	৯১	১৯১
৯	রামকৃষ্ণপুর	৮০৭	১২৫	৪৭৪	৪০৪	৭৮	৩১৮	০৪	১১৪৮	৯২৫	২০৭৩

www.pathagar.com

৩ নং বাজিতখিলা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বাজিতখিলা	০৫৬	১১৬	১২৬	২৮৭	৫৫	২২৬	০৬	৭৮৪	৭৪০	১৫২৪
২	বালিয়া	০৯৩	১৩৪	৩৯৩	৩৫৮	৬৯	২৮২	০৭	৮৬৯	৭৮৯	১৬৫৮
৩	ছাতারকান্দি	৩২৮	১১৮	৪৮	৯৯	১৯	৭৮	০২	১৯০	১৭৭	৩৬৭
৪	দাড়িয়াখলা	৩৪৭	১২০	৯৮	১৫৯	৩০	১২৫	০৪	৩৭৭	৩৪৯	৭২৬
৫	হোসেনখিলা	৪৮৮	১১৯	৬৬	১১৪	২২	৯০	০২	২৭৭	২৪৫	৫২২
৬	কৃষ্ণপুর	৬২৮	১১৩	১৪১	১৮৯	৩৬	১৪৯	০৪	৪০২	৩৮০	৭৮২
৭	কুমড়ী	৬৪৭	১১৫	১১৬০	১৪৬৯	২৮২	১১৫৭	৩০	৩৮৪৩	৩৪১৭	৭২৬০
৮	মনকান্দা	৬৯৪	১২১	১৯৩	২৫২	৪৮	১৯৮	০৬	৫৭৮	৫৩৫	১১১৩
৯	মির্জাপুর	৭১৩	১২৩	৩৯০	৪০১	৭৭	৩১৬	০৮	৯৫৭	৮৮৩	১৮৪০
১০	প্রতারিয়া	৭৭৯	১৩৫	৪৯৬	১৮১৭	১৫৭	৬৪৩	১৭	১৯৫৩	১৭৮২	৩৭৩৫
১১	সোনাবরকান্দা	৮৯৫	১৪৭	৩৪৯	৩৩৪	৬৪	২৬৩	০৭	৮০০	৬৯৫	১৪৯৫
১২	সুলতানপুর	৯২৯	১৩৩	৩৮৭	৬৮৩	১৩১	৫৩৮	১৪	১৫৯৫	১৭০৮	৩৩০৩

৪ নং গাজীরখামার

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	চককুমড়ী	১৬৮	১১৪	৩৫৫	৪৫৪	৮৭	৩৫৭	১০	৯৭৭	৯৬৯	১৯৩৬
২	গাজীরখামার	৪২২	১৪১	৩৫৭৬	৪১৭২	৮০৩	৩২৮৮	৮১	৮৯৯৭	৮৬৮৮	১৭৬৮৫
৩	খাটুয়াকুমড়ী	৫৯১	১১২	১৩৭	৩৬০	৬৯	২৮৩	০৮	৭৩৮	৭২২	১৪৬০
৪	তেঘরিয়া	৯৯৬	১১১	১০৬	১৭৮	৩৪	১৪০	০৪	৩৭৮	৩৬৪	৭৪২

৫ নং ধলা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বাকারকান্দা	০৬৫	১৪৬	৭৭১	৭৯৪	১৫৩	৬৩০	১১	১৮৯৩	১৮৪০	৩৭৩৩
২	চান্দেরনগর	১৯৭	১৪৩	১৮৪২	১৬৭৭	১৩০	১৩৩২	১৫	৩৭৩২	৩৫৮৩	৭৩১৫
৩	ধলা	৩৬৬	১৪৭	৩৬৬	৫১০	৯৮	৪০১	১১	১০৫১	১০৪৯	২১০০
৪	কোহাকান্দা	৬০১	১৪৫	৩৫৮	৪০৪	৭৭	৩১৮	০৯	৮৭২	৮৫৪	১৭২৬
৫	পাঞ্জরভাঙ্গা	৭৬৯	৪২	৮৪৭	১২১৬	২৩৪	৯৫৮	২৪	২৭৭৮	২৬০৭	৫৩৮৫

www.pathagar.com

৬ নং পাকুরিয়া

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বাদাতেঘরিয়া	০২৮	১৪৮	৬৬৯	৮৭৬	১৬৮	৬৯০	১৮	১৮৭৫	১৯০১	৩৭৭৬
২	বরাটিয়া	১১২	১৪০	৯৩৯	১৩৭৩	২৬৪	১০৮২	২৭	৩২৮২	৩০৬৬	৬৩৪৮
৩	চৈতনখিলা	১৫০	১৩৮	৩৯৩	৭১৭	১৩৮	৫৬৫	১৪	১৬৩২	১৫৫১	৩১৮৩
৪	গনই ভরুয়াপাড়া	৪১৩	১৩৬	৫৩৮	১৩১২	২৫২	১০৩৪	২৬	২৯৯১	২৮৫১	৫৮৪২
৫	পাকুরিয়া	৭৬০	১৪৯	১৭২	৩০৭৬	৫৯২	২৪২৪	৬০	৭৪৫৭	৬৭৭৫	১৪২৩২
৬	রামখিলা	৮২৬	১৩৭	১৬১	১৫০	২৭	১১৮	০৫	৩৬৩	৩২১	৬৮৪
৭	তারাগড়	৯৪৮	৩৩৯	১১২৯	১৩০৮	২৫২	১০৩১	২৫	২৮৮৬	২৮৬৯	৫৭৫৫
৮	তিরছা	৯৯৪	১৩৩	৭৬০	-	-	-	-	-	-	-

৭ নং ভাতশালা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বলবাড়ি	০৮৪	১৫১	৪১	৮১	১৫	৬৩	০২	১৯২	১৬৫	৩৫৭
২	ভাটপাড়া	১৩১	১৬০	২৯৭	৪৫৬	৮৭	৩৫৯	১০	৮৮২	৮৩১	১৭১৩
৩	বয়ড়পরানপুর	১৩৫	১৫০	১৩১৬	৬৮৩	১৩২	৫৩৮	১৩	১৬৩৪	১৪৬২	৩০৯৬
৪	ভাতশালা	১৪০	১৫৪	৩৬৬	৫৫৪	১০৬	৪৩৬	১২	১২৯১	১২২৮	২৫১৯
৫	চরবয়ড়া	২০৬	১৫৩	৮০	১২৮	২৪	১০১	০৩	৩২৭	২৮২	৬০৯
৬	চরসাপমারী	২৬২	২৬২	৫০২	৮২৪	১৫৯	৬৪৯	১৬	১৮২৯	১৬৮৪	৩৫১৩
৭	ছনকান্দা কুঠুরাকান্দা	৩১৯	১৮৯	১১৮২	১২৪২	২৩৯	৯৭৯	২৪	৩০১৪	২৬৪৯	৫৬৬৩
৮	হাওড়াগড়	৪৫০	১৫৭	২৫৮	৩১২	৬০	২৪৬	০৬	৭৪৭	৬৪৯	১৩৯৬
৯	হাওড়ানিজ	৪৫৯	১৫৮	৪২১	৩২৯	৬৩	২৫৯	০৭	৮০৮	৭২৬	১৫৩৪
১০	হোসেনপুর	৪৯৭	১৫৬	৯০	৮৫	১৬	৬৬	০৩	২৫২	২১০	৪৬২
১১	মধ্যবয়ড়া	৬৮৫	১৫২	৮৩৬	১৩১৫	২৫৩	১০৩৬	২৬	৩২১৩	২৯৩৩	৬১৪৬
১২	সাপমারী	৮৪৪	১৫৫	১০৪১	১২২৮	২১৭	৮৮৯	২২	২৫৭৪	২৪৭৫	৫০৪৯
১৩	শ্রীরামপুর	৯১০	৯১০	১২০	১০৩	২০	৮১	০২	২০৩	১৯০	৩৯৮

www.pathagar.com

৮ নং লছমনপুর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	দিঘলদী	৩৮৪	১৮৫	৫২২	৭৮৯	১৫২	৬২১	১৬	১৯২৩	১৮৬২	৩৭৮৫
২	গোপালপুর	৪৪১	১৮১	৪৪১	২২	০৬	১৬	-	৬৭	৫৫	১২২
৩	ইলশা	৫০৬	১৭৮	২১৫	২৬৭	৫১	২১০	০৬	৭৭২	৬৯৫	১৪৬৮
৪	ঝাউয়েরচর	৫২৫	১৭৭	৪০২	৪০৭	৭৮	৩২১	০৮	১০১০	৮৯০	১৯০০
৫	কৃষ্ণপুর	৬১৯	১৮৭	৯৬৮	১৭৫৯	৩৩৮	১৩৮৬	৩৫	৪৩১৫	৪১০২	৮৪১৭
৬	লছমনপুর	৬৫৭	১৮০	২৩২৮	৩০৯৯	৫৯৭	২৪৪২	৬০	৭৭৮০	৭৩০০	১৫৮০
৭	টিকারচর	৯৮৫	১৮৪	৩২২	২৬৪	৫০	২০৮	০৬	৬২৫	৬১৩	১২৩৮

৯ নং চরমোচারিয়া

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	চরভাবনা	২০২	১৮৯	১৫৭৯	১৭৩৪	৩৩৩	১৩৬৬	৩৫	৪২৯৮	৩৯২৫	৮২২৩
২	হরিণধরা	৪৬৯	১৯০	২৭০২	১৭৫৭	৫৩১	২১৭৩	৫৩	৬৫২৩	৫৯৯৮	১২৫২১
৩	মোচারেরচর	৭২২	১৮৮	১৬৬৮	১৪৬১	২৮১	১১৫১	২৯	৩৭২৬	৩৩৯৭	৭১২৩
৪	মোকছেদপুর	৭৩২	১৮৬	৪২৬	৪৯৪	৯৫	৩৮৯	১০	২৬৭	১৯০৬	৩৯৭৩

১০ নং চরপক্ষীমারী

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	চরপক্ষীমারী	২৪৪	১৯১	৮২২৭	৬৭৪৭	১৩২৭	৫৩৩৭	৮৩	১৫৯৭৭	১৫১৬৯	৩১১৪৬

১১ নং বলাইরচর

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বলাইরচর	০৭৫	১৯৪	৪৮০	৯২৫	১৭৮	৭২৯	১৮	২৪১৫	২১৬১	৪৫৭৬
২	চকসাহাব্দী	১৮৭	১৯৩	৯২৩	১১১৯	২১৩	৮৮১	২৫	২৭৩৮	২৪৮৭	৫২২৫
৩	চরজংগলদী	২৩৪	১৭২	৮২৯	৬২২	১২৭	৫২১	১৪	১৬৫৪	১৪৬৯	৩১২৩
৪	চরশ্রীপুর	২৮১	১৮৩	৪৬৮	৭০০	১৩৪	৫৫১	১৫	১৭৭৮	১৫৭৪	৩৩৫২
৫	ধোবারচর	৩৭৫	১৭৬	৬৬২	৮১৬	১৫৭	৬৪৩	১৬	২০৭০	১৭৪৩	৩৮১৩
৬	দোছরা ছনকান্দা	৩৯৪	১৮২	৫৪২	৫০৮	৯৭	৪০০	১১	১০৮৮	৯৪৮	২০৩৬
৭	জংগলদী	৫১৬	১৭৩	১১৬২	১৫৪৯	২৯৮	১২২০	৩১	৩৬৬০	৩৩১৪	৬৯৭৪
৮	কুমড়ারচর	৬৩৮	১৭৫	৫০৭	৩৯৯	৭৬	৩১৪	০৯	৯৫৪	৯৪৮	১৯০২
৯	রামেরচর	৮১৬	১৯২	৩৬৭	৫৩৭	১০৩	৪২৩	১১	১৩৯৭	১২৭২	২৬৬৯

১২ নং কামারিয়া

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	আলিনাপাড়া	০০৯	১৬৭	১০০২	১১২৭	২১৭	৮৮৮	২২	২৫৫৭	২৪৫২	৫০০৯
২	বারঘরিয়া	১০৩	১৬৪	১৫৪	২৬৭	৫১	২১০	০৬	৪৮৫	৪৯৪	৯৭৯
৩	চকরামপুর	১৭৮	১৬৫	৩৮	৮৯	১৭	৭০	০২	১৪১	১৬২	৩০৩
৪	খুনুয়া চরপাড়া	৩০৯	১৭১	১০০৪	৯৮৭	১৯০	৭৭৮	১৯	২২২৪	১৯৯৮	৪২২৩
৫	কবিরপুর আন্ধারিয়া	৫৬৩	১৬৮	২২০৩	২১০০	৪০৪	১৬৫৫	৪১	৪৮৮৩	৪৫৩৪	৯৪১৮
৬	কামারিয়া	৫৮১	১৪৪	৫৩৩	৪৮৫	৯৩	৩৮২	১০	১২৩৫	১১২৬	২৩৬১
৭	রঘুনাথপুর	৭৮৮	১৬৯	১০৪১	১৫৪৮	২৯৮	১২২০	৩০	৩৩০৪	৩০৮৪	৬৩৮৮
৮	সূর্যদী	৯৩৮	১৬২	৯৭৩	১০৪৩	২০১	৮২১	২১	২৩৪৪	২১৮৮	৪৫৩২
৯	তারাকান্দি	৯৫৭	১৬৩	৪৪৬	৮০৩	১৫৪	৬৩৩	১৬	১৭৫৪	১৬৬৯	৩৪২৩
১০	চককবিরপুর	-	৮১	৩৪	২৬	০৮	১৮	-	৪৭	৬৮	১১৫

১৩ নং রৌহা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	সুলারচর	৮৭২	২০৪	১০৪৩	২৫	০৬	১৯	-	৫১	৪৭	৯৮
২	ফটিয়ামারী	৮৮২	১৭০	১৭	৬৪৭	১২৪	৫০৯	১৪	১৪৭১	১৪৪৯	২৯২০
৩	চরবরইগাছী	২১৫	২০৮	৪৪৪	৪৬৭	৫১	২১০	০৬	৬৮৮	৬৩৯	১৩২৭
৪	চরবেতমারী	২২৫	২০৭	৪২১	২৭৪	৫২	২১২	১০	৬২৪	৫৬৯	১১৯৩
৫	চর রাম জগন্নাথ	২৫৩	৬০৬	৩৭২	৮৩	১৬	৬৫	০৩	১৮০	১৬০	৩৪০
৬	রৌহা	৮৩৫	২০৫	১৩৪৮	২১১১	৪০৬	১৬৬৪	৪১	৪৪৫২	৪২০১	৮৬৫৩

১৪ নং বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	ঘুঘুরাকান্দি	৪৩১	১৯৭	১৯১৩	২৭৭	৪০০	১৬৩৭	৪০	৫১২৪	৪৬৭২	৯৭৯৬
২	চরধুবলাই	৪০৩	১৯৬	৫২৪	১৭১	৩৩	১৩৪	০৪	৫০৫	৪৫২	৯৫৭
৩	সুবর্ণেরচর	৯১৯	১৭৪	৩৭৭	২০৪	৩৯	১৬০	০৫	৫১৫	৪৪৫৪	৯৬৯
৪	বেতমারী	১২২	১৯৮	২০১৯	১০৪২	২০১	৮২১	২০	২৫৪৪	২৩৮৭	৪৯৩১
৫	চরখারচর	৩০০	২০৩	১৭৬৮	১১৯৮	২৩০	৯৪৪	২৪	৩০৮৪	২৭৯৬	৫৮৮০

www.pathagar.com

শেরপুর পৌরসভা ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	কোড নং	জেএল নং	আয়তন (একর)	মোট ঘরবাড়ি	ছাদের উপকরণ			জনসংখ্যা		
						খড়/বাঁশ	টিন	সিমেন্ট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	১নং ওয়ার্ড	৬৩	-	১৬৬২	৫৮৪২	৪৬১	৩৪৮৮	১৮৯৩	৫৭৬৬	১৩৮৩১	২৯৫৯৭
২	২নং ওয়ার্ড	৬৩	-	১৮৩৯	৬১০১	৪৮১	৩৬৪৩	১৯৭৭	১৬০৯১	১৪৪৭১	৩০৫৬২
৩	৩নং ওয়ার্ড	৬৩	-	২২৮০	৫৯৮৬	৪৭২	৩৫৭৪	১৯৪০	১৬০৯৯	১৪৩৬৫	৩০৪৬৪

আবহাওয়া

নাতিশীতোষ্ণ, তবে গারো পাহাড় কাছাকাছি থাকায় বৃষ্টি ও শীতের পরিমাণ বেশি।
বছরে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২০০০-২০০৬)
যথাক্রমে - ২৫৪১, ১৬৭১, ২২৪৯, ১৬২৩, ২৩৭০, ২২১৭, ২৩১২ মি. মি।

পরিবেশ দূষণ

উপজেলার পরিবেশ দূষণ ঘটছে ব্যাপক ভাবে। যানবাহনের কালো ধোঁয়া, হাইড্রোলিক হর্ণ, ইটের ভাটা, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, তাছাড়া শেরপুরের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা সেটি হলো প্রায় ৪০০ টি চালের মিলের (চাতাল) যত্রতত্র অবস্থান এবং এ থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং ছাই এ-আচ্ছন্ন থাকে শেরপুর। এসব উৎস থেকে কার্বনডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড সীসা ইত্যাদি বাতাসে মিশে পরিবেশকে দূষণ করছে। এর ফলে সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যাথা চোখের পীড়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত হচ্ছে এলাকার মানুষ। ব্যক্তিগত ভাবে রোপিত বৃক্ষ নিধন হচ্ছে। পাশাপাশি সম্প্রতি বনবিভাগ রাস্তার পাশে গাছ কেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছে ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। যে পরিমাণ গাছ প্রতিনিয়ত কাটা হচ্ছে সে পরিমাণ গাছ লাগানো হচ্ছে না। তাছাড়া পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষের অভাব রয়েছে।

বর্তমানে এ উপজেলায় কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয় কীট নাশক, আগাছা নাশক ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ধীরে ধীরে মাটির গুণগত মান বা উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে।

এছাড়াও মিলগুলোর বর্জ্য পদার্থ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদীনালা খালবিল, জলাশয়ের পানি দূষিত করছে। ফলে মাছের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

www.pathagar.com

মাটির বৈশিষ্ট্য ঃ

মাটির ধরণ ঃ বেলে ও দোআঁশ মাটি।

উঁচু জমি ১১৫১৬ হেক্টর, মাঝারি উঁচু জমি ১২৭৫৮ হেক্টর, মাঝারি নিচু জমি ৬৩৫০ হেক্টর। নিচু জমি ২০২৪ হেক্টর, অতি নিচু (জলা) ১৮২৪ হেক্টর।

ভূমির ব্যবহার ঃ এক ফসলী ৩৬২৫ হেক্টর, দুই ফসলী ১৯২৮০ হেক্টর, তিন ফসলী ৬৫৯৫ হেক্টর, শস্য নিবিড়তা ২১০%।

উপজেলার জীব বৈচিত্র ঃ

শেরপুর উপজেলা মূলত সমতল এলাকা। কিছু চরাঞ্চল রয়েছে। তেমন কোন বন-বনানী বা অরণ্য নাই। মূলত বাড়ির চার পাশে বিভিন্ন ঝোঁপ, জঙ্গল, ফলজ ও বনজ বৃক্ষই এই উপজেলার উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদরাজি। বর্তমানে মানুষ জন বিভিন্ন ফলজ-বনজ-ঔষধি গাছ যেমন মেহগনি, রেইনট্রি, সেগুন, কড়ই, আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল, কলা, লিচু, পেঁয়ারা, আমলকি, নিম ইত্যাদি গাছের চারা রোপনে আগ্রহী হচ্ছে। বর্তমানে কোন বনভূমি না থাকায় এখানে কোন বন্য প্রাণী নাই বললেই চলে। অতীতের অনেক পশুপাখি থাকলেও এখন তা বিলুপ্তির পথে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শিয়াল, কুকুর, বেজী, গুইসাপ, কাক, কোকিল, দোয়েল, শালিক, কবুতর, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পশু-পাখি। ব্রহ্মপুত্র নদে বর্ষার সময় শুশুক দেখতে পাওয়া যায়। রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্প জাতীয় মাছ, চিংড়ী, পুঁটি, টেংরা, পাঙ্গাস ইত্যাদি প্রধান মাছ। দেশীয় অনেক মাছই এখন বিলুপ্তির পথে যেমন ঃ কই, মাগুর, শিং, গোলসা, বোয়াল, বাইম, পাবদা, কাজলী ইত্যাদি।

পর্যটন ঃ

মুর্শিদাবাদের নবাব আমলের শেষ জায়গীরদার শেরআলী গাজীর স্মৃতি বিজড়িত শেরপুর একটি প্রাচীন জনপদ। এ ছাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। নয়নাভিরাম অবারিত ধান ক্ষেত এবং সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু পর্যটন সুবিধা এ উপজেলায় গড়ে উঠেনি। শীত মৌসুমে গারো পাহাড়ের গজনী, মধুটিলা, লাউচাপড়া সহ অন্যান্য এলাকায় প্রচুর পিকনিক পার্টির আগমন ঘটে। এ উপজেলায় পথিমধ্যে তারা কিছু সময় অতিবাহিত করেন। রাত্রিবাস বা পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য কোন স্থাপনা গড়ে না উঠার ফলে এ উপজেলায় পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে পারেনি।

উপজেলায় পর্যটন সহায়ক বর্তমান আবাসন সুবিধা ঃ

আবাসিক হোটেল	ডাকবাংলো	সার্কিট হাউস	ডরমিটরী	রেস্টুরেন্ট
১৬	০১	০১	০৫	১৬৯

www.pathagar.com

শেরপুর জেলায় কোন রেল লাইন নেই। ঢাকা থেকে সরাসরি বাস চালু আছে। মহাখালী থেকে বাসে সরাসরি শেরপুর পৌঁছা যায়। বাস ভাড়া ১৭০/- টাকা।

শেরপুর থেকে পিকনিক স্পট তথা বেড়ানোর প্রধান জায়গাগুলোর দূরত্ব গজনী- ৩৫ কিঃমিঃ, মধুটিলা- ৪০ কিঃ মিঃ, লাউচাপড়া- ৩৫ কিঃ মিঃ।

রাত্রি যাপনের জন্য প্রধান কয়েকটি হোটেলের নাম ঃ

হোটেল সম্পদ, কাকলী, বর্ণালী, হোটেল আরাফাত, ভবানী গেস্ট হাউস ইত্যাদি, এসব হোটেলে ৫০/- টাকা থেকে ৫০০/- টাকায় রুম ভাড়া পাওয়া যায়।

খাওয়ার জন্য কয়েকটি রেস্তেরাঁর নাম ঃ

সম্পদ রেস্টুরেন্ট, হোটেল শাহজাহান, আপ্যায়ন, আহার, হোটেল শুভ, রাধুঁনী, ইত্যাদি। ফাস্ট ফুডের দোকান রিলেশন টুডে। শেরপুরে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র সেতু, শাহকামালের মাজার, প্রাচীন জমিদার বাড়ি, শেরপুর স্টেডিয়াম ইত্যাদি।

শেরপুর উপজেলা থেকে বিভিন্ন উপজেলা ও স্থানের দূরত্ব ঃ

ক্রমিক নং	জেলা/উপজেলা/স্থানের নামসমূহ	দূরত্ব
১	ঢাকা (ময়মনসিংহ হয়ে)	২০৩ কিঃ মিঃ
২	ময়মনসিংহ	৬৯ কিঃ মিঃ
৩	জামালপুর	১৭ কিঃ মিঃ
৪	বকশীগঞ্জ	২৬ কিঃ মিঃ
৫	গজনী অবকাশ (পিকনিক স্পট)	২৮ কিঃ মিঃ
৬	মধুটিলা (পিকনিক স্পট)	২৮ কিঃ মিঃ
৭	ধানুয়া কামালপুর	৩৭ কিঃ মিঃ
৮	ঝিনাইগাতী	১৯ কিঃ মিঃ
৯	শ্রীবরদী	১৮ কিঃ মিঃ
১০	নকলা	২০ কিঃ মিঃ
১১	নালিতাবাড়ি	২৭ কিঃ মিঃ

www.pathagar.com

৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের তথ্যাদি

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ

উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়নসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৯৭ সালের সরকারী অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ টি ওয়ার্ডের ৯ জন সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক। অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু এখানে উল্লেখ করা হলো-

১। উন্নয়নমূলক কাজ ঃ যেমন,

ক) রাস্তা ঘাট মেরামত ও তত্ত্বাবধান এবং আলোর ব্যবস্থা করা।
খ) রাস্তা ঘাটের পাশের বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
গ) খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ, পার্ক নির্মাণ এবং মেরামত।
ঘ) রাস্তা ঘাটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান করা।
ঙ) ইউনিয়নের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা।
ছ) জন্ম মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন, গবাদী পশুর বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন।
জ) বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য, পুনর্বাসন ও সেবার ব্যবস্থা করা।
ঝ) এতিম ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এতিম খানার ব্যবস্থা করা।
ঞ) ইউনিয়ন এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন।
ট) ইউনিয়ন এলাকায় পাঠাগার স্থাপন।
ঠ) বেকারত্ব দূর করার জন্য বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
ড) মসজিদ, মন্দির, গোরস্থান ও শ্মশান ঘাটের সংস্কার ও সংরক্ষণ করা।
ঢ) ভিজিএফ, ভিজিডি, অন্যান্য রিলিফ সামগ্রী বিতরণ।

০২। ইউনিয়ন এলাকার আইন শৃংখলা বজায় রাখা।

০৩। কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষকদের মাঝে উন্নত মানের বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

০৪। ইউনিয়নে সালিশী আদালতের মাধ্যমে ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজ করা।

০৫। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

০৬। ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কোন অপরাধ ঘটলে তা পুলিশকে জানানো, সন্দেহভাজন লোকের আনাগোনা ও কুখ্যাত লোকের উপস্থিতি সম্পর্কে পুলিশকে খবর দেয়া ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। তাছাড়া এলাকায় আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে তা উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করা।

www.pathagar.com

০৭। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

০৮। আদমশুমারী, কৃষি শুমারী সহ অন্যান্য পর্যায়ে শুমারী পরিচালনা করা বা সহযোগিতা করা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

০৯। সরকার বিভিন্ন সময়ে জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তাবায়ন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে দায়িত্ব প্রদান করে থাকেন এসব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগের সর্বনিম্নস্তর ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলার ইউপি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শেরপুর উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে ০৫ টি ইউ,পি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একটি নির্মাণাধীন আছে। যে সমস্ত ইউপি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে তা' হলো সরকারী অর্থায়নে নির্মিত কামারেরচর ও ভাতশালা, এল,জি,ইডি এর আরডিপি-২১ প্রকল্পের আওতায় কামারিয়া, কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নের সৌহার্দ্য কর্মসূচীর আওতায় চরমোচারিয়া, জেলা পরিষদের সহায়তায় নির্মিত গাজীর খামার ও চরপক্ষীমারী ইউপি ভবন (নির্মানাধীন) যে সমস্ত ইউপি ভবন এখনও নির্মাণ হয়নি সেগুলো হলো- ধলা, বাজিতখিলা, চরশেরপুর, বলাইরচর, বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি, রৌহা, লছমনপুর ও পাকুরিয়া, যে সমস্ত ইউনিয়নের ভবন এখনো হয়নি সেগুলো নির্মাণ পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে আবশ্যক।

ইউনিয়নসমূহের বর্তমান চেয়ারম্যানগণের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	চেয়ারম্যানগণের নাম
০১	কামারেরচর	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন
০২	চরশেরপুর	জনাব মোঃ আরিফ হাসান (রিপন)
০৩	বাজিতখিলা	জনাব মোঃ মজিদুল হক
০৪	গাজীরখামার	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান
০৫	ধলা	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন
০৬	পাকুরিয়া	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
০৭	ভাতশালা	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম
০৮	লছমনপুর	জনাব সুলতান আহম্মেদ
০৯	চরমোচারিয়া	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
১০	চরপক্ষীমারী	জনাব মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন
১১	বলাইরচর	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
১২	কামারিয়া	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী
১৩	রৌহা	জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান সোহেল
১৪	বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন দুলাল

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলা
চেয়ারম্যানদের পরিচিতি...

১ নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ

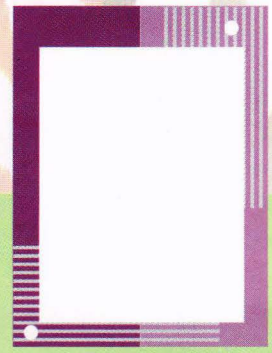

মো: আলতাফ হোসেন
চেয়ারম্যান, ১নং কামারের চর

নাম	:	মোঃ আলতাফ হোসেন
পিতার নাম	:	মৃত আঃ জলিল
মাতার নাম	:	মৃত মাওলেদা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	:	সাহাব্দীরচর
বর্তমান ঠিকানা	:	সাহাব্দীরচর
জন্ম তারিখ	:	০১.০৭.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এসএসসি
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১০ ছেলে এবং ১ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩
অন্যান্য যোগ্যতা	:	পরিবার পরিকল্পনার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক দায়িত্বে সাফল্যের নজীর আছে

২নং চরশেরপুর ইউনিয়ন পরিষদ

মো: আরিফ হাছান (রিপন)
চেয়ারম্যান, ২নং চর শেরপুর

নাম	:	মোঃ আরিফ হাছান (রিপন)
পিতার নাম	:	মরহুম ডাঃ মোঃ ওক্কাছ আলী (সাবেক জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা)
মাতার নাম	:	মরহুম সালমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ যোগিনীবাগ, উপজেলা ঃ শেরপুর জেলা ঃ শেরপুর।
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ যোগিনীবাগ, উপজেলা ঃ শেরপুর জেলা ঃ শেরপুর।
জন্ম তারিখ	:	০১.০৩.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	বিএ
অন্যান্য যোগ্যতা	:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শেরপুর জেলা শাখার সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্র দলের সাবেক সদস্য স্ব-শাসিত ইউনিয়ন পরিষদ এ্যাডভোকেসি ফোরাম (চেয়ারম্যান এসোসিয়েশন) এর সভাপতি শেরপুর জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাবেক সহ-ক্রীড়া সম্পাদক নরসিংগী সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদ দুইবার যোগিনীমুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ ছেলে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	১৯.০৫.২০০৩
গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি বা অবদানের বিবরণ	:	যোগনীমুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ ঈদগাহ মাঠ গণপাঠাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা

www.pathagar.com

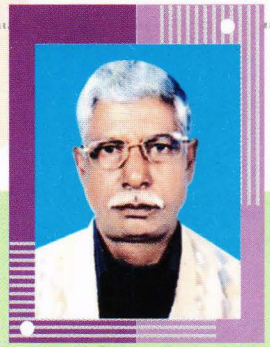

মো: মজিদুল হক (মাসুদ)
চেয়ারম্যান, ৩নং বাজিতখিলা

৩ নং বাজিতখিলা ইউনিয়ন পরিষদ

নাম	:	মোঃ মজিদুল হক (মাসুদ)
পিতার নাম	:	মৃত মহর আলী
মাতার নাম	:	মৃত সরফুলী
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ সোনাবর কান্দা, ডাকঘর ঃ তাতালপুর উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ সোনাবর কান্দা, ডাকঘর ঃ তাতালপুর উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	১৫.০৫.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৮ম শ্রেণী পাস
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (৪ ছেলে ও ২ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩ ইং
অন্যান্য যোগ্যতা	:	অকপট চরিত্রের মানুষ হিসেবে ইউনিয়নে সম্মানিত

মো: খলিলুর রহমান (খলিল)
চেয়ারম্যান, ৪নং গাজীরখামার

৪নং গাজীরখামার ইউনিয়ন পরিষদ

নাম	:	মোঃ খলিলুর রহমান (খলিল)
পিতার নাম	:	মৃত মফিজুল হক
মাতার নাম	:	মোছাঃ জরিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ পলাশিয়া, ডাকঘর ঃ গাজীরখামার উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর।
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ পলাশিয়া, ডাকঘর ঃ গাজীরখামার উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	২২.০৫.১৯৮১
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি
অন্যান্য যোগ্যতা	:	

সু-শাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর সাধারণ সম্পাদক, শেরপুর জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
স্ব-শাসিত ইউনিয়ন পরিষদ এ্যাডভোকেসি , ফোরাম (চেয়ারম্যান এসোসিয়েশন) এর সাধারণ সম্পাদক
শেরপুর জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, দ্যা-হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর একজন মোটিভেশনাল ট্রেইনার, বাংলাদেশ গ্রাম পুলিশ কর্মচারী ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা, শেরপুর জেলা
ইন্টার একটিভ পপুলার থিয়েটার, ঢাকা, বাংলাদেশ এর একজন সম্মানিত সদস্য
সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, শেরপুর জেলা
ও শেরপুর জেলা বাউল কল্যাণ পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা

বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ ছেলে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি বা অবদানের বিবরণ :
ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায়-মসজিদ ঈদগাহ মাঠ ও গণপাঠাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে জেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত।

মো: জয়নাল আবেদীন
চেয়ারম্যান, ৫নং ধলা

৫নং ধলা ইউনিয়ন পরিষদ

নাম	:	মোঃ জয়নাল আবেদীন
পিতার নাম	:	মৃত অছিম উদ্দিন
মাতার নাম	:	মোছাঃ আমেনা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ বাকারকান্দা, ডাকঘর ঃ চান্দেরনগর
উপজেলা	:	শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর।
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ বাকারকান্দা, ডাকঘর ঃ চান্দেরনগর উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	১৫.০১.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এসএসসি পাশ
অন্যান্য যোগ্যতা	:	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিনম্র আচরণের জন্য ইউনিয়নে স্বীকৃত
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (২ ছেলে ও ১ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	১৯.০৪.২০০৩

www.pathagar.com

মো: আবুল কালাম আজাদ
চেয়ারম্যান, ৬নং পাকুরিয়া

৬নং পাকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

নাম	:	মোঃ আবুল কালাম আজাদ
পিতার নাম	:	মোঃ আঃ রশিদ
মাতার নাম	:	মোছাঃ কমলা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ পাকুরিয়া খামারপাড়া, ডাকঘর ঃ চৈতনখিলা
উপজেলা	:	শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ পাকুরিয়া খামারপাড়া, ডাকঘর ঃ চৈতনখিলা উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	১৫.১২.১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এসএসসি পাশ
অন্যান্য যোগ্যতা	:	সামাজিক কর্মকান্ড ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় পরিচিত
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ ছেলে ও ১ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি বা অবদানের বিবরণ :
জেলা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান ২ বার
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ২ বার
ইউনিয়নের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত।

মো: খোরশেদ আলম
চেয়ারম্যান, ৭নং ভাতশালা

৭নং ভাতশালা ইউনিয়ন পরিষদ

নাম	:	মোঃ খোরশেদ আলম
পিতার নাম	:	মৃত সিদ্দিক খান
মাতার নাম	:	মৃত জহুরা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ সাপমারী, ডাকঘর ঃ সাপমারী, উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ সাপমারী, ডাকঘর ঃ সাপমারী
উপজেলা	:	শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	০১.০১.১৯৬৯
শিক্ষাগতগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি পাশ
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ ছেলে ও ২ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩
অন্যান্য যোগ্যতা	:	শান্ত ও ভদ্র মেজাজের ব্যক্তি হিসেবে প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী

মো: সুলতান আহম্মেদ
চেয়ারম্যান, ৮নং লছমনপুর

৮নং লছমনপুর ইউনিয়ন পরিষদ

নাম	:	সুলতান আহম্মেদ
পিতার নাম	:	মরহুম মোজাম্মেল হক মন্ডল
মাতার নাম	:	মোছাঃ সূর্যভানু বেওয়া
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ কৃষ্ণপুর, ডাকঘর ঃ কুসুমহাটি উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ কৃষ্ণপুর, ডাকঘর ঃ কুসুমহাটি উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	০১.১২.১৯৫৯ ইং
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এসএসসি পাশ
অন্যান্য যোগ্যতা	:	ইউনিয়ন ভিডিপি দলনেতা, সুনেতৃত্বের গুণাবলিতে ভূষিত
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ ছেলে ও ৩ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	১০.০৩.২০০৩

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি বা অবদানের বিবরণ :
ভিডিপি কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত
ইউনিয়ন পরিষদ ঐক্যজোট, শেরপুর উপজেলার সভাপতি
মুকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি
কুসুমহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি
কাজীর চর গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহ-সভাপতি

www.pathagar.com

৯নং চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

মো: মোখলেছুর রহমান
চেয়ারম্যান, ৯নং চর মোচারিয়া

নাম	:	মোঃ মোখলেছুর রহমান
পিতার নাম	:	মৃত জমশেদ আলী তালুকদার
মাতার নাম	:	মৃত আনোয়ারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ চরমোচারিয়া মাঝপাড়া, ডাকঘর ঃ মুকসুদপুর
উপজেলা	:	শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ চরমোচারিয়া মাঝপাড়া, ডাকঘর ঃ মুকসুদপুর উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	০৮.০৮.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	আই, এস, সি; বি, এ
অন্যান্য যোগ্যতা	:	শিক্ষকতা। শিক্ষিত, মার্জিত ও মমত্বের গুণাবলীতে বিভূষিত এবং সমগ্র ইউনিয়নে সমাদৃত
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (৩ ছেলে ও ১ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি বা অবদানের বিবরণ : সমাজ সেবক

১০নং চরপক্ষীমারী ইউনিয়ন পরিষদ

আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন
চেয়ারম্যান, ১০নং চর পক্ষীমারী

নাম	:	আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন
পিতার নাম	:	মরহুম জুব্বার মোলা
মাতার নাম	:	উমিরন নেছা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ জংগলদী, ডাকঘর ঃ মুন্সিরচর, উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	মহলা ঃ মধ্যশেরী, শেরপুর টাউন, শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	১০.০৫.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি
অন্যান্য যোগ্যতা	:	ষষ্ঠ বারের মত নির্বাচিত চেয়ারম্যান ইউনিয়নে অত্যন্ত সম্মানিত

(ক) ১৯৮৪ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ (একাধারে ৬ টার্ম, অদ্যাবধি)।
উলেখ্য যে, ২০০৭ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত। (খ) ১৯৮৫ ও ১৯৯০ সালে উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।
(গ) ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির (এরশাদ) মনোনীত প্রার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।
(ঘ) ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টির জেলা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব গ্রহণ পূর্বক বর্তমানেও দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।
(ঙ) শেরপুর সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসি লিঃ) কার্যকরী কমিটির সভাপতি পদে ২৯.০৩.১৯৮৬ তারিখ থেকে ২৮.০৩.১৯৯০ তারিখ পর্যন্ত ০১.০৭.১৯৯৩ থেকে ২০.১২.১৯৯৪ তারিখ পর্যন্ত এবং ২১.১২.১৯৯৪ থেকে ৩০.০৯.১৯৯৭ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
(চ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যেমন- উমিরন নেছা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, উমিরণ নেছা কওমী মাদ্রাসা, হরিণধরা নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কামারের চর পাবলিক কলেজ, মুন্সিরচর উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
(ছ) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	১৯.০৪.২০০৩

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি বা অবদানের বিবরণ : বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান ও শিক্ষা উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান।

www.pathagar.com

১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ

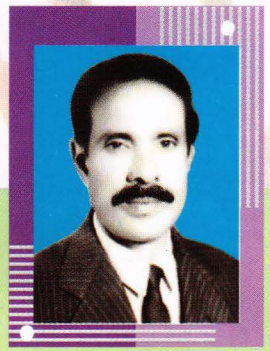

মো: মোখলেছুর রহমান
চেয়ারম্যান, ১১নং বলাইচর

নাম	:	মোঃ মোখলেছুর রহমান
পিতার নাম	:	আলহাজ আফছর আলী
মাতার নাম	:	মৃত হবিরণ নেছা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ চকসাহাব্দী, ডাকঘর ঃ চকসাহাব্দী উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	চকপাঠক, শেরপুর শহর, শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	১০.০৫.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ ছেলে ও ১ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	১৯.০৪.২০০৩
গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি বা অবদানের বিবরণ	:	সভাপতি, বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত
অন্যান্য যোগ্যতা	:	মর্যাদাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে সমগ্র ইউনিয়নে গৃহীত।

১২ নং কামারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

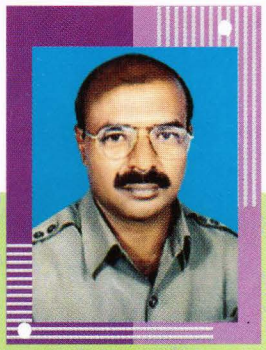

মো: শাহজাহান আলী জোসনা
চেয়ারম্যান, ১২নং কামারিয়া

নাম	:	মোঃ শাহজাহান আলী জোসনা
পিতার নাম	:	মৃত আলহাজ্ব আহম্মেদ আলী
মাতার নাম	:	মৃত মোছাঃ জমিলা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ আন্ধারিয়া সুতিরপাড়, উপজেলা ঃ শেরপুর জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ আন্ধারিয়া সুতিরপাড় উপজেলা ঃ শেরপুর জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	০১.০১.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	নবম শ্রেণী পাস
অন্যান্য যোগ্যতা	:	বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তিতে অত্যন্ত সুনামের অধিকারী
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩

www.pathagar.com

১৩নং রৌহা ইউনিয়ন পরিষদ

মো: সাইফুজ্জামান (সোহেল)
চেয়ারম্যান, ১৩নং রৌহা

নাম	:	মোঃ সাইফুজ্জামান (সোহেল)
পিতার নাম	:	মরহুম লতিফুজ্জামান
মাতার নাম	:	মোছাঃ সফুরা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ রৌহা মধ্যপাড়া, ডাকঘর ঃ রৌহা
উপজেলা	:	শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ রৌহা মধ্যপাড়া, ডাকঘর ঃ রৌহা উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
জন্ম তারিখ	:	১৩.০২.১৯৭৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি
অন্যান্য যোগ্যতা	:	সেবা পরায়ণতার উজ্জল উদাহরণ
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩

১৪নং বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ

মো: মোশারফ হোসেন
চেয়ারম্যান, ১৪নং বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি

নাম	:	মোঃ মোশারফ হোসেন
পিতার নাম	:	আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হক (সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান)
মাতার নাম	:	মাজেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ ঘুঘুরাকান্দি, পোঃ ঘুঘুরাকান্দি উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম ঃ ঘুঘুরাকান্দি, পোঃ ঘুঘুরাকান্দি উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর
অন্যান্য যোগ্যতা	:	একনিষ্ঠ সমাজ সেবক হিসেবে এলাকায় পরিচিত
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত (১ ছেলে ও ১ মেয়ে)
শপথ গ্রহণের তারিখ	:	০৯.০৩.২০০৩

www.pathagar.com

শেরপুর পৌরসভা

পৌরসভার প্রধান কার্যাবলী ঃ

০১। পৌরসভার রাস্তা ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
০২। শহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
০৩। শহরের রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা।
০৪। শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
০৫। পৌরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।

জনবল ঃ

প্রশাসন বিভাগ	৩০ জন
প্রকৌশল বিভাগ	৩১ জন
স্বাস্থ্য বিভাগ	১৩ জন

কঞ্জারভেন্সী শাখা সহ বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারী (সুইপার, ড্রেন লেবার, ট্রাক লেবার, ভ্যান চালক, ঝাড়ুদার) = ১২৩ জন।

পৌরসভার বর্তমান নির্বাচিত জন প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নং
০১	গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া	চেয়ারম্যান	
০২	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	১নং প্যানেল চেয়ারম্যান	০৫
০৩	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (সিরা)	২নং প্যানেল চেয়ারম্যান	০৩
০৪	মিসেস নমিতা রানী পাল	৩নং প্যানেল চেয়ারম্যান	১,২,৩
০৫	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	কমিশনার	০১
০৬	জনাব মোঃ রুকনুজ্জামান তারেক	কমিশনার	০২
০৭	জনাব সৈয়দ ফরহাদুজ্জামান	কমিশনার	০৪
০৮	জনাব একেএম হাফিজুর রহমান	কমিশনার	০৬
০৯	জনাব মোঃ আয়ুব আলী	কমিশনার	০৭
১০	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান	কমিশনার	০৮
১১	জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী	কমিশনার	০৯
১২	মিসেস পারভীন আক্তার (খুশি)	কমিশনার	৪,৫,৬
১৩	মিসেস শিখা বেগম	কমিশনার	৭,৮,৯

www.pathagar.com

শেরপুর পৌরসভার সূচনা লগ্ন থেকে চেয়ারম্যান/প্রশাসকবৃন্দের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	চে/প্র.	কার্যকাল
১	মিঃ টি এ ডোনো	(প্রঃ)	১৮৬৯ এপ্রিল-৭৪
২	শ্রী এন কে বসু	(চেঃ)	১৮৭৫ - ১৮৮০
৩	জনাব মোহাম্মদ আলী	ঐ	১৮৮১ - ১৮৮৬
৪	শ্রী হর চন্দ্র চৌধুরী	ঐ	১৮৮৬ - ১৮৮৮
৫	রায় বাহাদুর আর বি চৌধুরী	ঐ	১৮৮৮ - ১৮৯০
৬	শ্রী কৈলাশ চন্দ্র নাথ	ঐ	১৮৯১ - ১৮৯৩
৭	রায় বাহাদুর আর বি চৌধুরী	ঐ	১৮৯৪ - ১৯০২
৮	রায় বাহাদুর চারু চন্দ্র চৌধুরী	ঐ	১৯০৩ - ১৯০৫
৯	রাহ বাহাদুর হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী	ঐ	১৯০৬ - ১৯০৮
১০	রায় বাহাদুর চারু চন্দ্র চৌধুরী	ঐ	১৯০৯ - ১৯১৪
১১	রাহ বাহাদুর হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী	ঐ	১৯১৫ - ১৯১৭
১২	রাহ বাহাদুর সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী	ঐ	১৯১৮ - ১৯২০
১৩	শ্রী সতীন্দ্র কুমার চৌধুরী	ঐ	১৯২১ - ১৯২৩
১৪	শ্রী মোহিনী মোহন রায়	ঐ	১৯২৪ - ১৯২৬
১৫	শ্রী হেমন্ত চন্দ্র চৌধুরী	ঐ	১৯২৭ - ১৯৩১
১৬	শ্রী সুরেশ চন্দ্র নাগ	ঐ	১৯৩১ - ১৯৩৩
১৭	রাহ বাহাদুর সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী	ঐ	১৯৩৩ - ১৯৩৮
১৮	শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার চৌধুরী	ঐ	১৯৩৮ - ১৯৪৫
১৯	জনাব মোঃ ইয়াছিন	ঐ	১৯৪৫ - ১৯৫০
২০	জনাব মোঃ আফতাব উদ্দিন আহমেদ	ঐ	১৯৫০ - ১৯৫২
২১	জনাব রহমত উল্লাহ মিয়া	ঐ	১৯৫২ - ১৯৫৮
২২	জনাব মীর ফয়জুর রহমান	ঐ	১৯৫৮ - ১৯৬০
২৩	জনাব আঃ হালিম চৌধুরী	প্রঃ	০২.০৬.১৯৬০ - ৩১.১২.১৯৬০
২৪	শ্রী জে এল দাস	ঐ	০১.০১.১৯৬০ - ০১.১০.১৯৬২
২৫	জনাব আঃ মজিদ	ঐ	০২.১০.১৯৬২ - ১২.০৮.১৯৬৪
২৬	জনাব মোহাম্মদ আলী	ঐ	১৩.০৮.১৯৬৪ - ১৮.১২.১৯৬৬

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	নাম	চে/প্র.	কার্যকাল
২৭	জনাব মনোয়ারুল ইসলাম	ঐ	১৯.১২.১৯৬৬ - ১৮.০১.১৯৬৯
২৮	জনাব আবু জাফর মোঃ হোসেন খাঁন	ঐ	১৯.০১.১৯৬৯ - ০৮.০১.১৯৭১
২৯	জনাব সাফায়াত আলী	ঐ	০৮.০১.১৯৭১ - ১৬.০৭.১৯৭১
৩০	জনাব আঃ শহীদ চৌধুরী	ঐ	১৬.০৭.১৯৭১ - ২৩.০৩.১৯৭২
৩১	জনাব সাফায়াত আলী	ঐ	২৩.০৩.১৯৭২ - ২৭.০৩.১৯৭২
৩২	জনাব আঃ রশিদ	ঐ	২৭.০৩.১৯৭২ - ১৭.০৪.১৯৭৩
৩৩	জনাব শাহ মোঃ নাজমূল আলম	ঐ	১৭.০৪.১৯৭৩ - ১২.০৩.১৯৭৪
৩৪	জনাব খন্দকার মজিবর রহমান	চেঃ	১২.০৩.১৯৭৪ - ২৩.০৯.১৯৭৭
৩৫	জনাব মোঃ আব্দুছ সামাদ	ঐ	২৩.০৯.১৯৭৭ - ০৪.১০.১৯৮২
৩৬	জনাব শাহ্ আলম	প্রঃ	০৪.১০.১৯৮২ - ১৮.১২.১৯৮২
৩৭	জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়া	ঐ	১৯.১২.১৯৮২ - ০৯.০৪.১৯৮৩
৩৮	জনাব মোঃ রশিদ	ঐ	১০.০৪.১৯৮৩ - ২৫.০৩.১৯৮৪
৩৯	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান মোহন	চেঃ	২৫.০৩.১৯৮৪ - ৩০.০৯.১৯৮৮
৪০	জনাব সৈয়দ নুরুল ইসলাম	প্রঃ	০১.১০.১৯৮৮ - ১৯.০২.১৯৮৯
৪১	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান মোহন	চেঃ	২০.০২.১৯৮৯ - ৩১.১২.১৯৯২
৪২	জনাব হাছানুজ্জামান চৌধুরী	প্রঃ	০১.০১.১৯৯২ - ১৯.১০.১৯৯২
৪৩	জনাব আফতাব উদ্দিন আহমেদ	ঐ	১৯.১০.১৯৯২ - ২০.০৩.১৯৯৩
৪৪	জনাব আব্দুর রাজ্জাক আশীষ	চেঃ	২০.০৩.১৯৯৩ - ১৫.০৩.১৯৯৯
৪৫	জনাব এডভোকেট আব্দুছ ছামাদ	ঐ	১৫.০৩.১৯৯৯ -
৪৬	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	ভারঃ চেঃ	১৮.০৯.২০০০ - ২৩.১০.২০০১
৪৭	জনাব আব্দুল মান্নান	ঐ	০৪.১১.২০০১ - ৩০.০৫.২০০৪
৪৮	জনাব গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া	চেঃ	৩১.০৫.২০০৪ -

www.pathagar.com

জেলা পরিষদ, শেরপুর

জেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। বর্তমান জেলা পরিষদ নামের প্রতিষ্ঠানটি ইতোপূর্বে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড নামে পরিচিত ছিল। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পরবর্তীতে জেলা পরিষদ নামে পরিচিতি লাভ করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৭ সালে। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত তদানীন্তন জামালপুর মহকুমা বিগত ১৯৭৯ সালে পূর্নাঙ্গ জেলায় পরিণত হলে বর্তমান শেরপুর জেলা জামালপুর জেলার অন্তর্গত মহকুমা হিসাবে থেকে যায়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেরপুর জেলা গঠিত হলে ১২ অক্টোবর, ১৯৮৮ তারিখে শেরপুর জেলা পরিষদ স্থাপিত হয়। নবসৃষ্ট জেলা পরিষদের নিজস্ব অফিস ভবন না থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে শেরপুর জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়ের একটি অংশে অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম শুরু করা হয়। নিজস্ব ভবন নির্মিত হলে ১৯৯১ সালের ১৭ মে বর্তমান ভবনে জেলা পরিষদের অফিস স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে এই জেলা পরিষদ নিজস্ব আয় ও সরকারি অনুদানের অর্থ দ্বারা জেলার অন্তর্গত শেরপুর সদর, নকলা, নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী এই ৫টি উপজেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসাছে। নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে শেরপুর জেলা পরিষদের ৬টি ডাকবাংলো, ২ টি আন্তঃজেলা ফেরীঘাটসহ মোট ১৬ টি ফেরীঘাট, ৬টি পুকুর এবং ৪৬২.১৪ একর (সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী) স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে।

জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৫৩ টি কালভার্ট, ২১ টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ/মেরামত, ১৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও মেরামত, ৬টি যাত্রী ছাউনী, ১২০ টি মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন এবং গজনী অবকাশ কেন্দ্রে ৯টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে ১০.৭৫ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা এবং ২০.১৬ কিঃ মিঃ আধাপাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে ২টি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উচ্ছেদকৃত ৩টি মার্কেট নির্মাণ এর প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলে প্রতিবছর বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০০২ সাল থেকে শেরপুর জেলা পরিষদ জেলার গবীব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধাবৃত্তি ও মেধাপদক প্রদান করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

৪. জেলা পর্যায়ের কয়েকটি অফিসের কার্যক্রম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শেরপুর জেলা কার্যালয় ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন শেরপুর জেলা কার্যালয়কর্তৃক শেরপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ঃ

১। অনুষ্ঠান ঃ

১.১ জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ঃ শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর, আশুরা, হজ্জ ও ওমরা, বাংলা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, মে দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসগুলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্‌যাপন করা হয়।

১.২ পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ঃ (ক) সেমিনার/আলোচনা সভা -মহানবী (সাঃ) এর জীবন চরিতের উপর আলোচনা করা হয়। (খ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (কেরাত,কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা ও ইসলামী গান)।

১.৩ তাফসীরুল কুরআন মাহফিল (রমজান মাসে)-১০ টি, কুরআন শরীফ থেকে সূরা ভিত্তিক আলোচনা করা হয়।

১.৪ দেয়াল পত্রিকা - ২টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ইসলামী বিষয়ের উপর লেখা সংগ্রহ করে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

১.৫ যুব ও মহিলা অনুষ্ঠান ঃ ২টি, ইসলামে যুবক ও মহিলাদের কি অবদান রাখা উচিৎ তার উপর আলোচনা করা হয়।

১.৬ জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা ১টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেরাত, আযান, কবিতা, রচনা, উপস্থিত বক্তৃতা ও ইসলামী গান বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়।

২। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (মউশিক) ঃ

প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র-৪৮ টি। প্রতি কেন্দ্রে ৪-৫ বছর বয়সের ৩০ জন করে মোট ১৪৪০ জন শিক্ষার্থীকে বাংলা, আরবী, গণিত ইংরেজী বিষয়ের উপর (১) সরকারী স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়।

২.২ বয়স্ক কেন্দ্র - ৫টি (তন্মধ্যে জেলখানায় ১টি)। প্রতিকেন্দ্রে ১৫-৪৫ বছর বয়সের ২৫ জন করো মোট ১২৫ জন শিক্ষার্থীকে বাংলা, আরবী ও গণিত বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বই, পত্রিকা পড়ার উপযোগী করা হয়। সাথে সাথে মাসআলা ও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়।

২.৩ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র - ৩৪ টি। প্রতি কেন্দ্রে ৬-১০ বছর বয়সের ৩৫ জন করে মোট ১১৯০ জন শিক্ষার্থীকে শুদ্ধ করে কুরআন পড়ার উপযোগী করে তোলা হয়। তাছাড়া তাদেরকে নামায ও অন্যান্য দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

২.৪ সকল কেন্দ্রে ও শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই, খাতা, চক, শ্লেট, কলম, ডাস্টার, চক, ব্ল্যাকবোর্ড, সাইনবোর্ড ইত্যাদি সরবারাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতি কেন্দ্রে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২.৫ (ক) মডেল রিসোর্স সেন্টার-১টি, (খ) সাধারণ রিসোর্স সেন্টার - ৩টি (তন্মধ্যে জেলখানায়-১টি)। প্রতিটি রিসোর্স সেন্টারে একজন করে লাইব্রেরীয়ান/কেয়ারটেকার রয়েছে। রিসোর্স সেন্টারে ধর্মীয় বই-পুস্তকের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বই-পুস্তকও রয়েছে।

২.৬ কেন্দ্রগুলো জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, ফিল্ড অফিসার, ফিল্ড সুপারভাইজার মাস্টার ট্রেইনার, ও কেয়ারটেকারগণ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। কেন্দ্রগুলো সার্বিক দেখাশুনার জন্য প্রতি কেন্দ্রে একটি মনিটরিং কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মনিটরিং কমিটি রয়েছে।

৩. মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প ঃ

৩.১ উপজেলা মডেল মসজিদ পঠাগার - ১টি

৩.২ মসজিদ পাঠাগার - ৯৮ টি।

পাঠাগারগুলোতে বিনামূল্যে কোরআন, হাদীস, মণীষীদের জীবনী ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বই-পুস্তক প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া পাঠাগারগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পরিদর্শন করেন। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে তিন মাস পরপর পাঠাগার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪। যাকাত ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতি বছর যাকাত সংগ্রহ করে গরীবদের মধ্যে টাকা বা তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য রিক্সা, ভ্যান, ছাগল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

৫। মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ইমামদের পরিবার কল্যাণ, সন্ত্রাস দমন, যৌতুক, নারী নির্যাতন, নারী ও শিশুপাচার রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৬। শেরপুর উপজেলার প্রায় ১০০ (একশত) জন ইমামকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের দ্বীনি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ সরকারী বিভিন্ন প্রোগ্রাম জুম্মার খুৎবার মাধ্যমে প্রচারের কাজসহ সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন।

www.pathagar.com

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, শেরপুর ঃ

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সিডো (CEDAW) সনদ বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন (PFA) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সনদ ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

অধিদপ্তরের লক্ষ্য ঃ সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান উন্নয়নের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করণ।

দেশের জেলা সদর উপজেলা গুলোতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর উপজেলা অফিস না থাকায় জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমেই সদর উপজেলার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এ অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহ ঃ

০১। **ক্ষুদ্র ঋণ ঃ** দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের দারিদ্র বিমোচন, পূনর্বাসন ও কল্যাণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী চালু আছে।

০২। **খাদ্য নিরাপত্তা (ভিজিডি) ঃ** পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের জন্য ভিজিডি বৃহত্তম কর্মসূচী। এ কর্মসূচীর আওতায় দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী নারীদের খাদ্যাভাব লাঘবে খাদ্য সহায়তাসহ উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।

০৩। **স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন ঃ** নারী উন্নয়ন কর্মসূচী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিকরণ ও তদারকী করে থাকে। প্রতি বছর নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নীতিমালার আলোকে অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

০৪। **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ঃ** পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিটি ওয়ার্ডের বসবাসকারী দারিদ্রক্লিষ্ট নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সার্বিক দুদর্শা লাঘবে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে মাসিক ২০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান কর্মসূচী চালু আছে।

০৫। **মাতৃত্বকালীন ভাতা ঃ** দুঃস্থ গর্ভবতী মহিলাদের ২ বছরের জন্য মাসিক ৩০০/- টাকা হারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে ।

www.pathagar.com

০৬। **নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কমিটি ঃ** নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি রয়েছে ।

এছাড়া ও অধিদপ্তরের সেলাই মেশিন বিতরণ, দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল, নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি কল্যাণ মূলক কার্যক্রম আছে।

এক নজরে শেরপুর উপজেলায় মহিলা বিষয়ক দপ্তরের কার্যক্রম ঃ

০১। নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি	ঃ ১৩৪ টি।
০২। সমিতি সমূহে বিতরণকৃত অনুদান	ঃ ১৫,৫০,৫০০/-
০৩। বিতরণকৃত বিশেষ অনুদান	ঃ ৩,৫০,০০০/-
০৪। দুঃস্থ মহিলাদের আর্থিক সাহায্য	ঃ ৮০,০০০/-
০৫। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান	ঃ ২৩৯২ জনকে
০৬। মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণ	ঃ ২১০ জন।
০৭। ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	ঃ ২২৭ জন মহিলার মধ্যে ১৪,২৮,৫০০/-
০৮। ভিজিডি কার্যক্রম	ঃ ১০,৯৩০ জন।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক নারীদিবস, বেগম রোকেয়া দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়।

জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার, শেরপুর ঃ

১৯২৬ সালে বেসরকারী ভাবে শেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে মাধবপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এ গ্রন্থাগারটি। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থাগারটিকে সরকারের জেলা পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে (১৯৮৭-৯১ মেয়াদ কালে) সরকারী করণের উদ্যোগ নেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ১৯৯১ সালে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়।

গ্রন্থাগার ভবনটি ০.৩৩ একর জমির উপর নির্মানাধীন (প্রায় সমাপ্ত) আছে। একটি অডিটরিয়াম, ১টি পাঠকক্ষ, লাইব্রেরীয়ানের অফিস কক্ষসহ নীচতলায় ৫১০০ বর্গফুট আয়তন। ভবিষ্যতে দোতলা ও তিন তলায় ভবন সম্প্রসারিত হবে।

» গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকের সংখ্যা ১৭,৮৪০ টি
» সংগৃহীত পত্রিকা ও সাময়িকী যথাক্রম ১১ ও ১৩ টি ।
» রেফারেন্স সেবা প্রদানের জন্য দৈনিক যুগান্তর ও সাপ্তাহিক ২০০০ পুস্তকাকারে সংরক্ষণ করা হয়।
» গ্রন্থাগারে ১ জন কর্মকর্তা ও ৩ জন কর্মচারী আছেন।
» দৈনিক গড় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ জন (প্রায়)।

www.pathagar.com

বন বিভাগ, শেরপুর ঃ

১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে শেরপুরে সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। এ কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে-

* দেশের বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধি করা।
  বিদ্যমান বনজ সম্পদের অবক্ষয় রোধ করা।
  বনজ সম্পদ রক্ষা করা।

- স্থানীয় জন সাধারণের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতার মাধ্যমে বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে টেকসই করা।
- বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দেশের সামাগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাগান কর্তন করে উপকারভোগীদের শেয়ার বিতরণ ও উক্ত স্থানে পুনঃ বনায়ন করা।

বন বিভাগের সেবাসমূহ ঃ

বনবিভাগের নার্সারী থেকে জনগণ স্বল্পমূল্যে বনজ, ফলজ ও ঔষধি প্রজাতির চারা ক্রয় করতে পারে।

দরিদ্র ও বেকার জনসাধারণ সামাজিক বনায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে নার্সারী গড়ে তোলার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে নার্সারী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত বনাঞ্চলের ৫৫ % লভ্যাংশের আর্থিক সুবিধা জনগণ পেয়ে থাকে এবং ২য় আবর্তের বাগান সৃজনের জন্য প্রশিক্ষণসহ বাগান পাতলাকরণ ও ডাল পালা ছাটাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্বালানী কাঠ বিনামূল্যে অংশীদারগণ পেয়ে থাকেন ।

বিভিন্ন প্রজাতির চারা উৎপাদনের কৌশল , রোগবালাই প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বনবিভাগ স্থানীয় স্কুল, কলেজ মাদ্‌রাসা, গোরস্থান, মসজিদসহ অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী চালু আছে।

www.pathagar.com

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, শেরপুর ঃ

শেরপুর শহরে জেলা পরিষদ ভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্কেল অফিস অবস্থিত। সার্কেলের দায়িত্বে ১ জন পরিদর্শক এবং তার অধীনস্থ ১ জন উপ-পরিদর্শক, ১ জন এএসআই ও ৩ জন সিপাই আছেন। জেলার ৫ টি উপজেলাই এই সার্কেলের অধিক্ষেত্র।

কার্যাবলী ঃ

- মাদক অপরাধ দমনের জন্য গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা ।
- মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।
- অবৈধ মাদক দ্রব্য আটক ও অপরাধীদের গ্রেফতার।
- মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও মামলা তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্যদান ও বিচার কাজে সহযোগিতা করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- মাদক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের জন্য লাইসেন্স পারমিট ও তত্ত্বাবধান করা। মানুষের মধ্যে মাদকের চাহিদা হ্রাস কল্পে মাদ্রকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারাভিয়ান পরিচালনা করা।

উপ-কর কমিশনার-এর কার্যালয়, শেরপুর সার্কেল ঃ

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আয়কর আইন কম বেশি জটিল। এ বিষয়ে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশের জনগণ আয়কর আইনের বিষয়টি আরও বেশি জটিল বলে ভাবেন। ভাবনাটিকে সহজীকরণের জন্য নিচে আয়কর সম্পর্কিত কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হলো ঃ

আয়কর রিটার্ন কারা দাখিল করবেন ঃ

যাদের আয় বছরে দেড় লক্ষ টাকার অধিক এবং আয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন যারা **নিম্নোক্ত তালিকার মধ্যে পড়েন।**

১। বিভাগীয় কর জেলা সদরে, পৌরসভা, সিটি করপোরেশনের আওতায় বাস করেন এমন কারো যদি-

(ক) এক তলার অধিক বাড়ি থাকে এবং প্রতি তলার আয়তন ১৬০০ বর্গ ফুটের চেয়ে বেশি হয় (খ) একটি মোটর গাড়ী থাকে (গ) একটি টেলিফোন থাকে (ঘ) মূল্য সংযোজন কর (মুসক) আইনে রেজিস্ট্রিকৃত একটি ক্লাবের সদস্য পদ থাকে।

www.pathagar.com

২। ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যাংক একাউন্ট আছে এমন ব্যবসায়ী।
৩। ডাক্তার, দন্ত চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট বা এ ধরনের কোন পেশাজীবী শ্রেণীর সদস্য।
৪। চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্য।
৫। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভার, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদের কোন পদে অংশ গ্রহণকারী।
৬। সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ডাকা টেন্ডারে অংশ গ্রহণকারী।
৭। যার টি আই এন আছে।
৮। চলতি বছরের আগের তিন বছরে কখনো যার আয়কর যোগ্য আয় ছিল।
৯। যিনি করদাতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।

আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সময় ঃ

ব্যক্তি শ্রেণীর কর দাতা ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করবেন। তবে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ পূর্বক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপকর কমিশনারের মঞ্জুরীকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে পারবেন।

আয়কর রিটার্ণ দাখিল পূরণে খেয়াল রাখা জরুরী ঃ

১। পূর্ববর্তী কর বর্ষ ও চলতি কর বর্ষে প্রদর্শিত পারিবারিক খরচ যাতে প্রদর্শিত আয়ের অধিক না হয়।
২। প্রদর্শিত আয় ও সম্পদ, বিনিয়োগ ও দায়ের অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে।
৩। রিটার্ণ ফর্মের সকল ঘর সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে এবং তা দাখিলের পূর্বে উহার ১টা বর্ণনা বা কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

আয়কর রিটার্ণ দাখিল না করলে ঃ

সময়মত রিটার্ণ দাখিল না করলে এককালীন ১০০০ টাকা এবং সময় শেষ হওয়ার পর পরবর্তী প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা করার বিধান আছে।

আয়কর কেন দিবেন ঃ

করদাতা প্রদত্ত আয়কর সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করে। রাজস্ব বাড়লে সরকার উন্নয়ন ও অবকাঠামো ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে। আর অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। ফলশ্রুতিতে জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়বে, যার একটা অংশ জনগণ পরম সুখে ভোগ করবে এবং বাকী অংশ সঞ্চয় করতে পারবে, যা দেশের আগামী প্রজন্মকে শান্তি ও স্বস্তির নিশ্চয়তা দিবে।

www.pathagar.com

জেলা তথ্য অফিস, শেরপুর ঃ

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ঃ

বৃটিশ ভারতে ১৯২৪ সালে জনগণকে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে পাবলিক হেল্‌থ ডিভিশনের অধীনে ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক রিলেশনস অফিস সৃষ্টি হয়। তৎকালীন তথ্য বিভাগের আওতায় পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট নামে কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফিল্ড পাবলিসিটি এবং নিউজ ও ফিল্ড শাখা নিয়ে পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেট গঠিত হয়। এরপর আরো বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

এক সময়ে এ দেশের গ্রামে-গঞ্জে বায়োস্কোপ একটি খুবই জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে পরিচালিত ছিল। এ অধিদপ্তরই সে সময় এ বায়োস্কোপ প্রদর্শনের আয়োজন করতো এবং এর মাধ্যমে জনগণকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও স্যানিটেশন বিষয়ে তথ্য প্রদান করতো। বর্তমানে এ কার্যক্রমের সাথে যোগ হয়েছে নাটক, কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রেস মিটিং, শিশুমেলা, উঠান বৈঠক, পথ প্রচার, পুস্তিকা বিতরণ সহ সরকারের নানা মুখী কাজ।

প্রচারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

জেলা তথ্য অফিস অর্পিত দায়িত্বের আলোকে সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানের কর্মসূচী পালন করে।

সেবা প্রদানের বিষয়গুলো হলো ঃ

* নারী শিক্ষা
* শিশু ও নারী অধিকার
* জন্ম নিয়ন্ত্রণ
* নারী পুরুষের বৈষম্য হ্রাস
* নিরাপদ মাতৃত্ব
* যৌতুক প্রতিরোধ
* টিকাদান কর্মসূচী
* মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ
* বৃক্ষ রোপণ
* হাঁস-মুরগী এবং গবাদী পশু পালন
* আত্মকর্মসংস্থান
* নির্বাচনী প্রচার
* বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
* প্রজনন স্বাস্থ্য
* জন্ম নিবন্ধন
* নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ
* বাল্য বিবাহ রোধ
* নারী ও শিশু পাচার রোধ
* এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ
* স্যানিটেশন
* বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ
* কুটির শিল্প
* যুব উন্নয়ন
* সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড।

www.pathagar.com

সেবা প্রদানের পদ্ধতি এবং কৌশল ঃ

* ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং উদ্বুদ্ধকরণ লোক-সংগীতানুষ্ঠান ।
* সেমিনার/মহিলা সমাবেশ/আলোচনা সভার আয়োজন ।
* কমিউনিটি সভা এবং উঠান বৈঠকের আয়োজন ।
* কিশোর মেলা, শিশু মেলা ও নারী উন্নয়ন মেলার আয়োজন ।
* কথামালা প্রচার ও খণ্ড সমাবেশ ।
* পি এ ই কভারেজ প্রদান ও ভাষণ যন্ত্র স্থাপন ।
* সিনেমা হল পরিদর্শন ও অশ্লীল ছবি প্রদর্শন বন্ধে কার্যক্রম গ্রহণ ।
* মাসিক জনমত, প্রতিবেদন তৈরি ।
* পোস্টার, লিফলেট ও প্রচার পুস্তিকা বিতরণ ।
* প্রশিক্ষণ ও মত বিনিময় সভার আয়োজন ।
* সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও প্রকাশ ।
* স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রেস ও সাংবাদিকদের সাথে প্রচার কাজের সমন্বয় ।

সরকারী রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে (ইউএনএফপিএ ও ইউনিসেফ এর অর্থায়নে) অধিদপ্তরের প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে ।

প্রকল্প দু'টি হলো ঃ

১। এডভোকেসী অন রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ এন্ড জেন্ডার ইস্যু থ্রো ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাস কমিউনিকেশন' এর মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারী পুরুষের সম অধিকার, নিরাপদ মাতৃত্ব এবং এইচ আইভি/এইডস প্রতিরোধ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা হয় ।

২। ইউনিসেফ -এর সহায়তায় শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) এর মাধ্যমে জতিসংঘ প্রণীত শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ সনদ এবং এমডিজি (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) ও পি আর এস (পোভার্টি রিডাকশান স্ট্র্যাটেজি) এর আলোকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয় ।

www.pathagar.com

জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-এর কার্যালয় ঃ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, শেরপুর ঃ

১৯৯৩ সালে শেরপুরে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এর যাত্রা শুরু হয়। শিশুদের উন্নয়ন কল্পে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

* শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস উদ্‌যাপন।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, পরিত্র শবে-বরাত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, কবি সাহিত্যিকদের এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন, মেয়ে শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম, কন্যা শিশু দিবস। এছাড়াও অন্যান্য যেসব কার্যক্রম আছে তা হলো ঃ

১। জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা।
২। শিশুদের মৌসুমী প্রতিযোগিতা।
৩। লাইব্রেরী ভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
৪। পুস্তক প্রদর্শনী।
৫। শিশুর বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।
৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচী।
৭। শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ।
৮। শিশু শিক্ষা সফর।
৯। শিশু আনন্দ মেলা।
১০। রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী।
১১। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
১২। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস।
১৩। জাদুঘর উন্নয়ন ও জাদুঘর ভিত্তিক কার্যক্রম।
১৪। ধর্মীয় মূল্যবোধ বিষয়ক কার্যক্রম।

*** দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।**

১। শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প।
২। সেভ দ্যা চিলড্রেন (অস্ট্রেলিয়া)-এর সহায়তায় NCTF প্রকল্প।

জেলা কার্যালয়ে শিশুদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে ঃ

* সংগীত * নৃত্য * চিত্রাংকন * আবৃত্তি * অভিনয় * তবলা।

www.pathagar.com

সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন)-এর কার্যালয় (বিএডিসি),শেরপুর ঃ

উপ-পরিচালকের কার্যালয় (বীজ বিপনন), জামালপুর আঞ্চলিক গুদাম থেকে শেরপুরের চাহিদা অনুযায়ী মৌসুম ওয়ারী বিভিন্ন কৃষি বীজ যেমন- ধান, গম, পাট, সরিষা, বিভিন্ন ডালজাতীয় ও শাকসবজীর বীজ সংগ্রহ পুর্বক কৃষকদের মধ্যে সরাসরি নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হয় ।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, শেরপুর ঃ

শেরপুরে ফায়ার সার্ভিসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৬ সালে ।

ফায়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্য ঃ

১) জাতীয় সম্পদ ও জনগণের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা ।
২) আহতের সাংখ্যা কমিয়ে আনা ।
৩) মৃতের সংখ্যা কমিয়ে আনা ।

ফায়ার সার্ভিসের প্রধান কাজ ঃ

১ । অগ্নি নির্বাপন ।
২ । দুর্ঘটনা স্থানে চাপা পড়া/আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করা ।
৩ । প্রাথমিক শুশ্রুষা ও আহতকে হাসপাতালে স্থানান্তরকরণ ।

ফায়ার সার্ভিসের মূলমন্ত্র হচ্ছে ঃ

"গতি, সেবা, ত্যাগ"

শেরপুরে বিগত দু'বছরে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঃ

সন	অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ	উদ্ধার
২০০৬	৭৩ টি	৪৪,২৪,৬০০/-	৪,১৪,২০০
২০০৭	৫৪ টি	৮৬,৮৪,৫০০/-	২,৯৮,২৫,৫০০

জনবল কাঠামো ঃ স্টেশন অফিসার ১ জন, সাব অফিসার ১ জন, লিডার ২ জন, ড্রাইভার ৪ জন, ফায়ারম্যান ১৬ জন, অন্যান্য ৩ জন । সর্বমোট ২৭ জন ।

যন্ত্রপাতি ঃ পানি বাহি গাড়ী ১ টি, টিভিনিশান ১ টি, এম্বুলেন্স ১ টি, পাম্প ২ টি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি । ফোন ঃ ৬১২২২ ।

www.pathagar.com

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শেরপুর ঃ

উপজেলা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। শেরপুর উপজেলার ভাতশালায় অবস্থিত এর সদর দপ্তর। এখানে একটি অত্যাধুনিক রেস্ট হাউজ আছে। দু'টি অভিযোগ কেন্দ্র আছে একটি সদর দপ্তরে ও অপরটি কুসুমহাটিতে অবস্থিত। বিদ্যুৎ লাইন বিস্তৃত আছে ৬০৫ কিঃ মিঃ। গ্রাহক সংখ্যা ২,০৯৬ জন। সেচ সহ ১৪,৩৮৪ টি, আবাসিক ১০,৮৮৯ টি, বাণিজ্যিক ৮৭১ টি, জিপি ৩০৫ টি, সিআই ২১৩ টি, অন্যান্য ১০ টি। পরিবার ৭৯,৪৬২ টি। বিদ্যুতায়িত পরিবার ১৪,১৮২ টি। বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তির শতকরা হার ১৭.৮৪% । শেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মোট জনবল ১৫৪ জন।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ঃ

শেরপুর প্রধান ডাকঘর, শেরপুর-২১০০

১। (ক) জেলা সদর ডাকঘর ০১ টি
(খ) পোস্ট অফিস পরিদর্শক, শেরপুর উপ-বিভাগের কার্যালয় ০১ টি
গ) নৈশ সাব পোস্ট অফিস ০১ টি
ঘ) শাখা ডাকঘর ৩০ টি

২। ১৯৮৪ সাল থেকে জেলা প্রধান ডাকঘর হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। এর পূর্বে থানা/উপজেলা ডাকঘর হিসাবে কাজ করেছে।

৩। ডাকবিভাগের সার্ভিসসমূহ ঃ

ক) মূল সার্ভিস ঃ

* সাধারণ চিঠিপত্র, * রেজিস্টার্ড চিঠিপত্র, * জি,ই,পি * ই,এম,এস * মনি অর্ডার * পার্সেল সার্ভিস * ডাক টিকেট বিক্রয় * ডাক দ্রব্য গ্রহণ, প্রেরণ ও বিলি ।

খ) এজেন্সি সার্ভিস ঃ

* ডাক জীবন বীমা
* সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও ভাংগানো।
* প্রাইজবন্ড ও পোস্টাল অর্ডার বিক্রয় ও ভাংগানো।
* মোটর গাড়ীর ট্যাক্স টোকেন ইস্যু করা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি গ্রহণ ও নবায়ন।
* বিড়ির ব্যান্ডরোল মুদ্রণ ও বিক্রয় ।
* টেলিফোন বিল গ্রহণ ও প্রি-পেইড কার্ড বিক্রয়।
* সরকারের সকল প্রকার নন-পোস্টাল টিকেট মুদ্রণ ও বিতরণ।
* সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে অন্য যে কোন সেবা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, শেরপুর ঃ

লক্ষ্য ঃ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডকে গতিশীল প্রতিষ্ঠানে রূপদান এবং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ডকে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরে নেতৃত্বের আসনে বহাল রাখা।

উদ্দেশ্য ঃ গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, টেলিফোনের চাহিদা পূরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক পরিবর্তন, আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

টিএন্ডটি-এর সার্ভিসসমূহ ঃ

ফিক্সড টেলিফোন (লোকাল, এনডব্লিউডি, আইএসডি, ইকোনমি-আইএসডি) সার্ভিস, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রি-পেইড কলিং কার্ড সার্ভিস-বর্তমানে ২০০ ও ৫০০ টাকা মূল্যমানের স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে সারাদেশের যে কোন বিটিটিবি ফিক্সড ফোন থেকে আইএসডি, ই-আইএসডি, এনডব্লিউডি কল ও ফ্যাক্স করা যায় এবং যে কোন মোবাইল ফোনেও কল করা যায়। সকল কলের জন্য বিটিটিবি'র প্রচলিত কলরেট প্রযোজ্য। ঢাকা ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক এর শাখা ও বেসিক ব্যাংক এর বিল বুথ এবং ডাকঘর সমূহে এই কলিং কার্ড পাওয়া যাচ্ছে। টেলি ফ্রি বা ফ্রি ফোন সার্ভিস এই সার্ভিসের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী সংস্থা, কর্পোরেট গ্রাহক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকবৃন্দকে পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে টেলি-ফ্রি কল করার সুবিধা প্রদান করতে পারবে। ইন্টার-অপারেটর কানেকটিভিটি, ইন্টারনেট সার্ভিসের মাধ্যমে ডুপ্লিকেট বিল ডাউনলোড করণ এবং উক্ত ডুপ্লিকেট বিল সরাসরি ব্যাংকে প্রদান করা যায়। বিটিটিবি'র ওয়েব সাইটের মাধ্যমে যে কোন মাসের বিলের পরিমাণ জানা এবং পরিশোধের বিষয়ে অবগত হওয়া যায়।

নতুন টেলিফোন সংযোগের জন্য গ্রাহকগণের করণীয় ঃ

নতুন সংযোগ গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত কাগজ পত্র সহ সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জের বিভাগীয় প্রকৌশলী বরাবরে আবেদন করতে হবে।

১। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়/বিটিটিবির ওয়ের সাইট থেকে ৩ কপি আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করে যথাযথ ভাবে পূরণ করতে হবে।

২। ০২ কপি বিটি আর সি ২০০৬ আবেদন ফর্ম ।

৩। গ্রাহক পরিচিতির জন্য পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, বন্দুকের লাইসেন্স, সরকারী চাকুরীজীবীদের পরিচয়পত্র ইত্যাদির যে কোন একটির সত্যায়িত ফটোকপি।

৪। যে সকল গ্রাহকের উপরোক্ত ফটো আইডেন্টিটির কাগজপত্র থাকবে না তাদেরকে ২ কপি বিটিআরসি ২০০৬-এ আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

৫। প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ৬ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

৬। ১০০ টাকা মূল্যমানের পোস্টাল অর্ডার।

নতুন সংযোগ সংক্রান্ত সকল করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, শেরপুর ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, শেরপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী শেরপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ঃ

বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা - ১২,৯৬৩ তন্মধ্যে আবাসিক - ৯৪১৯, সেচ - ৩৮৩, ক্ষুদ্রশিল্প - ৫৭৫, অনাবাসিক - ১৯২, বাণিজ্যিক - ২২৬৩ । উচ্চচাপ- ২২, পল্লী বিদ্যুৎ - ১ টি । রাস্তার বাতি - ২৮ টি স্পট থেকে সরবরাহ করা হয়।

বিদ্যুৎ লাইন - ৩৩ কেভি লাইন (২০ কিঃ মিঃ + ২৫ কিঃ মিঃ + ৪৫ কিঃ মিঃ)।

১১ কেভি ও ১১/০৪ কেভি ৬৫ কিঃ মিঃ।

০.৪ কেভি ৫৫ কিঃ মিঃ মোট লাইন ১৪০ কিঃ মিঃ।

ট্রান্সফরমার ১৩২ টি, অভিযোগ কেন্দ্র ১ টি।

৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশন ১ টি।

শেরপুর উপজেলায় লোড বিদ্যুৎ চাহিদা (সর্বোচ্চ) ৯ মেগাওয়াট পাওয়া যায় ৫ মেগাওয়াট।

সিস্টেম লস ১১.৫% (পল্লী বিদ্যুৎসহ)

সিস্টেম লস ১৮.৮৮% (পল্লী বিদ্যুৎ ছাড়া)

রাজস্ব আদায় ঃ বিলিং ৯,৭২,৫২,৯০৬ /-

জুলাই-ডিসেম্বর/০৭ আদায় ৯,৫২,৫০০৭

জামালপুর টু শেরপুর ৩৩ কেভি লাইনের লসের জন্য শেরপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের সিস্টেম লস ৫% বৃদ্ধি হয়।

সমস্যা ঃ

প্রস্তাবনা ঃ শেরপুরের চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ প্রায় ৫০% শুধু একটি ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন শেরপুরে স্থাপন করা হলে অত্র এলকার জনগণ দুর্বিষহ লোড-শেডিং এর অভিশাপ থেকে ৮০% মুক্ত হতে পারে এবং শেরপুরে প্রতি মাসের লাইন লসের যে ঘাটতি তাও পূরণ করা সম্ভব।

www.pathagar.com

৫. শেরপুর উপজেলার রীতিসিদ্ধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ/কার্যক্রম

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী। তাঁর কার্যালয়টি উপজেলা পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক যে সকল প্রধান প্রধান কার্য সম্পাদিত হয় তার বিররণ নিম্নরূপ ঃ

ক) জিও এবং এনজিও সহ সকল দপ্তরের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও তদারকিকরণ।

খ) স্থানীয় সরকার ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সহ সকল বিভাগের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নকরণ।

গ) তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ তদারকি ও তত্ত্বাবধানকরণ।

ঘ) উপজেলা পর্যায়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকরণ।

ঙ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল প্রকার নির্বাচন ও পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনাকরণ।

চ) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে এবং উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে সকল সরকারী/বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।

ছ) উপজেলা রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান হিসেবে সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান ও ব্যবস্থাপনা ও তদারকি করণ। সেই সাথে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়সহ জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার হিসেবে অন্যান্য সরকারী পাওনা/রাজস্ব আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

জ) সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও দুর্যোগোত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালনাকরণ।

ঝ) একজন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে উপজেলার সার্বিক আইন শৃংখলা রক্ষার বিষয়ে দায়িত্বের পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জন-শৃংখলার উন্নতি সাধন করা।

ঞ) উপজেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সরকারকে জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবহিতকরণ।

www.pathagar.com

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়ের জনবল কাঠামো ঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	লিঙ্গ ভিত্তিক		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১	০১	০১	-	-
অফিস সুপার	০১	-	-	-	০১
সি,এ-কাম-ইউডি, এ	০১	০১	০১	-	-
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	০১	-	-	-	০১
হিসাব সহকারী	০১	০১	০১	-	-
অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০২	০১	০১	-	০১
সার্টিফিকেট সহকারী	০১	০১	০১	-	-
জীপ চালক	০১	০১	০১	-	-
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১	০১	০১	-	-
জারী কারক	০২	০২	০২	-	-
দপ্তরী	০১	০১	০১	-	-
এম. এল. এস. এস	০২	০২	০২	-	-
নৈশ প্রহরী	০৩	০২	০২	-	০১
সুইপার	০১	০১	০১	-	০১
মোট	২০	১৫	১৫		০৫

সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যালয়ঃ

উপজেলা ভূমি অফিসের প্রধান হলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) । এ অফিসের যাবতীয় কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

১ । ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা ।
২ । ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণের সহযোগিতায় ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা ।
৩ । নামজারী ও জমাখারিজ, বিবিধ মোকাদ্দমা সংক্রান্ত কাজ ।
৪ । খাস জমি (কৃষি/অকৃষি) বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কাজ ।
৫ । জলমহাল, হাটবাজার, বালু মহাল ইত্যাদি ইজারা/খাস আদায় কার্যক্রম ।
৬ । রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজ ।
৭ । অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ ।

www.pathagar.com

উপজেলা ভূমি অফিসের সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

উপজেলার আয়তন	৩৬৫.৭০ বর্গ কিঃ মিঃ
পৌরসভা	১ টি
ইউনিয়ন	১৪ টি
পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১২ টি
মোট মৌজা	১০৫ টি
মোট হোল্ডিং সংখ্যা	৭২,১৮১ টি
২৫ বিঘার উর্ধ্বে জমির হোল্ডিং সংখ্যা	২৫৭ টি
মোট জমির পরিমাণ	৯১,৯৬১.৩৫ একর
মোট কৃষি জমির পরিমাণ	৮০,৮১৯.৩১ একর

খাস জমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

মোট কৃষি জমির পরিমাণ	২৬০৯.১৬ একর
মোট অকৃষি জমির পরিমাণ	২৯২০.৩৮ একর
মোট খাস জমির পরিমাণ	৫৫২৯.৫৪ একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ	২৬০১.৫৮ একর
বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ	৮.৬০ একর
মোট বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ	২৬১০. ১৮ একর
বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ	২০৭৮.৫১ একর
বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাস জমির পরিমাণ	৩.৭১২৫ একর
বন্দোবস্তযোগ্য অবশিষ্ট কৃষি খাস জমির পরিমাণ	২০৮২.২২২৫ একর
মোট বন্দোবস্তযোগ্য অবশিষ্ট খাস জমির পরিমাণ	৫২৩.০৭ একর
বন্দোবস্তযোগ্য অবশিষ্ট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ	৪.৮৮৭৫ একর
মোট বন্দোবস্তযোগ্য অবশিষ্ট খাস পরিমাণ	৫২৭.৯৫৭৫ একর

www.pathagar.com

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	১৯৪৩.৬৪ একর
ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	৫৮.৪৬ একর
প্রত্যর্পণ তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ	৭৪৭.০০ একর
আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা	১ টি, পরিবার- ৫০ টি
আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা	২ টি, পরিবার- ১০০ টি
আদর্শ গ্রামের সংখ্যা	১ টি, পরিবার- ১০০ টি
গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যা	২ টি

সায়রাত মহাল সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

হাট বাজারের মোট সংখ্যা ঃ ২৪ টি
জল মহালের সংখ্যা ঃ ১৩ টি
বালু মহালের সংখ্যা ঃ ১ টি
খাস পুকুরের সংখ্যা ঃ ৭ টি

রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমার বিবরণ (মার্চ/০৮ পর্যন্ত) ঃ

মোট মোকদ্দমার সংখ্যা ঃ ১৫৯ টি ।
দাবীর পরিমাণ ঃ ৬,০৮,২১৬/- টাকা
এ অর্থ বছরের আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ঃ ৪৯,১০০/- টাকা
এ অর্থ বছরে নিস্পত্তিকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা ঃ ৮ টি

২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায় বিবরণী (মার্চ/০৮ পর্যন্ত) ঃ

দাবীর প্রকৃতি	দাবী			আদায়			আদায়ের হার
	বকেয়া	হাল	মোট	বকেয়া	হাল	মোট	
সাধারণ	১৭,৩৬,০৭৫	১৩,১৪,৯০০	৩০,৫০,৯৭৫	৬,১১,২৭৪	৫,৮৩,১২৩	১১,৯৪,৩৯৭	৩৯.১৫%
সংস্থা	১,০৫,৯২৬	১,৮১,৯৫২	২,৮৭,৮৭৮	৫,১১০	৩২,৬২৯	৩৭,৭৩৯	১৩.১১%
মোট	১৮,৪২,০০১	১৪,৯৬,৮৫২	৩৩,৩৮,৮৫৩	৬,১৬,৩৮৪	৬,১৫,৭৫২	১২,৩২,১৩৬	৩৬.৯০%

www.pathagar.com

৭। অর্গানোগ্রাম অনুসারে উপজেলা ভূমি অফিসের জনবল ও বর্তমান অবস্থা ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১	১	
২	কানুনগো	১	১	
৩	অফিস সহকারী	৫	৪	১
৪	সার্ভেয়ার	১	১	
৫	প্রসেস সার্ভার	২	২	
৬	চেইনম্যান	২	২	
৭	এম.এল.এস.এস	২	২	

৮। অর্গানোগ্রাম অনুসারে পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জনবল ও বর্তমান অবস্থা ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	ইউনিয়ন ভূমিসহকারী কর্মকর্তা	১২	৫	০৭
২	ইউনিয়ন ভূমি উপসহাকারী কর্মকর্তা	১৪	১০	০৪
৩	এম. এল. এস. এস	২৬	২৩	০৩

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, শেরপুর ঃ

এ কার্যালয়ের মূল অফিসের জনবল প্রধানত ২ (দুই) টি শাখায় বিভক্ত।

(ক) অফিস স্টাফ।

(খ) মাঠ পর্যায়ের স্টাফ।

(ক) অফিস স্টাফ ঃ

পদেও নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা	১	১	০
মেডিকেল অফিসার	২	০	২
প্রধান সহকারী/হিসাব রক্ষক	১	১	০
পরিসংখ্যানবিদ	১	১	০

www.pathagar.com

পদেও নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
ক্যাশিয়ার	১	১	০
স্টোরকীপার	১	১	০
ইপিআই টেকনিশিয়ান	১	১	০
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব)	১	০	১
যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সহকারী	১	০	১
এম. এল. এস. এস	৪	৪	০

(খ) মাঠ পর্যায়ের স্টাফ ঃ

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
স্যানেটারী ইন্সপেক্টর	১	০	১
স্বাস্থ্য পরিদর্শক	৫	৩	২
সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক	১৪	১৪	০
স্বাস্থ্য সহকারী	৭০	৩৮	৩২

(গ) ৪ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
মেডিকেল অফিসার	৪	২	২	শেরপুর সদর হাসপাতালে প্রেষণে কর্মরত
উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	৪	৪	০	
এম. এল. এস. এস	৪	৪	০	

(ঘ) নবসৃষ্ট ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (১০ টি) ঃ

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
মেডিকেল অফিসার	১০	৪	৬	২ জন শেরপুর সদর হাসপাতালে এবং ২জন কেরানীগঞ্জ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে প্রেষণে কর্মরত ।
উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার/ চিকিৎসা সহকারী	১০	০	১০	পদ সৃষ্টির পর অদ্যাবধি নিয়োগ দেওয়া হয়নি ।

বিঃ দ্রঃ নবসৃষ্ট ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০ জন মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দিলেও তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন অবকাঠামো স্থাপিত হয়নি ।

www.pathagar.com

কার্যক্রম ঃ

(ক) নিরাময়মূলক কার্যক্রম ঃ ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সীমিত আকারে মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ নিরাময়মূলক সেবা প্রদান করে থাকেন।

(খ) প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম ঃ ইপিআই এর মাধ্যমে ৭টি রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয়। যেমন ঃ যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পলিওমায়েলাইটিস, হাম এবং হেপটাইপিস-বি এর বিরুদ্ধে টিকা দেয়া হয়।

১৫ বৎসর হতে ৪৯ বৎসর পর্যন্ত মহিলা ও এক বৎসরের নিচের শিশুদের উল্লেখিত টিকাগুলো প্রদান করা হয়। এ ছাড়া পলিও মাইলাইটিস নির্মূলের লক্ষ্যে প্রতি বৎসর জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়।

মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমগুলি হলো ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ, এ.আর.আই, ভিটামিন-'এ'-এর অভাবজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রদান, আইএমসিআই কার্যক্রম পরিচালনা (০-৫ বৎসরের শিশু), পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আর্সেনিকোসিস, এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি যাবতীয় রোগের প্রতিরোধে সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও ইনজুরি প্রিভেনশন কার্যক্রম নিরাময় কার্যক্রম সহ যথাক্রমে-ব্র্যাক, ডেমিয়েন ফাউন্ডেশন ও সিআইপিআরবি'র সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিসিসি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের ব্যাপারে সচেতন করা হয়।

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে উপজেলাব্যাপী মেডিকেল টিমের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

এ ছাড়া (স্বাস্থ্য সংক্রান্ত) বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যেমন- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, জাতীয় টিকা দিবস, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, জাতীয় যক্ষা দিবস ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বিভিন্ন স্তর ঃ

স্তর	সেবা কেন্দ্র/সেবা প্রদানের পদ্ধতি	আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী
উপজেলা	সদর ব্যতীত অন্যান্য উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে	২,৭০,০০০ কম বেশি
ইউনিয়ন	উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২৭.০০০ কম বেশি
গ্রাম/ওয়ার্ড	মাঠ পর্যায়ে বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে সেবা প্রদান, আউটরিচ কেন্দ্রের সেবা প্রদান, কমিউনিট ক্লিনিক (আংশিকভাবে)	দৈনিক কর্মসুচী অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাড়ির জনসংখ্য

www.pathagar.com

উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মকর্তা		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
০১	উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
০২	ভেটেরিনারী সার্জন	০১	০১	-	-
০৩	ইউএলএ	০১	০১	-	-
০৪	এফএ (এআই)	০১	০১	-	-
০৫	ভিএফ এ	০৩	০৩	-	-
০৬	সিসিটি	০১	০১	-	-
০৭	কম্পাউন্ডার	০১	০১	-	-
০৮	ড্রেসার	০১	০১	-	-
০৯	এম. এল. এস. এস	০১	০১	-	-

পশু সম্পদ বিভাগীয় কার্যক্রম ঃ

১। উপজেলার গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম।
২। রোগ প্রতিরোধে টিকা প্রদান।
৩। অসুস্থ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
৪। বেসরকারী উদ্যোগে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান।
৫। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনে খামারী এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরী পরামর্শ প্রদান।
৬। দারিদ্র বিমোচনে ছাগল উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।
৭। উন্নত জাতের ঘাসচাষ সম্প্রসারণ ও উদ্বুদ্ধকরণ।
৮। বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিমের মাধ্যমে টিকা প্রদান, চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এক নজরে বিগত এক বছরের কার্যক্রম ঃ

ক) চিকিৎসা ঃ গবাদি পশু - ৩০৪৪
ঃ হাঁস-মুরগী - ৬১৮৬১
(খ) টিকা প্রদান ঃ গবাদি পশু -২৭৩৮৪, হাঁস-মুরগী - ৭০১৪০০
গ) কৃত্রিম প্রজনন ঃ ৯৮৩৩
ঘ) বেসরকারী খামার স্থাপন ঃ গবাদি পশু - ৫১ টি, হাঁস-মুরগী - ৪৬ টি
ঙ) খামারী/কৃষক প্রশিক্ষণ ঃ ৯৬২ জন।
চ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ঃ ৬,২০,০০০/-

www.pathagar.com

ছ) উন্নত ঘাস চাষের জন্য নার্সারী স্থাপন ঃ ৪ টি

জ) বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বও অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ সম্পাদন করে থাকেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদবী	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত	
			পুরুষ	মহিলা
০১	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১	০১	
০২	কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০১	০১	
০৩	সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০১	০১	
০৪	উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	
০৫	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	৫০	৩৪	১৬
০৬	উচ্চমান সহকারী বনাম হিসাব রক্ষক	০১	০১	
০৭	অফিস সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক	০২	০১	
০৮	স্পেয়ার মেকানিক্স	০১	০১	
০৯	পি পি এম	০২	০২	
১০	এম. এল. এস. এস	০১	---	
১১	অফিস গার্ড	০২	০২	
১২	ঝাড়ুদার	০১	০১	

উপজেলা কৃষি অফিস, শেরপুর-এর কার্যাবলী ঃ

* কৃষকদের মাঝে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
* মানবসম্পদ উন্নয়ন।
* কৃষি উৎপাদনে সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে অন্যান্য সংস্থার সাথে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ।
* উপকরণ, চাহিদা নিরূপন ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।
* উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণে অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা দান।
* গবেষণার জন্য প্রযুক্তি চাহিদা নিরূপন।
* কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণে প্রযুক্তিগত সহায়তা।
* নারী সমাজকে কৃষির মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণ।
* উচ্চমূল্য ফসলের চাষাবাদ বৃদ্ধি।
* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও কৃষি পুনর্বাসন।
* মানসম্পন্ন কৃষি পণ্য আমদানি ও রপ্তানি নিশ্চিতকরণ।

www.pathagar.com

* কীটনাশক, সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ।
* উৎপাদন খরচ নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা দান ।
* পরিবেশ বান্ধব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ।
* পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের পানি প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।
* ফল ও সবজীর চাষ সম্প্রসারণে সাহায়তা প্রদান ।
* বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ ।
* কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন ।

(ক) কৃষি বিভাগের অন্যান্য তথ্যাবলী ঃ

এলাকার প্রধান শস্য ও চাষাবাদের ধরণ -

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান শস্য	শস্যের ধরণ	চাষাবাদের ধরণ
১	বোরো	মাঠ ফসল	যান্ত্রিক ও দেশীয় পদ্ধতিতে
২	রোপা আমন	ঐ	ঐ
৩	সরিষা	ঐ	ঐ
৪	আলু	ঐ	ঐ
৫	গম	ঐ	ঐ
৬	মরিচ	ঐ	ঐ
৭	শাক-সব্জী	ঐ	ঐ
৮	ইক্ষু	ঐ	ঐ
৯	ভুট্টা	ঐ	ঐ
১০	পেঁয়াজ	উদ্যান ফসল	ঐ
১১	রসুন	ঐ	ঐ
১২	পাট	অর্থকরী ফসল	ঐ

www.pathagar.com

(খ) প্রধান প্রধান ফসলের আবাদ ও উৎপাদন সংক্রান্ত ঃ

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	আবাদ (হেক্টর)	ফলন হেক্টর/মেঃ টন	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)
১	বোরো	২২৪০০	৫.৫	১২৩২০০
২	রোপা আমন	১৮৭০০	৪.৫	৮৪১৫০
৩	সরিষা	৩৮০০	১.০২৩	৩৮৯১
৪	আলু	১৮০০	১৬.৯৬	৩০৫২৫
৫	গম	২৬০০	২.৯৪৩	৭৬৫১
৬	মরিচ	১২২০	১.৭০	২০৭৪
৭	শাক-সবজী	৬০০০	১২.০০	৭২০১০
৮	ইক্ষু	৪০	৬২.০০	২৪৮০
৯	পেঁয়াজ	২৫৫	৭.২০	১১১৬
১০	রসুন	১১০	৫.০০	৫৫০
১১	পাট	২৪০০	২.০০	৪৮০০
১২	ভূট্টা	৬০	৫.২৫	৩১৬
১৩	ডাল জাতীয়	৪০০	০.৮৫	৩৪০০০

(গ) ফসলী ভূমির আয়তন, ভূমির প্রকারভেদ, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ফলন ঃ

ক্রমিক নং	ভূমির প্রকারভেদ	ফসলী জমির আয়তন		ফলন মেঃ/হেঃ	উৎপাদিত ফসল
		ফসল	আয়তন হেঃ		
১।	উঁচু	বোরো	৫০০০	৫.৫	২৭৫০০
		সরিষা	১০০০	১.০২৩	১০২৩
		রোপা আমন	৭৫০০	৪.৫	৩৩৭৫০
		গম	১০০০	২.৯৪৩	২৯৪৩
		মরিচ	৫৭০	১.৭৪	৯৯১.৮
		শাক-সবজী	২০০০	১২.০০	৩০০০০
		ডাল	৩০০	.৮৫	২৫৫
		পেঁয়াজ	২০০	৭.২০	৭২০
		রসুন	৮০	৫.০০	৪০০
		আলু	১০০০	১৬.৯৬	১৬৯৬০
		ভূট্টা	৪০	৫.২৫	২১০
		ইক্ষু	৩০	৬২.০০	১৮৬০

www.pathagar.com

		ফসলী জমির আয়তন			
২।	মাঝারী উঁচু	বোরো	১০.০০০	৫.৫	৫৫০০০
		সরিষা	১৮০০	১.০২৩	১৮৪১.৪
		রোপা আমন	১০০০০	৪.৫	৪৫০০০
		গম	১০০০	২.৯৪৩	২৯৪৩
		মরিচ	৬০০	১.৭৪	১০৪৪
		শাক-সবজী	১৭০০	১২.০০	৩২৪০০
		ডাল	১০০	.৮৫	৮৫
		পেঁয়াজ	৫৫	৭.২০	৩৯৬
		রসুন	৩০	৫.০০	১৫০
		আলু	৫০০	১৬.৯৬	৮৪৮০
		ভূট্টা	২০	৫.২৫	১০৫
		ইক্ষু	১০	৬২.০০	৬২০
৩।	মাঝারী নিচু	বোরো	৪২০০	৫.৫	২৩১০০
		সরিষা	১০০০	১.০২৩	১০২৩
		রোপা আমন	১২০০	৪.৫	৫৪০০
		গম	৬০০	২.৯৪৩	১৭৬৫.৮
		মরিচ	৩০০	১৬.৯৬	৫০৮৮
		আলু	৫০	১.৭৪	৮৭
		শাক-সবজী	৩০০	১২.০০	৯৬০০
৪।	নিচু	বোরো	২০০০	৫.৫	১১৫০০
৫।	অতি নিচু		১২৩০	---	---

(ঘ) কৃষি খাতের প্রতিটি উপখাতে মজুরী/স্ব-কর্মসংস্থানের প্রকৃতিও আবাদ ঃ

ক্রমিক নং	উপ-খাতের নাম	মজুরী/স্ব-কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	মজুরীর হার
১	বীজতলা তৈরি ও চারা সংগ্রহ	৮৫% স্ব-কর্মসংস্থানে ও ১৫% মজুরী ভিত্তিক	১০০-১২০
২	মূল জমি তৈরি	৫% স্ব-কর্মসংস্থানে ও ৯৫% মজুরী ভিত্তিক	১৩০-১৫০
৩	বীজ বপন/চারা রোপন	২০% স্ব-কর্মসংস্থানে ও ৮০% মজুরী ভিত্তিক	১১০-১২০
৪	আন্তঃ পরিচর্যা	৭৫% স্ব-কর্মসংস্থানে ও ২৫% মজুরী ভিত্তিক	১০০-১২০
৫	সার ও বালাই নাশক প্রয়োগ	৩৫% স্ব-কর্মসংস্থানে ও ৬৫% মজুরী ভিত্তিক	১৩০-১৫০
৬	মাড়াই, শুকানো, গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ	৫০% স্ব-কর্মসংস্থানে ও ৫০% মজুরী ভিত্তিক	১০০-১২০

www.pathagar.com

(ঙ) বর্গা চাষের শর্ত ও প্রকৃতি

ক্রমিক নং	বর্গা চাষের প্রকৃতি	শর্ত
১	আধা বর্গা চাষী	চাষ ও উপকরণ খরচ বর্গাচাষীর- ফসল অর্ধেক জমির মালিক অর্ধেক বর্গাচাষীর।
২	জমি লীজ	বাৎসরিক মৌসুম ভিত্তিক জমি নিয়ে চাষাবাদ।
৩	জমি বন্ধকে নেয়া	নির্দিষ্ট টাকায় জমি বন্ধক নেয়া। মালিক টাকা ফেরত দিলে জমি ফেরত দিতে হয়।

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা		
		বিদ্যুৎ চালিত	ডিজেল চালিত	মোট
১	গভীর নলকূপ	৯	৩	১২
২	অগভীর নলকূপ	২৮৮২	৭১১০	৯৯৯২
৩	পাওয়ার পাম্প	১	১৪	১৭
৪	বিসিআইসি ডিলার			১৩ জন
৫	বীজ ডিলার			২২ জন
৬	কীট নাশক ডিলার			২৩০ জন

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
০১	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,	০১	০১	০১	-
০২	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
০৩	ক্ষেত্র সহকারী	০১	০১	-	-
০৪	ক্লার্ক-কাম টাইপিস্ট	০১	০১	-	-
০৫	এম. এল. এস. এস	০১	০১	-	-

www.pathagar.com

উপজেলার মৎস্য সংশ্লিষ্ট সাধারণ তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
০১	বেসরকারী পুকুরের সংখ্যা	৪৯৯০ টি
০২	সরকারী পুকুরের সংখ্যা	১০ টি
০৩	নদীর সংখ্যা	০৪ টি
০৪	বিলের সংখ্যা	১৩ টি
০৫	খালের সংখ্যা	০৪ টি
০৬	মৎস্য চাষীর সংখ্যা	৪৫০০ জন
০৭	মৎস্য জীবীর সংখ্যা	৭৭৫ জন
০৮	পোনা নার্সারীর সংখ্যা	৩৮ টি
০৯	পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা	১৩০ জন
১০	মৎস্য চাষী সমিতির সংখ্যা	০১ টি
১১	মৎস্য জীবী সমিতির সংখ্যা	০১ টি
১২	মৎস্য অভয়াশ্রমের সংখ্যা	০৪ টি
১৩	উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা	০৪ টি

মৎস্য বিভাগের দায়িত্ব ঃ

» মৎস্য চাষ বিষয়ক অফিস পরামর্শ (কাউন্সেলিং)
» মৎস্য চাষীদের পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান।
» মৎস্য চাষীদের উপকরণ সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান করা।
» ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সহযোগিতা প্রদান করা।
» প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
» মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
» কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী।
» মৎস্য সম্পদ জরীপ কার্যক্রম।
» রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন।
» জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
» বন্যাত্তোর মৎস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
» সময় সময় অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন যেমন ঃ নির্বাচন সংক্রান্ত, ভিজিডি/ভিজিএফ, সার বিতরণ, মামলার তদন্ত ইত্যাদি।

www.pathagar.com

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকতার কার্যালয় ঃ

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেমন ঃ স্কুল, মাদ্‌রাসার একাডেমিক পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থানীয় তদারকি।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপজেলায় যাবতীয় ক্রয় কমিটিতে দায়িত্ব পালন।
- এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র কমিটির সদস্য ও পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন।
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি।
- বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- ৬ষ্ঠ শ্রেণীর প্রাক্-মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা পরিচালনা করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা।

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত		শূন্য পদ
			পুরুষ	মহিলা	-
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০১	০১		-
২	উপজেলা সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০১	০১		-
৩	হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
৪	ডাটা এন্টি অপারেটর/অফিস সহকারী	০১	০১		-
৫	এম. এল. এস. এস	০১	০১		-
৬	নৈশ প্রহরী	০১	০১		-

উপজেলায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ

১। কলেজ	ঃ	০৬ টি (সরকারী ০২ টি, বেসরকারী ০৪ টি)।
২। বিদ্যালয়	ঃ	৫৮ টি (মাধ্যমিক ৪৮ টি, নিম্ন মাধ্যমিক ১০ টি) (০২টি সরকারী)
৩। মাদ্‌রাসা	ঃ	২৬ টি (ফাজিল ১০ টি, আলিম- ০৩ টি, দাখিল ২২ টি)।
৪। টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	ঃ	০১ টি (সরকারী ০১ টি)।
৫। টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম কলেজ	ঃ	০৩ টি
৬। টেকনিক্যাল স্কুল	ঃ	০১ টি
মোট	ঃ	**৯৫ টি**

www.pathagar.com

উপবৃত্তি সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী ঃ

মাধ্যমিক পর্যায় ঃ

শিক্ষা বর্ষ	কিস্তি	এসিটিএসএসভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
২০০৫	১ম	৮১৯৭	২১৬৭৯৪২	১৮৩৭১৫৮	৫২১১
	২য়	৭২২৯	২৩০৪৯৩৯	১৮১৯২৪১	৫০৭০
২০০৬	১ম	৯১৮৯	২৮৫৪৬৬৭	২৫৫০৯৮৬	৭০২৮
	২য়	৯৫৪১	২৬১৮৩৭৬	২২৬৪২২০	৬১৫৯
২০০৭ ছাত্র-ছাত্রী	১ম	৪৪২৬	৩৭৬১৪০০	৩০০৮৫৮০	৩৪৩০
	২য়	৪৩৫৯	৩৯৮৯৯১০	৩৭১৬৯৭০	৪০৪৯

কলেজ পর্যায় ঃ

শিক্ষা বর্ষ	কিস্তি	এসিটিএসএস ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
২০০৫	১ম+২য়	৭৪৪	১২১৭৫৭০	১১৮০৭৮০	৬০১
২০০৬-০৭	১ম	১০৫৪	৯০৩৯০০	৮৬৩৯৩০	৭৯০
২০০৬-০৭	২য়	৯৬১	৫৬৫২৮০	৫৩৩১২০	৫৭৫
২০০৭-০৮	১ম	১২২২	১১৪৬৭১০	১১৩৭২৮০	১০৯৪

বিদ্যালয়/মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	মোট ছাত্র সংখ্যা	মোট ছাত্রী সংখ্যা	সর্বমোট
বিদ্যালয়	৯১১৯	৮৬৭৯	১৭৭৯৮
মাদ্‌রাসা	৫৪৬৮	৫০১৮	১০৪৮৬

www.pathagar.com

এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

বিদ্যালয় ঃ

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের সংখ্যা	পাসের হার
২০০৪	২১৬৮	৭৬২	৩৫.১৪%
২০০৫	১৮৪৬	৮৮৩	৪৭.৮৩%
২০০৬	২২৩৮	১১৪৯	৫১.৩৪%
২০০৭	২৬১৩	১৩২৭	৫০.৭৮%

মাদ্‌রাসা ঃ

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের সংখ্যা	পাসের হার
২০০৪	৭২৪	২৬৬	৩৬.৭৪%
২০০৫	৫২৭	৩০৯	৬১.৬৩
২০০৬	৪৭৭	৪০৬	৮৫.১১%
২০০৭	৫০০	৩৮১	৭৬.২০%

উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় ঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। শেরপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শেরপুর উপজেলায় ১১৯ টি সরকারী, ৬৭ টি রেজিঃ বেসরকারী ও ১টি কমিউনিটি (সর্বমোট ১৮৭) টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ বিভাগ-বহির্ভুত কর্মকর্তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া ৭ + হতে ১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য রস্ক প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৪৭ টি আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

শেরপুর উপজেলায় সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি) ইনজুরি প্রতিরোধমূলক আচরণ শিক্ষার জন্য নিরাপদ স্কুল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন (বাজিতখিলা, ভাতশালা, চরমোচারিয়া, চরপক্ষীমারী, কামারিয়া লছমনপুর ও পাকুরিয়া)-র সর্বমোট ৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কাজ-ইনজুরি বিষয়ে

www.pathagar.com

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ইনজুরি প্রতিরোধ বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রণীত পাঠ্য পুস্তকের উপর শিশুদের পাঠদান ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জনবল ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	লিঙ্গ ভিত্তিক		শূন্য পদের সংখ্যা
				পুরুষ	মহিলা	
০১	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	-	০১	-	-
০২	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০৭	০৪	০২	০১	০১
০৩	ইউডিএ কাম হিসাব রক্ষক	০১	০১	-	-	-
০৪	অফিস সহকারী কাম টাইপিস্ট	০৩	০৩	-	-	-
০৫	এম. এল. এস. এস	০১	-	০১	-	-
মোট		১৩	০৮	০৪	০১	০১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সংক্রান্ত ঃ

বিদ্যালয়ের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ		কর্মরত				শূন্যপদ	
	প্রঃ শিঃ	সহঃ শিঃ	প্রধান শিক্ষক		সহকারী শিক্ষক		প্রঃ শিঃ	সহঃ শিঃ
			পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা		
সরকারী	১১৯	৪৪৫	৫৫	৬০	১৩৩	২৮০	০৪	৩২
রেজিঃ বেসরকারী	-	২৬৮	-	-	১৭৩	৮৪	-	১১
কমিউনিটি	-	০২	-	-	-	০২	-	-

উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

অর্থ বছর	সুবিধা ভোগী			উপবৃত্তির জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ	বিতরণ	উদ্বৃত্ত
	একক	যৌথ	মোট			
২০০৪-০৫	১৪০৩৫	৪৫৭	১৪৪৯২	১৪১৪৫৯৮৮/-	১৩৪৬৭০৫০/-	৬৭৮৯৩৮/-
২০০৫-০৬	১৩৭৮৯	৩৩৯	১৪১২৮	১৩২৯৫৮০৭/-	১৩২৫২২৫০/-	৪৩৫৫৭/-
২০০৬-০৭	১২৮১৪	৩৫৩	১৩১৬৭	১০৬৫৫০০০/-	১০৬০৮৩৭৫/-	৪৬৬২২৫/-

www.pathagar.com

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

গণ	৫ম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			পাশের হার
			সাধারণ	টেলেন্টপুল	মোট	
২০০৫	৪৫৯৩	১৪০৯	৯৩	৪৯	১৪২	৫৪.৯৭
২০০৬	৪৪৫৪	১৪৪৩	৯৩	৫১	১৪৪	৬৫.৪২
২০০৭	৪০৫১	১৪১২	ফলাফল প্রকাশ হয়নি			

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

সন	পাশের হার	মন্তব্য
২০০৫	৭১%	-
২০০৬	৭৬%	-
২০০৭	৮৩%	-

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	লিঙ্গ ভিত্তিক		শূন্য পদের সংখ্যা
				পুরুষ	মহিলা	
০১	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	১	১	১	-	-
০২	সহকারী পঃ পঃ অফিসার	১	-	-	-	১
০৩	মেডিক্যাল অফিসার (এমও-এমসিএইচ,এফপি)	২	২	২	-	-
০৪	মেডিক্যাল অফিসার (পঃ কঃ)	১	-	-	-	১
০৫	সিনিয়র পঃ কঃ পরিদর্শিকা	১	-	-	-	১
০৬	উপজেলা পঃ পঃ সহকারী	৩	২	-	-	১
০৭	অফিস সহকারী কাম-টাইপিস্ট	১	১	১	-	-
০৮	উঃ সঃ কঃ মেডিক্যাল অফিসার	১২	১২	১০	২	-
০৯	ফার্মাসিস্ট	১২	১	১	-	১১
১০	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা	১৫	১৪	-	১৪	১
১১	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	১৪	৩	৩	--	১১
১২	পরিবার কল্যাণ সহকারী	৮২	৭৬	-	৭৬	৬
১৩	এমএলএসএস	১	১	১	-	-
১৪	নিরাপত্তা প্রহরী	১৩	১০	১০	-	৩
১৫	আয়া	১৩	১১	-	১১	২
সর্বমোট		১৭২	১৩৪	৩১	১০৩	৩৮

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ/ওয়ার্ড পর্যায়ে সরাসরি পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (এস, এ, সি; এম, ও) ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (এফপিআই), পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (এফএ ডব্লিউ, ভি) ও পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অবস্থান করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছেন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা জন্ম নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘমেয়াদী অস্থায়ী পদ্ধতি যেমন- ইনজেকশন, আইইউডি, পদ্ধতি সেবা প্রদান করেন।

পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সক্ষম দম্পতিদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা স্বল্প মেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সেবা যেমন- খাবার বড়ি, সুখি ও কনডম বিতরণ করেন। তা' ছাড়াও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ দুইয়ের অধিক সন্তানের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ করার জন্য সক্ষম দম্পতিদের স্থায়ী পদ্ধতি যেমন ঃ এনএসভি (পুরুষের জন্য) এবং লাইগেশন (মহিলাদের জন্য) পদ্ধতি গ্রহনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে আসছেন।

শেরপুর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে বর্তমানে ১২ জন এসএসিএম ও ১৩ জন এফডব্লিউডি ৩ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং ৭৬ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে ৯৪,৭৮২ জন সক্ষম দম্পতি পরিবারের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে আসছেন। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্বে আছেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং মেডিক্যাল অফিসার এমও,এমসিএইচ-এফপি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে সেবার পাশাপাশি শেরপুর উপজেলায় অবস্থিত মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সার্বক্ষনিক গর্ভবতী সেবা ও গর্ভবতী মহিলাদের ডেলিভারী সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের সকল সেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য, দেশ তথা শেরপুর উপজেলাকে জনসংখ্যার অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় ঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
১	উপজেলা প্রকৌশলী	০১	০১		
২	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০২	০২		
৩	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	০১	০১		
৪	হিসাব রক্ষক	০১	০১		
৫	কমিউনিটি অর্গানাইজার	০১	০১		
৬	হিসাব সহকারী	০১	০১		
৭	সার্ভেয়ার	০১	০১		
৮	অফিস সহকারী	০১	-		০১
৯	ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট	০১	-	০১	
১০	কার্য সহকারী	০৪	০২		০২
১১	ইলেকট্রিশিয়ান	০১	০১		
১২	এম. এল. এস. এস	০২	০২		
১৩	চৌকিদার	০২	০২		

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ মূলত উপজেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ।

এ অফিসের দায়িত্বাবলী হলো-

* পরিকল্পনা, প্রকল্প ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করণ এবং উপজেলার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তদারকি ও বাস্তবায়ন ।
* উপজেলা পরিষদের সাথে সম্পর্কিত সকল উন্নয়ন মূলক সংস্কার ও মেরামত কাজের হিসাব প্রস্তুত ও দাখিল করা ।
* সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সংস্থার উন্নয়ন মূলক কাজের পর্যালোচনা করা । রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী ।

www.pathagar.com

উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ		শূন্য পদ
			পুরুষ	মহিলা	
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	১	১	১	-
২	ফিল্ড সুপারভাইজার	১	১	১	-
৩	উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক	১	১	১	-
৪	অফিস সহকারী যুক্ত মুদ্রাক্ষরিক	১	১	-	১
৫	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	৯	৯	২	৭
৬	কারিগরী প্রশিক্ষক	২	২	-	২
৭	ম্যাসেঞ্জার	১	১	১	

কার্যক্রমসমূহ ঃ

১। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ঃ

উপজেলার ৪৪টি গ্রামে এই কার্যক্রম রয়েছে। ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বরাদ্দের পরিমাণ ৪২,৪৮,০১৯/- মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৪১,১৪,৭০০/- টাকা, মোট স্কীম সংখ্যা ১,২০৮টি। আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩৬,১৪,৩১৮/- টাকা, আদায়ের হার ৭৯%।

২। এসিড দগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম ঃ

ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ ১২,৪৭,২৮৭/- মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৯,১৭,০০০/-, মোট স্কীম গ্রহীতার সংখ্যা ৭৪ জন। এসিড দগ্ধ মহিলা- ৫ জন, শারীরিক প্রতিবন্ধী ৬৯জন, মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩,৬১,৪০৫/-, আদায়ের হার ৫২%।

৩। আশ্রয়ন প্রকল্প ঃ

আশ্রয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ০২ টি, পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা - ১০০। ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বরাদ্দের পরিমাণ ৮,০০,০০০/-, বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৮,০০,০০০/-, মোট স্কীম গ্রহীতার সংখ্যা ৭৭ জন।

৪। বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম ঃ

উপজেলা বয়স্ক ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ৫,৩০৭। জন প্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ২২০/- টাকা। এক বছর মোট ভাতা বিতরণের পরিমাণ ১,৪০,১০,৪৮০/- টাকা।

www.pathagar.com

৫। প্রতিবন্ধী ভাতা ঃ

উপজেলায় মোট প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ৬০৩ জন। জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ-২২০/- টাকা এক বছরে মোট ভাতা বিতরণের পরিমাণ ১৫,৯১,৯২০/- টাকা।

৬। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ঃ

মোট মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ভোগীর সংখ্যা ১২১ জন, জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ৬০০/- টাকা, ১ বছরে মোট ভাতা বিতরণের পরিমাণ ৮,৭১,২০০/- টাকা।

৭। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা ঃ

সাতটি, মোট নিবাসীর সংখ্যা ১২৫ জন। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট হিসেবে বিতরণের পরিমাণ ৪৫৬,০০০/- টাকা।

৮। নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ

১২৭ টি। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে অনুদান হিসেবে বিতরণের পরিমাণ ১,১০,০০০/- টাকা।

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, শেরপুর ঃ

শেরপুর জেলা হাসপাতালে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জেলা হাসপাতালে আগত অসহায়, দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের বিনামূল্যে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। গরীব রোগীদের ঔষধ পত্র, পথ্য, রক্ত ও প্যাথলজি টেস্ট ও যাতায়াত ভাতা প্রদানসহ অনান্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। রোগী কল্যাণ সমিতি জেলা হাসপাতাল শেরপুর নামে ১ টি সমিতি রয়েছে। উক্ত সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারী অনুদানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দান, অনুদান, সমিতির সদস্যদের চাঁদা, যাকাত, ফেৎরাসহ যে কোন ধরনের আর্থিক সহায়তা গ্রহনের মাধ্যমে উক্ত সমিতির ফান্ড সৃষ্টি করা হয়। উক্ত কার্যালয়ে ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীর পদ রয়েছে। বর্তমানে কর্মকতার পদটি শূন্য রয়েছে।

শহর সমাজ সেবা কার্যালয় ঃ

গৃর্দানারায়ণপুর, শেরপুর।

কার্যক্রম ঃ

১। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ প্রাপ্ত মোট বরাদ্দ ২,৬৫,৫১৫/- টাকা, বিতরণ ২,৬৫,৫১৫/- টাকা।
ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ঃ ২৩৭ জন।
বর্তমানে শেরপুর পৌর এলাকায় ১০ টি মহল্লায় ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বিনিয়োগ পুনঃ বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

২। এসিড দগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম ঃ
বরাদ্দ ঃ ১২,১২,৪৮৭/- টাকা বিতরণকৃত ১১,৪৮০০০/- টাকা। ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১২৭ জন।

৩। বয়স্ক ভাতা ঃ
মোট ভাতা ভোগীর সংখ্যা ৮১৬ জন, তন্মধ্যে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের অতিরিক্ত ৬২ জন এর তালিকা প্রক্রিয়াধীন।

৪। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ঃ ১২৯ জন, তন্মধ্যে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের অতিরিক্ত ২১ জনের তালিকা প্রক্রিয়াধীন।

৫। ২০০৭-০৮ অর্থ বছর হতে প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৬। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ঃ এ কার্যালয়ের আওতাধীন একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু আছে। প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ নামে ১ টি কমিটি রয়েছে। এ পরিষদেও সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়। ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯১ জন, মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ৫৩৫ জন।

এছাড়া বিদ্যমান ৫০ টি শহর সমাজসেবা কর্মসূচীর উন্নয়ন ও জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উক্ত কার্যালয়ের সেলাই প্রশিক্ষণ, রেডিও, টিভি মেরামত ও ইলেকট্রিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শীঘ্রই চালু করা হবে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ

যুব সমাজকে সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং সঠিক দিক নির্দেশনা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্র উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয়স্থাপন করেন।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তায়ে কার্যালয়ে কর্মরত জনবলের তথ্য ঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ		মোট
		পুরুষ	মহিলা	
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১	০১	-	০১
ক্রেডিট সুপারভাইজার	০২	০২	-	০২
ক্যাশিয়ার কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০১	-	০১	
এম. এল. এস. এস	০১	০১	-	০১
মোট	০৫	০৪	০১	০৫

www.pathagar.com

কার্যক্রম ঃ

* বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী।
* প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও যুবঋণ কর্মসূচী।
* বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কর্মসূচী যেমন ঃ প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইড্স/এসটিডি প্রতিরোধ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ/পরিবার পরিকল্পনা, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, বাল্য বিবাহ, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ইত্যাদি।
* যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও তাদেররেক জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ এবং ২০-একর এর নিচে খাসবদ্ধ জলাশয় মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষিত যুব সংগঠনকে ইজারা প্রদান।

শেরপুর উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অবস্থান এবং প্রশিক্ষণের সুবিধাসমূহ ঃ

০১। গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ

কোর্সের মেয়াদ - ০৩ মাস।

আবাসিক প্রশিক্ষণ। ২০০ (দুইশত) টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মাসে ৫০০/৬০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী।

কেন্দ্রের অবস্থান ঃ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাতশালা, শেরপুর।

০২। মৎষ্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের মেয়াদ ১মাস। অনাবাসিক-প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হয়। ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী।

কেন্দ্রের অবস্থান ঃ সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সজবরখিলা, শেরপুর।

০৩। কম্পিউটার বেসিক কোর্স ঃ

কোর্সের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস। অনাবাসিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা কোর্স ফি জমা দিতে হয়। ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস।

কেন্দ্রের অবস্থান ঃ সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সজবরখিলা, শেরপুর।

০৪। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউস ওয়্যারিং কোর্স ঃ

মেয়াদ ০৬ মাস । অনাবাসিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা কোর্স ফি জমা দিতে হয়।

ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী।

কেন্দ্রের অবস্থান ঃ সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সজবরখিলা, শেরপুর।

www.pathagar.com

০৫। রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্স ঃ
মেয়াদ ০৬ মাস। অনাবাসিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হয়।
ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা এসএসসি।
কেন্দ্রের অবস্থান ঃ সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সজবরখিলা, শেরপুর।

০৭। পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য) ঃ
মেয়াদ ০৪ মাস। অনাবাসিক ৫০/- টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হয়।
ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী।
কেন্দ্রের অবস্থান ঃ সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সজবরখিলা, শেরপুর।

০৮। ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ
কোর্সের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস। অনাবাসিক ৩০০/- টাকা কোর্স ফি জমা দিতে হয়।
ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি।
কেন্দ্রের অবস্থান ঃ সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সজবরখিলা, শেরপুর।

০৯। বিভিন্ন বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ
মেয়াদ ০৭ দিন থেকে ৩০ দিন। অনাবাসিক- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের জন্য কোন ফি জমা দিতে হয় না। উপজেলার তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী।

একনজরে শুরু থেকে এ পর্যন্ত শেরপুর উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্রমপুজিত অগ্রগতি ঃ

১।	মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	পুরুষ ১৪৫৯ জন, মহিলা ১৬৩৬ জন সর্বমোট ঃ মোট ৩১৩৫ জন।
২।	মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	ঃ	পুরুষ ৮৩৩ জন, মহিলা ১৬০৮ জন
৩।	মোট প্রাপ্ত যুবঋণ তহবিলের পরিমাণ	ঃ	২৩,১৮,৮০০/-
৪।	ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ	৮৭,১৭,০০০/- টাকা
৫।	মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	পুরুষ ১৯২ জন, মহিলা ৩৫৯ জন
৬।	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার (%)	ঃ	৭৭%
৭।	খাসবদ্ধ জলাশয়ের ইজারা প্রদান ও প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ	ঃ	০১ টি ১৪,২০০/-
৮।	যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ ও সংগঠনের সংখ্যা যথাক্রমে	ঃ	২,৩৭,০০০/- ও ১৮টি
৯।	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	৫০ টি
১০।	জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্তির সংখ্যা	ঃ	২ টি

www.pathagar.com

জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত যুব/যুবমহিলার নাম ও ঠিকানা ঃ

০১। আশরাফুন্নাহার, স্বামী ঃ মোঃ আবু জাফর, সাতানীপাড়া, শেরপুর, জেলা- শেরপুর। পুরস্কার প্রাপ্তি সাল ২০০০।

০২। এ.এইচ. এম নুরে আলম হীরা, পিং মৃত এ. এইচ. এম. আঃ ওয়াদুদ (তারা) এডভোকেট, গৃর্দানারায়নপুর, উপজেলা ঃ শেরপুর, জেলা ঃ শেরপুর। পুরস্কার প্রাপ্তির সাল ২০০৬।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ
শেরপুর ইউসিসিএ লিঃ (বিআরডিবি) ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত		শূন্য পদের সংখ্যা
			পুরুষ	মহিলা	
০১	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	১	১	-	-
০২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	২	১	-	১
০৩	জুনিয়র অফিসার (হিসাব)	২	২	-	-
০৪	লোন অফিসার,	১	১	-	-
০৫	প্রধান পরিদর্শক	১	১	-	-
০৬	পরিদর্শক	১০	৬	-	৪
০৭	সংগঠক (মহিলা কর্মসূচী)	৩	-	৩	-
০৮	মাঠ সহকারী (সদাবিক)	৪	২	-	২
০৯	গ্রাম সংগঠক (পল্লী প্রগতি)	২	১	১	-
১০	হিসাব সহকারী	১	১	-	-
১১	অফিস সহকারী	১	১	-	-
১২	এম. এল. এস. এস	১	১	-	-
১৩	নৈশ প্রহরী	১	১	-	-
মোট		৩০	১৯	৪	৭

০১। কৃষক- সমবায় সমিতি লিঃ (কেএসএস) এর সংখ্যা ঃ ১৯৫ টি
০২। মোট সদস্য সংখ্যা ঃ ৭,৭০০ জন
০৩। শেয়ার আমানত ঃ ১,৯৪,৬,২১০/- টাকা
০৪। সঞ্চয় আমানত ঃ ১,৮৬,৬,৯৫৬/- টাকা
০৫। ইউ সি সি এ-এর স্থায়ী আমানত ঃ ৮,৮৭,৭,৮৭৯/- টাকা

www.pathagar.com

০৬। ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম ঃ

ঋণের প্রকার	মোট বিতরণ	মোট আদায়	খেলাপীর পরিমাণ	আদায়ের হার
ক) শস্য ঋণ	৩,০৯,৮৮,০০০/-	২,২৫,০৪,০০০/-	৮৪,৮৪,০০০/-	৭৩%
খ) মেয়াদী ঋণ	৪৫,৮৭,০০০/-	২৮,০৩,০০০/-	১৭,৮৪,০০০/-	৬১%

০৭। আবর্তক ঋণ কার্যক্রম ঃ

মোট তহবিল প্রাপ্তি	ক্রম পুঞ্জিত বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	বকেয়া ঋণ			আদায়ের হার
			চলতি	খেলাপী	মোট	
১৪০৯০০০	২২৯০০০০	১০৩১০০০	১৪০০০০	১১১৯০০০	১২৫৯০০০	৪৬ %

বিআর ডিবি (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)-এর অন্যান্য কর্মসূচী ঃ

১। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ বিতরণ ও আদায় ঃ

মোট তহবিল প্রাপ্তি	ক্রম পুঞ্জিত বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	বকেয়া ঋণ			আদায়ের হার
			চলতি	খেলাপী	মোট	
৩১৮০০০	৪৩৫০০০	১৫৩০০০	১৮০৭০০	১০১৩০০	২৮২০০০	৫১%

০২। মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মহিলা কর্মসূচী) ঃ

সমিতির সংখ্যা ঃ ৫৩ টি, মোট সদস্য সংখ্যা ঃ ১৮৩২ জন।
মোট শেয়ার আমানত ঃ ৩,১৩,৯৫০ টাকা, মোট সঞ্চয় আমানত ঃ ৭,০৫,৪০৩ টাকা।

ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম ঃ

মোট ঋণ বিতরণ ঃ ৬১,১৪,০০০.০০ টাকা, মোট ঋণ আদায় ৫২,২৩,০০০.০০ টাকা, খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৮,৯১,০০০.০০ টাকা আদায়ের হার ৮৫%।

০৩। সদাবিক (১৫.০২.২০০৮ পর্যন্ত তথ্য) ঃ

মোট দলের সংখ্যা ঃ ৫১ টি, মোট সদস্য/সদস্য সংখ্যা ঃ ১৩৮৭ জন।
মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ঃ ৫৭,৭০০০০ টাকা।

www.pathagar.com

ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম ঃ

মোট তহবিল প্রাপ্তি	ক্রম পুঞ্জিত বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মাঠে স্থিতি			আদায়ের হার
			চলতি	খেলাপী	মোট	
৫৮০০০০০	৯৩৬৮০০	৪২৪৫০০০	১০৫০০০	৩৭৫৮০০০	৫১২৩০০০	৫২%

০৪ । পল্লী প্রগতি প্রকল্প ঃ (১৫.০২.২০০৮ পর্যন্ত)

মোট দলের সংখ্যা ঃ ২৮ টি, মোট সদস্য/সদস্য সংখ্যা ৭৪৬ জন ।

মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ঃ ৫,৫৮,০০০.০০ টাকা ।

ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম ঃ

মোট তহবিল প্রাপ্তি	ক্রম পুঞ্জিত বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায় যোগ্য	বকেয়া ঋণ			আদায়ের হার
				চলতি	খেলাপী	মোট	
২,৮০,০০০	৮৬৭৫০০০	৬০৬৩০০০	৬৬১৭০০০	২৩০৩০০০	৩০৯০০০	২৬১২০০০	-

০৫ । আদর্শ গ্রাম প্রকল্প ঃ

ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম ঃ

মোট তহবিল প্রাপ্তি	ক্রম পুঞ্জিত বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	আদায় যোগ্য	বকেয়া ঋণ			আদায়ের হার
				চলতি	খেলাপী	মোট	
৩,৩০,০০০	২,৪২,০০০	৩৪০০০	৩৪০০০	২০৮০০০	-	২০৮০০০	১০০%

www.pathagar.com

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ

সাধারণ তথ্য ঃ

সমিতির সংখ্যা	ঃ কেন্দ্রীয় ২ টি
প্রাথমিক	ঃ ১০১ টি
সমিতির সদস্য সংখ্যা	ঃ ৮২৭৭ জন
সমিতির সদস্যদের শেয়ার জমা	ঃ ৩৭,৭১,২৪২/-
সমিতির সঞ্চয় আমানত	ঃ ২,২১,১৫,৮২৭/-
সমিতির দাদনকৃত ঋণ ঃ কেন্দ্রীয় সমিতিতে	ঃ ৬২,৩৪,৫৪৮/-
প্রাথমিক সমিতিতে	ঃ ১,৮১,৩৫,৫৮৯/-

সমিতির শ্রেণী ঃ

ক্রমিক নং	সমিতির শ্রেণী	সমিতির সংখ্যা
০১	বহুমুখী সমবায় সমিতি লি ঃ	১৬ টি
০২	যুব সমবায় সমিতি লিঃ	০৫ টি
০৩	আবাসন সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
০৪	আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
০৫	আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছ গ্রাম সমবায় সমিতি লি ঃ	০২ টি
০৬	আনসার ভিডিপি সমবায় সমিতি লি ঃ	০৩ টি
০৭	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
০৮	মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
০৯	কর্মকর্তা কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
১০	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
১১	অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	০৪ টি
১২	কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৪ টি

উপজেলা সমবায় বিভাগের দায়িত্বাবলী ঃ

ক) সমাজের স্বল্প আয়ের পেশাজীবীগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রাথমিক স্তরের সমিতি গঠন এবং নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

খ) গঠিত এবং নিবন্ধনকৃত সমিতিগুলোর সদস্যগণের প্রশিক্ষণ, পুঁজিগঠনে উৎসাহিত করা এবং পুজি বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা ও সদস্যগণের মধ্যে বন্টন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

গ) সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায় সমিতি আইন/০১ ও সমবায় বিধিমালা/০৪ এর আলোকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে তদারকি, সমিতি পরিদর্শনসহ বিধিবদ্ধ অডিট সম্পাদন করা।

ঘ) সমবায় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনে বাজেট অনুমোদন সমবায় বিভাগের কার্যের অংশ হিসাবে গণ্য।

ঙ) সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহের অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে সংগঠিত অনিয়ম এবং অর্থ আত্মসাৎজনিত বিষয়ে সমবায় সমিতি আইন ও প্রচলিত আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা।

চ) কৃষি ক্ষেতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান করা ।

ছ) কৃষি সমবায় সমিতিগুলিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র কৃষকগণের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এইরূপ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শেরপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ও শেরপুর জেলা সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক লিঃ নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান ঋণ কার্যক্রম করে থাকে।

উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় ঃ

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিম্ন লিখিত কার্যাবলী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করে থাকেন ঃ

- Implementation of the Earth Work Project (Food for works), Responsible for Estimating, Costing and Supervision of the Earth Work Projects.
- Implementation of Construction Projects, Bridges & Culverts. Ensure the total quality of the project.
- Forming the Project Committees, Floating Tender, Monitoring and Evaluation of different projects.
- Implementation of Disaster Risk Reduction Program, VGF & VGD Program.
- Management & Implementation of Relief and Rehabilitation Programs.
- Fund Release of the entire Project.
- Performing other duties vested by Higher Authorities and by the Government.

www.pathagar.com

উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	লিংগ ভিত্তিক		শূন্য পদের সংখ্যা
			পুরুষ	মহিলা	
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১	০১	০১		
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	০১		
মোট	০২	০২	০২		

২০০৫-২০০৬ থেকে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বৎসর (০৩ বছর) পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর ক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা			মোট বরাদ্দের পরিমাণ	
		খাদ্য শস্য	টাকা	মোট	টাকা	খাদ্যশস্য (মে.টন)
১	২		৩	৪	৫	৬
১	কাবিখা	১৪২টি	৪৭	১৮৯টি	৪৩৯৮৬০০/-	৯৭১.০০ মে. টন
২	টি.আর	৭৩৪টি	-	৭৩৪ টি	-	১১৮০.০০ মে. টন
৩	সেতু	-	০৪টি	০৪ টি	৪৭৫৬৬৯১/-	-
	সর্বমোট	৮৭৬ টি	৫১ টি	৯২৭ টি	৯১,৫৫,২৯১/-	২১৫১ মে. টন

২০০৫-২০০৬ থেকে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বৎসর (০৩ বছর) পর্যন্ত বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর ক্ষেত্র	উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট বরাদ্দের পরিমাণ		মন্তব্য
			টাকা	খাদ্যশস্য	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ভিজিডি	৭৪৫৯ জন	-	৪১৮২.৭৮০মে.টন	
২	ভিজিএফ	৬৩৪৫০ জন	-	৪৬৭৭.০০.মে.টন	
৩	ঝুঁকিহ্রাস	১৬৮ জন	১২,৮০০০/-		
৪	গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী	১২৭৭ জন	২৪,১৭০০	-	
৫	খয়রাতি (জি.আর)	৩৪৯৬৭ জন	৬৭৩৩৫০/-	১৫৮.০ মে.টন	
৬	ত্রাণ সামগ্রী (কম্বল)	২৭৭০ জন	-	-	
৭	ত্রাণ সামগ্রী (শীত বস্ত্র)	৭৩৭৫ জন			
৮	ঢেউ টিন	৬৫ জন			১৩২ বান্ডেল
৯	অন্যান্য				
সর্বমোট		১,১৭৫৩১ জন	৪৩৭০৩৫০/-	৯০১৭.৭৮ মে.টন.	

www.pathagar.com

উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মকর্তা		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
১	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	০১	০১	-	-
২	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	০১	০১	-	-
৩	এম. এল. এস. এস	০১	০১	-	-

উপজেলা নির্বাচন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সহ আইডি কার্ড ও ভোটার ডাটাবেইজ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনে রেজিস্ট্রেশন অফিসার ও সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

২। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রিটানিং অফিসার ও পৌরসভা নির্বাচনে সহকারী রিটানিং অফিসার এর দায়িত্ব পালন করা ।

৩। জাতীয় সংসদ নির্বাচন, গণভোট সহ উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটিকর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করা।

৪। ভোট কেন্দ্র স্থাপন ও ভোটকেন্দ্রের তালিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা ।

৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬। ভোটার তালিকা, ব্যালট বাক্স ও অন্যান্য নির্বাচনী মালামাল সংরক্ষণ।

৭। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচন কমিশনে সরবরাহ করা।

www.pathagar.com

উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এর কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	লিঙ্গ ভিত্তিক		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	১	-	-
কনিষ্ঠ পরিসংখ্যান সহকারী	২	২	২	-	-
চেইনম্যান	১	১	১	-	-
মোট	৪	৪	৩	-	-

কর্মপরিধি ঃ

১। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর আদম শুমারী (লোক গণনা)।

২। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর কৃষি শুমারী (জমিজমা এবং কৃষি সম্পর্কিয়)।

৩। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর অথনৈতিক শুমারী খানার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও খানার আয় ব্যয়ের হিসাব।

৪। প্রতি মাসে বাজার দর সংগ্রহ (বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং খাদ্য সামগ্রী)।

৫। নির্বাচিত ৬ টি এলাকায় মাসিক জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-তালাক, আগমন বহিতে হিসাব সংগ্রহ।

৬। মাসিক কৃষি মজুরী (খোরাকী ছাড়া এবং খোরাকী সহ)।

৭। দাগ গুচ্ছ জরিপ (বছরে ৪বার) প্রতিটি ইউনিয়নে দাগ গুচ্ছের অবস্থান। মোট দাগগুচ্ছ ৩৯টি।

৮। ফসল কর্তন ঃ বিভিন্ন প্রধান কর্তন যেমন- আমন, আউস, বোরো, পাট, গম গোল আলু দাগ গুচ্ছ ভিত্তিক সার্কেল পদ্ধতিতে লোহার দণ্ড মারফত কর্তন।

৯। ১১০ টি অস্থায়ী এবং স্থায়ী ফসলের হিসাব প্রেরণ।

১০ বিভিন্ন প্রধান ফসলের পূর্বাভাস জরিপ (ধান, পাট, গম, আলু)।

১১। বিভিন্ন প্রধান প্রধান ফসলের মূল্য ও উৎপাদন খরচ জরিপ।

১২। গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগি প্রাক্কলন জরিপ।

১৩। ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান।

১৪। অস্থায়ী ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন।

www.pathagar.com

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)-এর কার্যালয় ঃ

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, আর্সেনিক টেস্ট, কেয়ারটেকার প্রশিক্ষণ এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ উদ্বুদ্ধকরণ কার্য পরিচালনা।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ			শূন্য পদের সংখ্যা
				পুরুষ	মহিলা	
১	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১	১	১		
২	ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট	১	১	১		
৩	নলকূপ মেকানিক	৪	১	১		৩
৪	পিয়ন	১	১	১		
৫	চৌকিদার	১	১	১		
৬	ম্যাশন	২	২	২		
৭	লেবার	২	২	২		
মোট		১২	৯	৯		৩

এক নজরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শেরপুর উপজেলা কর্তৃক স্থাপিত বিভিন্ন পানীয় জলের উৎস এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র ঃ

অগভীর নলকূপ						গভীর নলকূপ						রিংওয়েল			মোট নলকূপ			ল্যাট্রিন		ডাস্ট-বিন স্থাপন	স্যানিটারি ল্যাট্রিনের কভারেজ (%)
৬নং অগভীর নলকূপ			অগভীর তারা নলকূপ			৬নং গভীর নলকূপ			গভীর তারা নলকূপ									স্বল্প মূল্যের রিং স্লাবযুক্ত স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ	কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন		
চালু	অকেজো	মোট	চালু	অকেজো	মোট	চালু	অকেজো	মোট	চালু	অকেজো	মোট	চালু	অকেজো	মোট	চালু	অকেজো	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
৩৩১৫	৪১	৩৩৫	৪৪১	৩৮	৪৭৯	১৪৫	২	১৪৭	১৭	০	১৭	৫০	০	৫০	৩৯৬	৮১	৪০৪	৬৫২৯ সেট	৩২ টি	২ টি	৭৫%

www.pathagar.com

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ঃ

বিগত শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় শিল্পের প্রসার ঘটায় এ এলাকায় নিয়মিত খাদ্য ও জরুরী দ্রব্যাদির সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ তা' আরো অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার কর্তৃক ১২ সদস্য বিশিষ্ট খাদ্য কমিটির মাধ্যমে বিতরণ ও ব্যবস্থা চালু করা হয়। জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে এ ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৪২ সালে ঘূর্ণিঝড়, ভারত বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, বার্মা সীমান্তে জাপান ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধসহ বিভিন্ন কারণে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। এ বৎসরই খাদ্য ও জরুরী দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিভিল সাপ্লাই বা বেসামরিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করে। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগকে স্থায়ী বিভাগে রূপান্তরিত করা হয়। দেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রী করণ, উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন ও ১৯৮৪ সালে খাদ্য বিভাগের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের ফলে খাদ্য বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে এবং খাদ্য শস্য উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বাজারদর স্থিতিশীল থাকায় রেশনিং প্রথা বাতিল, মজুদ বিরোধী আইন স্থগিত করায় খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম কিছুটা সংকুচিত হলেও অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ সরকারী বিতরণ ব্যবস্থায় বিরাট অবদান রাখছে।

কার্যাবলী ঃ

১। উপজেলার খাদ্য বিভাগের প্রশাসনিক, বাজেট প্রণয়ন, হিসাব পর্যালোচনা, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, গুদামে সংরক্ষিত খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি, বাড়তি, হ্যান্ডলিং ক্যারিং তথ্যাবলী পর্যালোচনা/ পরিচালনা করা।

২। খাদ্য শস্যের উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান, খাদ্য শষ্যের বাজার ফ্লোর প্রাইসের উপর রাখা, নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা। সরকারী সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা।

৩। সরকারের খাদ্য কর্মসূচী (দারিদ্র বিমোচন, উন্নয়ন কর্মসূচী) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী বরাদ্দ অনুসারে বিতরণ আদেশ জারী ও সরাবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৪। উপজেলায় উদ্বৃত্ত সংগৃহীত খাদ্য শস্য জেলার বাহিরে ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রয়োজন বোধে জেলার বাহির হতে খাদ্য শস্য আনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। গুদামে খাদ্য শস্য গ্রহণ, বিলি বিতরণ, প্রেরণ ও সরকারী নির্দেশ মোতাবেক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। উপজেলার অধীন স্থাপিত চালকল পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। খাদ্য শস্যের বাজার মনিটরিং ও পণ্যের (ধান/চাল/গম) মূল্য স্থিতিশীল এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ লাঘবে ওএমএস কার্যক্রমসহ স্বল্প মূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। দেশের যে কোন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে (অতি খরা, অতি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস, অগ্নি, দুর্বিপাক) মোকাবিলায় ত্রাণ হিসেবে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়-এর জনবল ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরতপদ		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	১	১	-	
২	খাদ্য পরিদর্শক	১	১	-	-
৩	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	১	১	-	-
৪	নিম্মান সহকারী	১	১	-	-
৫	সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা(এলএসডি)	১	১	-	-
৬	খাদ্য পরিদর্শক (এলএসডি)	২	২		
৭	উপ-খাদ্য পরিদর্শক (এলএসডি)	৭	৭		
৮	সহঃ উপ-খাদ্য পরিদর্শক (এলএসডি)	৭	৭		
৯	দারোয়ান (এলএসডি)	১৪	১৪		
১০	ঝাড়ুদার (এলএসডি)	২	২		

উপজেলায় অবস্থিত গুদামের নাম শেরপুর এলএসডি-০১ ধারণ ক্ষমতা ৬,৫০০,০০০ মেঃ টন ।

পুলিশ স্টেশন ঃ

উপজেলা পুলিশ স্টেশনটি থানা নামে পরিচিত । পুলিশ স্টেশনের প্রধান হলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা (ওসি) পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বাবলীর মধ্যে আছে-

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা ।
অপরাধ তদন্ত এবং প্রতিরোধ করা ।
গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করা ।
জন-নিরাপত্তা এবং ভিআইপিদের নিরাপত্তা বিধান ।
জন শৃঙ্খলার উন্নয়ন ।
জন সাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাপনের বিচ্যুতি ঘটায় এমন সকল বিষয় প্রতিরোধ ।
জন জীবনের যেকোন অস্বাভাবিক বিচ্যুতিতে প্রযোজ্য আইনানুগ দায়িত্ব পালন ।

অন্যান্য দায়িত্বাবলীর মধ্যে যেমন- পুলিশ আইন, অপরাধ আইন এবং সরকারের যে কোন আইন-কানুন পালন ও প্রয়োগ করা ।

www.pathagar.com

শেরপুর থানার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদের সংখ্যা (জনবল কাঠামো) ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	কর্মরত		শূন্যপদ
				পুরুষ	মহিলা	
১	ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা	০১	০১	০১	-	-
২	এস,আই	১০	১০	০৯	০১	-
৩	এ, এস, আই	০৪	০৬	০৪	০২	-
৪	কনস্টেবল	২৭	২৯	২৮	০১	-
মোট		৪২	৪৬	৪২	০৪	-

সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, শেরপুর ঃ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেজিস্ট্রী পরিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আদায়কারী শীর্ষস্থানীয় বিভাগের অন্যতম। ১৯০৮ সালের ১৬ নং আইনটি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ আইনরূপে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড সৃজন, সংরক্ষণ এবং রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সেবা করাই রেজিস্ট্রারিং অফিসারের মুখ্য কাজ।

রেজিস্ট্রেশন কোন কোন বিষয়ে সম্পন্ন করতে পারে না ঃ

১। কেবল রেজিস্ট্রেশন কোন দলিলের সম্পাদন সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে না।

২। কেবল রেজিস্ট্রেশন সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার, স্বত্ববান বা বিশ্বস্ততা প্রমাণ করে না।

৩। যে দলিল মুলতঃ প্রতারণামূলক, বে-আইনী বা আইন বহির্ভূত রেজিস্ট্রেশন সেই দলিলকে বৈধতা প্রদান করে না।

নিম্নে রেজিস্ট্রারিং অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

দলিল রেজিস্ট্রীকরণ এবং দলিল রেজিস্ট্রীর মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব আদায়ই একজন রেজিস্ট্রারিং অফিসারের প্রাথমিক কর্তব্য। দলিল রেজিস্ট্রীর জন্য গ্রহণের পর এর বালামভুক্তি এবং সূচীকরণ করতঃ ঐ রেকর্ডপত্রাদি নিরাপদে সংরক্ষণ এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করণের জন্য কেবলমাত্র রেজিস্ট্রারিং অফিসারই এককভাবে দায়ী থাকেন। সুতরাং উক্ত রেজিস্ট্রীকরণে রেজিস্ট্রারিং অফিসারের কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

* **প্রথমত ঃ** দলিল দাখিল হলে দলিলটির গ্রহণযোগ্যতা আছে কি না।
* **দ্বিতীয়ত ঃ** যথারীতি দাখিলকৃত দলিল রেজিস্ট্রীরযোগ্য কি না।
* **তৃতীয়ত ঃ** দলিলটি রেজিস্ট্রীযোগ্য বিবেচিত হলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

www.pathagar.com

দলিল দাখিল হলে তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। দলিলটি সঠিক অফিসে দাখিল করা হয়েছে কি না।

২। এটা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত/স্ট্যাম্প ডিউটি হতে রেহাই প্রাপ্ত কি না।

৩। দলিলটি জেলার প্রচলিত ভাষায় লিখিত কি না। লিখিত না হলে জেলার প্রচলিত ভাষায় একটি অনুবাদ এবং অবিকল নকল দলিলের সাথে সংযুক্ত আছে কি না।

৪। দলিলের কোন পংক্তির মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষা-মাজা বা পরিবর্তন থাকলে দলিলের শেষে যথাযথভাবে সত্যায়িত নোট বা কৈফিয়ত লিপিবদ্ধ আছে কি না।

৫। রেজিস্ট্রেশন আইন ও বিধি অনুযায়ী বর্ণিত সম্পত্তির এমন বর্ণনা আছে কি না যা এটাকে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য উইল দলিলের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়।

৬। দলিলটি উইল ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের দলিল হইলে রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়েছে কি না।

৭। দলিলটি উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কি না।

৮। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিলকৃত কিনা।

* দলিলটি গ্রহণের পর রেজিস্ট্রারিং অফিসারের বিবেচ্য বিষয় হবে দাখিলকৃত দলিলটির রেজিস্ট্রীকরণের যোগ্য কিনা। নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে স্থির করবেন দলিলটি রেজিস্ট্রীর জন্য গ্রহণ অথবা অগ্রাহ্য করবেন কিনা।

ক) যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির ও সম্পদ স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় তা হলে রেজিস্ট্রারিং অফিসার দালিলটির সম্পাদন যদি অস্বীকার করেন তখন রেজিস্ট্রারিং অফিসার দলিলটির রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করবেন।

খ) দলিল সম্পাদনকারী দলিলটির সম্পাদন যদি অস্বীকার করেন তাহলে রেজিস্ট্রারিং অফিসার দলিলটির রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করবেন।

গ) যদি দলিল সম্পাদনকারী নাবালক, নির্বোধ বা পাগল/উম্মাদ প্রতীয়মান হন রেজিস্ট্রারিং অফিসার উক্ত দাতাগণের দলিল রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করবেন।

ঘ) দলিল দাতার পরিচয় নিশ্চিত না হলে সম্বন্ধে রেজিস্ট্রারিং অফিসার দলিল রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করবেন।

ঙ) যদি নির্ধারিত ফিস বা জরিমানা পরিশোধ করা না হয় তা হলে রেজিস্ট্রারিং অফিসার দলিলটির রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করবেন।

এ ছাড়া আইন, বিধিমালা, সংবিধিবদ্ধ আদেশাবলী ও সরকারী প্রজ্ঞাপনসমূহ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর অধীনে সরকারী বিধিমালা ও ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত বিভাগীয় উপদেশ ও আদেশাবলী এবং সর্বশেষ রেজিস্ট্রেশন আইনের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আইনসমূহের আলোকে দলিলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা রেজিস্ট্রারিং অফিসারের কর্তব্য।

www.pathagar.com

উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তার কার্যালয় ঃ

জনবল কাঠামো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	কর্মকর্তা		শূন্যপদ
				পুরুষ	মহিলা	
১	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	০১	-	-	-	০১
২	উপজেলা আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষক	০২	০২	০১	০১	-

বিভাগীয় কার্যক্রম ঃ

০১। উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যক্রম পরিচালনা করা।
০২। গ্রাম ভিত্তিক ভিডিপি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।
০৩। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ করা।
০৪। আইন শৃংখলা রক্ষায় সহযোগিতা করা।
০৫। নির্বাচন, দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার প্রয়োজনে আনসার ভিডিপি নিয়োগ করে সরকারী উদ্যোগ সফল করা।
০৬। বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচীতে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দিয়ে সহায়তা করা।
০৭। প্রাকৃতিক দুযোগ মোকাবেলায় আনসার ভিডিপিদের কাজে লাগানো।

শেরপুর উপজেলায় আনসার ও ভিডিপি সদস্যের সংখ্যা ঃ

উপজেলা আনসার কোম্পানী ঃ ১০০
উপজেলা আনসার প্লাটুন ঃ ৩২
মোট ঃ ১৩২

ক্রমিক নং	পৌরসভা/ইউনিয়ন	আনসার	ভিডিপি (পুরুষ)	ভিডিপি(মহিলা)	মোট
০১	পৌরসভা	৩২ জন	২৮৮ জন	২৮৮ জন	
০২	কামারেরচর	৩২ জন	৪১৬ জন	৪১৬ জন	
০৩	চরশেরপুর	৩২ জন	৭০৪ জন	৭০৪ জন	
০৪	চরমোচারিয়া	৩২ জন	৩৮৪ জন	৩৮৪ জন	
০৫	চরপক্ষীমারী	৩২ জন	৫৪৪ জন	৫৪৪ জন	
০৬	লছমনপুর	৩২ জন	৫৭৬ জন	৫৭৬ জন	
০৭	বাজিতখিলা	৩২ জন	৫৪৪ জন	৫৪৪ জন	
০৮	পাকুরিয়া	৩২ জন	৮৯৬ জন	৮৯৬ জন	
০৯	ধলা	৩২ জন	৫৭৬ জন	৫৭৬ জন	

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	পৌরসভা/ইউনিয়ন	আনসার	ভিডিপি (পুরুষ)	ভিডিপি(মহিলা)	মোট
১০	গাজীরখামার	৩২ জন	৪৪৮ জন	৪৪৮ জন	
১১	ভাতশালা	৩২ জন	৫১২ জন	৫১২ জন	
১২	কামারিয়া	৩২ জন	৩৮৪ জন	৩৮৪ জন	
১৩	বলাইরচর	৩২ জন	৩৫২ জন	৩৫২ জন	
১৪	রৌহা	৩২ জন	২৮৮ জন	২৮৮ জন	
১৫	বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি	৩২ জন	৩২০ জন	৩২০ জন	
মোট		৪৮০	৭২৩২ জন	৭২৩২ জন	

উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা-এর কার্যালয় ঃ

সোনালী আঁশ পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের পাট ঐতিহ্যগত ভাবে বিশ্বের সেরা। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পাটের অবদান হ্রাস পেলেও পাটজাত পণ্য পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে সরকার পাট অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৪ সাল থেকে সমন্বিত উফশী পাট ও পাট বীজ উৎপাদন শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাট উৎপাদনকারী ৩৫ টি জেলার ১০০ টি উপজেলায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন হচ্ছে।

উপজেলা পাট অফিসের জনবল ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মকর্তা		শূন্যপদ
			পুরুষ	মহিলা	
০১	উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১	০১	-	-
০২	পাট উন্নয়ন সহকারী	০১	-	-	০১

কার্যক্রম ঃ

০১। আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের পাট বীজ ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ মান সম্পন্ন পাট ও পাট বীজ উৎপাদনে চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ ।

০২। অধিক পাট চাষের মাধ্যমে সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি, শস্যপর্যায় সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক তন্তু দ্বারা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের পরিবর্তে পাট ও পাট জাত দব্য সামগ্রী ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টিই এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

৬. কারিগরী/বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), শেরপুর ঃ

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শেরপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন জমিদার সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী ও জানেন্দ্র মোহন চৌধুরীদ্বয়ের বাড়িতে কৃষি স্কুল হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে এতে দু' বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে এতে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে চাকরীকালীন প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে অভিহিত হয়ে ২ বছর মেয়াদী এবং ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়। বর্তমানে ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। ১৯৯৩ সাল থেকে চাকুরীরত বিএসদের (বর্তমানে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা) দূরশিক্ষণ কৃষি ডিপ্লোমা মেক-আপ কোর্সেরও প্রশিক্ষণ হয়। ২০০০ সাল থেকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের মুখোমুখি ও দূরশিক্ষণ উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষা চালু হয়। এ ছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠান এইচএসসি পরবর্তী ৩ বছর মেয়াদী ৬ সেমিস্টার বিশিষ্ট বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বি,এগ,এড, কোর্সের টিউটরিয়াল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ, প্রশিক্ষকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন ৩৫ জন। প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকের দু'টি পদ এবং কর্মচারী পর্যায়ের ১১ পদ শূন্য রয়েছে। ইনস্টিটিউটের মোট জমির পরিমাণ ৪১.৯২ একর। আবাদি জমি ২৩.৫০ একর, বিল্ডিং ও রোড ১২.২৬, খেলার মাঠ ১.৩০ একর, পুকুর- ৪.৮৬ একর।

এটিআই -এর কার্যক্রম পরিচালিত হয ৪ টি শাখার মাধ্যমে ঃ

ক) একাডেমিক শাখা (খ) খামার শাখা (গ) প্রশিক্ষণ শাখা ও (ঘ) প্রশাসনিক শাখা।

আবাসিক সুবিধাসমূহ ঃ

ক) গেস্ট হাউস- ০১টি। খ) প্রশিক্ষকদের বাসভবন- ১টি। গ) কর্মচারীদের বাসভবন - ৬টি, ঘ) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসভবন- ৭টি, ঙ) কুক শেড - ৩টি, চ) লেবার শেড - ৪টি,

খামার সুবিধাদি ঃ

ক) গোয়ালঘর - ১টি, খ) ওভার হেড ট্যাংক- ১টি, গ) পাম্প- ১টি, ঙ) পোল্ট্রিলড- ১টি, চ) প্রোসিং ফ্লোর - ১টি। ভৌত কাঠামো ঃ ১) হোস্টেল (ছাত্রাবাস) ১৮০ জনের থাকার ব্যবস্থা, ২) হোস্টেল (ছাত্রীবাস) ৩০ জনের থাকার ব্যবস্থা, ৩) ট্রেনিং কক্ষ- ১টি, ৪) কম্পিউটার কক্ষ- ১টি, ৫) লাইব্রেরী রুম

www.pathagar.com

- ১টি, ৬) ল্যাবরেটরী রুম- ৩টি, ৭) ওয়ার্কশপ- ১টি, ৮) খামার অফিস - ১টি, ৯) টেলিফোন- ২ টি, ১০) গুদাম- ২টি ।

প্রশিক্ষণ সুবিধাদি ঃ

(১) স্লাইড প্রজেক্টর (২) ও, এইচ, পি (৩) ভিসিপি (৪) টেলিভিশন (৫) কম্পিউটার (৬) টুইন ওয়ান (৭) ক্যামেরা ।

ভৌত সুবিধাদি ঃ

(১) আবাদী জমি -২২.০০ একর, (২) পুকুর- ৮টি, (৩) নার্সারী-১ টি, (৪) ফলজ গাছ-৭২৪ টি, (৫) ঔষধি গাছ-৩১ টি, (৬) ফুল ও শোভাবর্ধক গাছ- ৯০ টি, (৭) কাঠ জাতীয় গাছ- ১০৩ টি ।

শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভাতশালা, শেরপুর ঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের "বিদ্যমান ২০ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর আধুনিকীকরণ ও ১৮ টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন" (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৪ খ্রিঃ উপজেলার ভাতশালা এলাকায় ২ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট । এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ ১ জনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ইনস্ট্রাক্টর ও কর্মকর্তার সংখ্যা ২২ জন । কর্মচারীর সংখ্যা ৩৩ জন ।

পাঠদানের বিষয়সমূহ ঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত ০৪ (চার) বছর মেয়াদী সিভিল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স ও এনভায়রণমেন্টাল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং । বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমানে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৪০৮ জন ।

ইনস্টিটিউটের অন্যান্য সহপাঠ ক্রমিক কার্যক্রম ঃ

১। **ইনস্টিটিউট ডে ঃ** প্রতি শিক্ষা বর্ষে ক্লাশ শুরুর প্রথম দিবসটি ইনস্টিটিউট ডে হিসেবে পালন করা হয়। উক্ত দিনে ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। যেমন বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

২। **অভিভাবক দিবস ঃ** প্রত্যেক পর্বের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের দিন হতে পরবর্তী শুক্রবারে অভিভাবক দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিনে অভিভাবকগণকে ইনস্টিটিউটে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাঁদের ইনস্টিটিউট ও একাডেমিক সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

www.pathagar.com

৩। **জাতীয় দিবসসমূহ পালন ঃ** মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। তাছাড়াও অত্র ইনস্টিটিউটে রোভার স্কাউট, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী রয়েছে।

সম্প্রতি ইনস্টিটিউটটে ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে যার মেইল নম্বর prinshipa@yahoo.com ছাত্র/ছাত্রীরা যাতে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ ইনস্টিটিউটটি নতুন প্রতিষ্ঠিত বিধায় চূড়ান্ত পর্বসমাপনী পরীক্ষা এখন কোন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহন করেননি। তবে আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০০৮ সালে ৮ম পর্বের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রথম বারের মতো চূড়ান্ত পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ঃ

শেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদসহ চীফ ইন্সট্রাক্টর ০৪, ইন্সট্রাক্টর (টেক) ০৪, ইন্সট্রাক্টর (নন টেক) ০৬ ও জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ০৮ সর্বমোট ২৩ টি পদ আছে। কর্মচারীর পদ ১০, কর্মরত আছেন ০৯ জন, শূন্য পদ-০১ টি। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নবম শ্রেণীতে ২৪৫ জন, দশম শ্রেণীতে ২২৬ জন, একাদশ শ্রেনীতে ৪৫ জন, দ্বাদশ শ্রেণীতে ৩৭ জন, সর্বমোট ৫৫৩ জন।

পাঠদানের ট্রেড সমূহ ঃ ক) কম্পিউটার, খ) ড্রেসমেকিং, গ) ইলেকট্রিক্যাল, ঘ) পোল্ট্রি ।

বিগত ০৩ বছরের এসএসসি (ভোক) পরীক্ষার ফলাফল ঃ

পরীক্ষার সন	পরীক্ষার্থী	পাসের সংখ্যা	পাসের হার
২০০৭	১২৬	৭৬	৬০%
২০০৬	১২৭	৮৩	৬৫%
২০০৫	৬৬	৬১	৬১%

www.pathagar.com

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাতশালা, শেরপুর ঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০১ সালে শেরপুর উপজেলার ভাতশালা এলাকায় ৩.০৮ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের গবাদী পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলা কৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। যুবকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞান দান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের ২৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছেন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৭৮৮ জন যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, সাপমারী, শেরপুর ঃ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৮ সালে শেরপুর উপজেলার অর্ন্তগত সাপমারী, গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এই প্রতিষ্ঠানটি এখানকার আসন সংখ্যা ১০ (দশ)।

এটি একটি আবাসিক অন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১ম থেকে ১০ ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে সমন্বিত ভাবে শিক্ষা দান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সাপমারী উচ্চ বিদ্যালয় ভাতশালা শেরপুর এর সাথে সমন্বিত ভাবে প্রচলিত কারিকুলামেই অন্ধ শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করে থাকে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ১০ জন অন্ধ শিক্ষার্থী আবাসিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করছে। সরকার তাদের আবাসিক সুযোগ সুবিধাসহ লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করছেন। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলের অন্ধদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ১ জন রিসোর্স শিক্ষক (২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা) ও ৩ জন সরকারী কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), শেরপুর ঃ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৬ খ্রিঃ ২১ অক্টোবর শেরপুর শহরের চাপাতলী এলাকায় ১.৬৪ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), শেরপুর।

আসন সংখ্যা	ঃ	১০০ (একশত)
ভৌত অবকাঠামো	ঃ	(১) নিবাসীদের ডরমিটরী ১ টি (৫ তলা বিশিষ্ট ভবন) (২) অফিস কার ট্রেনিং সেন্টার ১ টি (৪ র্থ তলা বিশিষ্ট ভবন) ৩য় ও ৪র্থ তলার কাজ চলছে।
জনবল	ঃ	মোট ১৭ জন কর্মরত ১৫ জন।

প্রতিষ্ঠান প্রধান উপ-তত্ত্বাবধায়ক (১ম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা) কর্মরত।

www.pathagar.com

শিক্ষা কর্মসূচী	ঃ	প্রি- প্রাইমারী স্কুল- (শিশু - ২য় শ্রেণী ০ - ৩৫ জন। প্রাইমারী স্কুল ৩য় - ৫ম শ্রেণী) ৩৬ জন। হাইস্কুল ৬ষ্ঠ- ১০ ম শ্রেণী) ২৭ জন। এইচএসসি ২ জন।
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	ঃ	১) সেলাই প্রশিক্ষণ । ২) পোল্ট্রি এ্যান্ড ভেজিটেবল্‌স গার্ডেনিং প্রশিক্ষণ।

বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ নিবাসী প্রতি সর্বমোট মাসিক বরাদ্দ ১,২০০/- টাকা। উক্ত টাকা নিবাসীদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, তৈল সাবান সহ অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হয়।

১০০ আসন বিশিষ্ট সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা) শেরপুরে এতিম ও অসহায় শিশুদের সরকারী খরচে লালন পালনসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শেরপুরে এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলের দরিদ্র, অবহেলিত ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত পিতৃ-মাতৃহীন বালিকা শিশুরা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে ফলে তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

৭. শেরপুরের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শেরপুর সরকারী কলেজ, শেরপুর ঃ

শিক্ষার আলো যখন সারাদেশে বিস্তৃত ছিল তখনো শেরপুরে ছিল না কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই মরহুম খন্দকার আব্দুল হামিদ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন শেরপুর-এর কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সনের ১ জুলাই জি. কে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যায়ামাগারেই শুরু হয় এ বিদ্যাপীঠের যাত্রা। ১৬ মাস এ ভাবে চলার পর ১৯৬৫ সনের নভেম্বর মাসে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান ক্যাম্পাসে স্থাপিত হয় এ কলেজ। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব কেতাব উদ্দিন আহম্মেদ। ১৯৮০ সালের ১ মার্চ কলেজটি সরকারী করণ হয়। জন্মলগ্ন থেকেই কলেজটিতে সহ শিক্ষা বিদ্যমান। কলেজে বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৫০ জন, সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৫৯। নতুন ৫৭ টি পদ সৃষ্টি প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫,০১০ জন। কলেজটিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ৪০ জন।

যে সব কোর্স চালু আছে ঃ

১। উচ্চ মাধ্যমিক ঃ মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা।

২। ডিগ্রী পাস কোর্স ঃ বিএ; বিএসএস; বিএসসি; বিবিএস।

৩। অনার্স কোর্স ঃ

ক) বাংলা	খ) ইংরেজী	গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ঘ) অর্থনীতি	ঙ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	চ) দর্শন
ছ) ইসলামী শিক্ষা	জ) হিসাব বিজ্ঞান	ঝ) ব্যবস্থাপনা
ঞ) পদার্থ বিদ্যা	ট) রসায়ন	ঠ) গণিত
ড) প্রাণী বিদ্যা	ঢ) উদ্ভিদ বিদ্যা	

৪। মাস্টার্স কোর্স ঃ

ক) বাংলা	খ) ব্যবস্থাপনা	গ) গণিত
ঘ) প্রাণিবিদ্যা	ঙ) রসায়ন (সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে)	

এছাড়াও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এইচএসসি প্রোগাম (মানবিক শাখা) এবং বিএ; বিএসএস প্রোগ্রাম চালু আছে।

www.pathagar.com

শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ ঃ

দীর্ঘ ন' মাস রক্তরঞ্জিত সংগ্রামের পর বাংলার সুনীল আকাশে উদিত হলো স্বাধীনতার লাল সূর্য। তার অব্যবহিত পরেই ৭১ এর সূর্যস্নাত বিজয়ের কতিপয় সৈনিক এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির প্রাণের ছোঁয়ায় শেরপুরের প্রাণ কেন্দ্র শেরপুর শহরের গোপালবাড়ি এলাকায় প্রয়াত জমিদার গোপাল চন্দ্র দাস চৌধুরীর পরিত্যক্ত বসত বাড়ির নিকুঞ্জ ছায়ায় অবহেলিত জনগোষ্ঠির নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭ জুলাই একটি স্বর্ণোজ্জল দিনে স্থাপিত হলো শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ। যাঁরা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শাহাজাদী জাহানারা ওয়াজেদ গারো পাহাড়ের পাদদেশে উপজাতি অধ্যুষিত শিক্ষায় পশ্চাদপদ শেরপুরে নারী শিক্ষা প্রসারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ৩৬ বছরের সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে সেই কলেজ আজ কিশলয় থেকে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

জমিদার আমলের কারুকার্যখচিত প্রশাসনিক ভবন, তিনতলা কলা ভবন, চারতলা বিজ্ঞান ভবন, অধ্যক্ষের বাসভবন, তিনতলা ও চারুকলা বিশিষ্ট তিনটি পৃথক ছাত্রী নিবাসসহ আরও কয়েকটি ভবন বেষ্টিত শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ আজ অবকাঠামোগত দিক থেকে সমৃদ্ধ। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সুবিমল শান্ত এবং সহপাঠক্রম কার্যক্রমের সকল দিক থেকে সাফল্য মন্ডিত ঐতিহ্যবাহী শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ আজ জ্ঞান বিতরণের নন্দন কানন, সবার অহংকার।

শেরপুর মহিলা কলেজের সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

*	মোট জমির পরিমাণ	ঃ ৩.১৮ একর
*	জাতীয় করনের তারিখ	ঃ ০১/১১/১৯৮৪
*	শিক্ষক পদ সংখ্যা	ঃ ৩২ জন
*	ছাত্রী সংখ্যা	ঃ ৮১৯ জন
*	বর্তমান অধ্যক্ষ	ঃ প্রফেসর মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
*	বর্তমান উপাধ্যক্ষ	ঃ জনাব আশীষ চন্দ্র কর
*	কলেজ কোড নং	ঃ মাউশি - ০০৬৬, ঢাকা বোর্ড-৯২৭৫
	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-৫১০৪, উপবৃত্তি-৩৮৯৮৮০৫	
*	পুকুর ০১ টি, ক্যান্টিন	ঃ ০১ টি
*	বাগান-ফলজ ও বনজ বৃক্ষ	ঃ ৩০০ টি

একাডেমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ঃ

বর্তমান চালু কোর্সসমূহ ঃ ক) উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী (মানবিক ও বিজ্ঞান)।
খ) ডিগ্রী পাশ কোর্স - ০৩ বছর মেয়াদী ।
গ) অনার্স কোর্স - ০৪ বছর মেয়াদী ।

www.pathagar.com

পাঠদান পদ্ধতি ঃ নিয়মিত ক্লাশের পাশাপাশি টিউটরিয়াল ক্লাশ ও বিশেষ প্রস্তুতি কোচিং এর মাধ্যমে নিবিড় তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদেরকে পাঠদান করা হয় ।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ টিউটরিয়াল পরীক্ষা, অর্ধবার্ষিক/প্রাক্ নির্বাচনী পরীক্ষা, বার্ষিক/নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হয় ।

সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ঃ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক শিক্ষা সফর, বৈশাখী উৎসব, পিঠা উৎসব প্রতিবছর পালিত হয় ।

শ্রেণী ও শাখাওয়ারী ছাত্রীর সংখ্যা ঃ

একাদশ শ্রেণী	ঃ	মানবিক	-	২৩০
		বিজ্ঞান	-	১৬
দ্বাদশ শ্রেণী	ঃ	মানবিক	-	২২৭
		বিজ্ঞান	-	১৯
স্নাতক (পাস)	ঃ	১ম বর্ষ	-	৬০
		২য় বর্ষ	-	৫৩
		৩য় বর্ষ	-	৭২
স্নাতক (পাস)	ঃ	১ম বর্ষ	-	১১
(বাংলা বিভাগ)		২য় বর্ষ	-	১৮
		৩য় বর্ষ	-	২২
		৪র্থ বর্ষ	-	২২
স্নাতক (পাস)	ঃ	১ম বর্ষ	-	০৪
(দর্শন বিভাগ)		২য় বর্ষ	-	১৩
		৩য় বর্ষ	-	২২
		৪র্থ বর্ষ	-	৩০
		সর্বমোট	=	**৮১৯ জন**

www.pathagar.com

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের সংখ্যা	পাসের শতকরা হার
এইচ. এস. সি	২০০৫	৪২৯	১৩৮	৩২.১৭%
	২০০৬	৩৮৬	১৮২	৪৭.১৫%
	২০০৭	৩৭৬	১৭৪	৪৬.২৮%
ডিগ্রী (পাস)	২০০৫	১৫	১০	৬৬.৬৭%
	২০০৬	৩২	১৫	৪৬.৮৮%
অনার্স (বাংলা)	২০০৫	০৫	০৫	১০০%
অনার্স (দর্শন)	২০০৫	০৩	০৩	১০০%

কলেজের বর্তমান সমস্যাবলী ঃ

ক) প্রশাসনিক ভবন নেই। জমিদার আমলের পুরাতন টিন শেড ঘরে অধ্যক্ষসহ অফিসের কর্মচারীরা বসেন।

(খ) শিক্ষকদের জন্য কোন আবাসিক সুবিধা নেই। একটি শিক্ষক ডরমেটরী নিমার্ণ অতিজরুরী।

(গ) কলেজের একতলা একাডেমিক ভবনটি প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

(ঘ) শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ ও নতুন পদ সৃষ্টি প্রয়োজন।

(ঙ) ছাত্রী নিবাসের সিট সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। নতুন ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করা প্রয়োজন।

শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমী ঃ

শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমী ১৮৮৭ সালের ১ এপ্রিল ইংল্যান্ডের মহারাণীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন তদানীন্তন নয়আনি জমিদার বাড়ির জমিদার রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র চৌধুরী। জানা যায়, একই সময় তিনি প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি উভয় দায়িত্বই পালন করেছেন। যার সময় স্কুলটি একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুল এবং ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী মঞ্জুরী লাভ করে, তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় প্রধান শিক্ষক। বাবু নীরদ চন্দ্র সেন গুপ্ত। তিনি প্রায় ৪০ বছর প্রধান শিক্ষক এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন এই বিদ্যালয়ে ছাত্র বিমল চন্দ্র ওরফে তুলসী বাবু। পরবর্তীকালে যিনি ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা উত্তর বহু চড়াই উৎরাইয়ের পর ১৯৮১ সালে এপ্রিল মাসে শেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমী জাতীয়করণ করা হয়।

www.pathagar.com

এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকেই নয়ানী জমিদার বাড়ির কল্যাণ রায় চৌধুরী ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিযুক্ত হন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশের চুক্তিতে ভারতের পক্ষে প্রধান ডেলিগেট হিসাবে স্বাক্ষর করেন। এই ভাবে এই বিদ্যাপীঠ বহু জ্ঞানী, গুণী, কবি, সাহিত্যিক, ডাক্তার, প্রকৌশলীর জন্ম দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে।

শেরপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঃ

১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়। প্রথমে মক্তব আকারে পরিচালিত হয়। ১৯৫৩ সালে মক্তব থেকে ১ম - ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৫৪ সালে প্রথম মহিলা শিক্ষিকা রেজিয়া বেগম শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে হাইস্কুল হিসাবে চালু হয় তখন এর নাম ছিল কায়দে আজম হাইস্কুল। দেশ স্বাধীনতার পর এর নাম হয় শেরপুর গালর্স হাইস্কুল। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হয়।

জি. কে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ঃ

তৎকালীন জমিদারদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শেরপুর এলাকার জনগণের শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৯১৮ খ্রিঃ গোবিন্দ কুমার পিস মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট (জিকেপিএম) স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি শেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন গোপাল দাস চৌধুরী, শতীন্দ্র কুমার চৌধুরী, সত্যেন্দ্র কুমার চৌধুরী প্রমুখ। স্কুল প্রতিষ্ঠায় যাঁরা সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন- ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী, বাবু মোহিনী মোহন বল, বাবু রবি নিয়োগী ও বসন্ত কুমার দাস। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন নলিনী কান্ত সেন।

শেরপুর উচ্চ বিদ্যালয় ঃ

১৯২০ সালে জুনিয়র মাদ্রাসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে হাই মাদ্রাসা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৯ সালে হাই মাদ্রাসার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৬০ সালে হাই মাদ্রাসার সাথে স্কুল সেকশন চালু করা হয় এবং ১৯৬১ সালে হাই মাদ্রাসার কারিকুলাম বাতিল করা হয়। ১৯৬১ সালের পর থেকে পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুল হিসাবে চালু হয়।

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার সন	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম
কলেজ ঃ					
০১	শেরপুর সরকারী কলেজ	১৯৬৪	মরহুম খন্দকার আঃ হামিদ	জনাব কেতাব উদ্দিন আহম্মেদ	প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম
০২	শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ	১৯৭২	-	শাহজাদা জাহানারা	অধ্যাপক তহুর উদ্দিন
০৩	মডেল গালর্স ইনস্টিটিউট(কলেজ)	১৯৯৫	১। জনাব মোঃ জাহেদ আলী ২। মোঃ লুৎফর রহমান মোহন	সৌমিত্র শেখর	আবু হাসান মোঃ আতাউর রহমান
০৪	কামারেরচর কলেজ	১৯৯২	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান খান	মোঃ দিদারুল ইসলাম	মোঃ দিদারুল ইসলাম
০৫	ডাঃ সেকান্দর আলী কলেজ	১৯৮৬	-	-	অজিত মালাকার
০৬	জমশেদ আলী মেমোরিয়াল কলেজ	২০০১	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন (মিনাল)	এ, এফ, এম, নুর মোহাম্মদ	মোঃ মোরশেদুল আলম (ভারপ্রাপ্ত)
০৭	ইউনাইটেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ	২০০৪	এডভোকেট আবুল হোসেন	প্রফেসর বাবর আলী সরকার	মোঃ সোহরাব আলী (ভারপ্রাপ্ত)
০৮	কসবা টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট	২০০৪	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	মোঃ আরিফুর রহমান	মোঃ আরিফুর রহমান
০৯	শেরপুর মডেল টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ	২০০৪	বেগম রোকসানা আজমেরী	ছায়েদুন আজমেরী	মোঃ নবী হোসেন
১০	শেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	২০০১	-	-	এম এ কামাল জমাদ্দার
মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ঃ					
১১	শেরপুর সরকারী ভিক্টোরিয়া একাডেমী	১৮৮৭	রায় বাহাদুর চারু সি. চৌধুরী	রায় বাহাদুর চারু সি. চৌধুরী	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১২	শেরপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৪৯	পন্ডিত ফছিহুর রহমান	পন্ডিত ফছিহুর রহমান	মোহছিনা খাতুন
১৩	জি.কে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	১৯১৯	জনাব গোপাল দাস চৌধুরী	নলিনী কান্ত সেন	মোঃ আজহার আলী (ভারপ্রাপ্ত)
১৪	মডেল গালর্স ইনস্টিটিউট (স্কুল)	১৯৯৫	জনাব মোঃ আতাউর রহমান মজুমদার	নারায়ন চন্দ্র সাহা	দিলরুবা বেগম (ভারপ্রাপ্ত)
১৫	শেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯২০	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন	মোঃ মঈন উদ্দিন আহম্মদ	মোঃ আবু রায়হান (ভারপ্রাপ্ত)

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার সন	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম
১৬	শেরপুর মেমোরিয়াল হাই স্কুল	১৯৯১	-	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১৭	উত্তরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯২	জনাব মোঃ আব্দুল রাজ্জাক আশীষ	মোঃ মুহসীন আলী আকন্দ	মোঃ মুহসীন আলী আকন্দ
১৮	সাপমারী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯০৭	মরহুম আনু তালুকদার	রজনী কান্ত দত্ত	মোঃ হাবিবুর রহমান
১৯	মুকসুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৩৯	মৃত কলিম উদ্দিন	বাবু এ, কে গুপ্ত (গাদু বাবু)	মোঃ হাবিবুর রহমান
২০	গাজীরখামার উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৩	মরহুম হবিবর রহমান	মোঃ আঃ লতিফ	মোঃ ফজলুর রহমান
২১	কামারেরচর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬১	মরহুম কফিল উদ্দিন সরকার	মোঃ মমেজ উদ্দিন	আলহাজ্ব মোঃ আশরাফ আলী (ভারপ্রাপ্ত)
২২	যোগিনীমুরা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯২০	আলহাজ মাওলানা ফসি উদ্দিন (পীর সাহেব)	মোঃ ইউছুফ	আলহাজ্ব মোঃ আশরাফ আলী (ভারপ্রাপ্ত)
২৩	চরখারচর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭৫	-	মোঃ আহেদ আলী	মোঃ আহেদ আলী
২৪	শেরপুর আফছর আলী আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৮১	শেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	মেশগান মহল সিদ্দিকা	লুৎফুন্নাহার (ভারপ্রাপ্ত)
২৫	কামারেরচর পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৮৭	মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ প্রতিষ্ঠাতা	মোঃ আশরাফ হোসেন	মোঃ আশরাফ হোসেন
২৬	ঘুঘুরাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৮১		ওয়াহেদ আলী	আ,ফ,ম মোজাম্মেল হক
২৭	কামারেরচর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬২	মৃত আবুল কাসেম	মোঃ সামসুজ্জামান	মোঃ আঃ রহমান (ভারপ্রাপ্ত)
২৮	চরজঙ্গলদী আর,এন, উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭২	মীর মোঃ আজগর আলী	উত্তম চাঁদ হোড়	মৃনাল চন্দ্র হোড়
২৯	কামারেরচর বাবনা খোশগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৮৯	মরহুম সামছুল গনি চৌধুরী	মোঃ আব্দুল ওয়াহাব	মোঃ আইয়ুব আলী
৩০	সূর্যদী এ, আহম্মেদ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫৬	মোঃ অছিম উদ্দিন আহমদ	মোঃ আব্দুস সামাদ	মোঃ আসাদুজ্জামান
৩১	চরশেরপুর নুরমোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭০	মরহুম নুর মোহাম্মদ মুন্সী	মরহুম গোলাম রসুল	মোঃ সুরুজ্জামান
৩২	রৌহা এইচ, এ মোল্লা একাডেমী	১৯৬৯	-	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
৩৩	ভীমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৮৭	-	মোঃ আব্দুছ ছালাম	মোঃ আজহারুল হক
৩৪	হরিণধরা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৮১	মৃত ওয়াছিয়র রহমান খান	মোঃ আঃ ছালাম	মোঃ ইকবাল হোসেন
৩৫	গণই শহীদ মোতালেব উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭৩	আলহাজ্ব নিজাম উদ্দিন আহাম্মেদ	মোঃ আবুল হোসেন	মোঃ দুলাল উদ্দিন

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার সন	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম
৩৬	হালগড়া-ফটিয়ামারী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭২	-	মোঃ মোশারফ হোসেন	মুহঃ আব্দুল হামিদ
৩৭	চক সাহাব্দী মোহাম্মদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬২	মৃত- মোহাম্মদ আলী	বিমল ভূষণ দাস	সামছুন নাহার
৩৮	কোহাকান্দা এস,হক উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭০	মোঃ সিরাজুল হক	মোঃ মেজবাহ উদ্দিন	মোঃ ইয়াকুব আলী (ভারপ্রাপ্ত)
৩৯	ফটিয়ামারী নজগর আলী উঁচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭২	নজগর আলী	মোঃ হাবিবুর রহমান	উত্তম চাঁদ হোড়
৪০	মুনশীরচর মতিজাহান উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৭	মোঃ জবেদ আলী সরকার	মোঃ মকবুল হোসেন	মোঃ মোজাম্মেল হক
৪১	ছনকান্দা ডাঃ এমটিহোসেন উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭১	মরহুম হালিম উদ্দিন আহাম্মদ	মোঃ আব্দুস সামাদ	মোঃ আনোয়ার হোসেন, (ভারপ্রাপ্ত)
৪২	ধাতিয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭২	আইন উদ্দিন সরকার	নুর-মোহাম্মদ	মোঃ হাবিল উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত)
৪৩	কুসুমহাটি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭৯	মরহুম জিন্নত আলী	মরহুম জিন্নত আলী	মোঃ এনায়েত হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)
৪৪	বেতমারী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৩	-	মোঃ মেজবাহ উদ্দিন	মোঃ মেজবাহ উদ্দিন
৪৫	খরখরিয়া এস,জি,এম উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৪৬	আতাব উদ্দিন তালুকদার	ইজ্জত উল্যা	মোঃ গোলাম মোস্তফা
৪৬	চরশ্রীপুর হাই স্কুল	১৯৭৩	আমিনুল হক	এনায়েত উল্লাহ	মোঃ আবুল হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)
৪৭	তিরছা বসারিয়া জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৮	প্রফেসর এম,এ রউফ	মোঃ আয়ুব আলী	মোঃ আতর আলী (ভারপ্রাপ্ত)
৪৮	পুটিজানা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৭৩	মোঃ হুরমুজ আলী	মৃত- আকমল হোসেন	মোঃ আমির আলী
৪৯	বাজিতখিলা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৬৬	মৃত-আঃ হামিদ খান	মোঃ আবু সাঈদ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম
৫০	আতিউর রহমান মডেল গার্লস ইনস্টিটিউট	১৯৯৬	মোঃ আতিউর রহমান আতিক	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মোঃ গোলাম হাছান
৫১	আন্ধারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৬	মোঃ আঃ হামিদ	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোছাঃ আঞ্জুমান আরা বেগম
৫২	ইমামবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৬	-	মোঃ শাহজাহান আলী	মোঃ শাহজাহান আলী
৫৩	জঙ্গলদী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৬	-	নাজমুল হক	নাসরিন আক্তার
৫৪	মধ্যবয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯১	-	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ নজরুল ইসলাম
৫৫	কুমরী কাটাজান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৪	-	এ, কে, এম মোখতারুজ্জামান	এ, কে, এম মোখতারুজ্জামান

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার সন	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম
৫৬	নবীনগর আদর্শ বিদ্যাপীঠ	১৯৮৯	-	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মোঃ রফিকুল ইসলাম
৫৭	চরপক্ষীমারী বিদ্যালয়	১৯৯৬	-	মোঃ চাঁন মিয়া	মোঃ চাঁন মিয়া
৫৮	পাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯৮	-	মোঃ জহুরুল হক	মোঃ নওশেদ আলী
৫৯	খুনুয়া চরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২০০২	মাওঃ মোঃ আঃ জলিল	মোঃ কাজল মিয়া	মোঃ কাজল মিয়া
৬০	সুলতানপুর টেকনিক্যাল এন্ড বি, এম ইনস্টিটিউট	২০০৩	মোঃ শহীদুল্লাহ	মোঃ শহীদুল্লাহ	মোঃ শহীদুল্লাহ
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ					
৬১	সাতানীপাড়া জুনিয়র গালর্স ইনস্টিটিউট	১৯৯৬	মোঃ ছাকাওয়াত জামান	মোঃ এমদাদুল হক	মোঃ এমদাদুল হক
৬২	ইলশা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৯৭	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মোঃ সুরুজ্জামান	মোঃ সুরুজ্জামান
৬৩	হেরুয়া আদর্শ নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৯২	-	মোঃ আব্দুল মমিন	মোঃ আব্দুল মমিন
৬৪	শেরপুর নতুন বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৯০	আজিজুল হক চৌধুরী	আঞ্জুমান আরা বেগম	আঞ্জুমান আরা বেগম
৬৫	আলহাজ্ব বাবর আলী জুনিঃ হাই স্কুল	২০০১	আলহাজ্ব মোঃ ইদ্রিস মিয়া	মোঃ আকরামুল আলম	মোঃ আকরামূল আলম
৬৬	রামেরচর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৯৬	মোঃ সুজায়াত আলী	মিসেস রাশেদা বেগম	মিসেস রাশেদা বেগম
৬৭	উমিরণ নেছা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৯৯৯	মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন	সামছুন্নাহার	মোঃ সোলায়মান
৬৮	আমতলা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৯৬	মোঃ তহুরুজ্জামান	মোঃ নুরুজ্জামান আকন্দ	মোঃ নুরুজ্জামান আকন্দ

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসাসমূহের নাম ঃ

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার সন	প্রতিষ্ঠাতার নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম
০১	কুমরী তেঘরিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা	১৯৪৬	মরহুম কাজী হোছাইন আলী	মরহুম আফজল হোসেন	মাওঃ মমতাজ উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত)
০২	ইদ্রিসিয়া আলিম মাদ্‌রাসা	১৯৯১	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	সাদেক আলী	মাওঃ মোঃ ফজলুর রহমান
০৩	কামারেরচর কে,এম,আই সিনিয়র মাদ্‌রাসা	১৯৪২	খোশ মাহমুদ চৌধুরী	মৃত-মাওঃ বায়তুল্লাহ	মাওঃ মোঃ নবী হোসেন
০৪	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা	১৯৭৮	মোঃ আব্দুর রশীদ	আব্দুল হালিম ইবনে হায়াত	মোঃ নুরুল আমীন
০৫	চৈতনখিলা জাব্বারিয়া আলিম মাদ্‌রাসা	১৯৭০	মোঃ আঃ জুব্বার তালুকদার	মোঃ সিরাজুল হক	মোঃ মুনছুর আলী
০৬	কুমরী বাজিতখিলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৮৫	মোঃ কামারুজ্জামান	আঃ বছির	আঃ বাতেন
০৭	ফসিহ উল-উলুম দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৩	আবু রাশেদ মুহাম্মদ বাকের (পীর সাহেব)	আবু রাশেদ মুহাম্মদ বাকের (পীর সাহেব)	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)
০৮	মধ্যবয়ড়া আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৭	মোঃ ইব্রাহিম মন্ডল	মোঃ সুরুজ্জামান	মোঃ সুরুজ্জামান
০৯	কৃষ্ণপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯০	মোঃ শরাফত আলী, সুপার	মোঃ শরাফত আলী	মোঃ শরাফত আলী
১০	দড়িপাড়া পাবলিক দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৫	মোঃ আঃ রেজ্জাক, সুপার	মোঃ আঃ রেজ্জাক	মোঃ আঃ রেজ্জাক
১১	আলীনাপাড়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৮১	ডাঃ মোবারক আলী	মাওঃ আফাজ উদ্দিন	মাওঃ আঃ খালেক (ভারপ্রাপ্ত)
১২	চান্দেরনগর কোহাকান্দা এম,আর দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৬১	মোঃ মজিবুর রহমান	মোঃ মোশাররফ হোসেন	কে,এ,জে,এম ওয়ালী উল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত)
১৩	রঘুনাথপুর তাজুল ইসলাম দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৭৭	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মোঃ আলী হোসেন মেল্লা
১৪	কামারেরচর পাবলিক ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৬৭	মোঃ হাফেজ উদ্দিন সরকার	এম,এ ছালাম মিঞা	মোঃ ঈমান আলী (ভারপ্রাপ্ত)
১৫	খুনুয়া আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৭৬	বদিউজ্জামান	আবুল ফজল মোঃ আঃ করিম	আবুল ফজল মোঃ আঃ করিম

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার সন	প্রতিষ্ঠাতার নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম
১৬	চরশেরপুর পি,কে,টি আলী দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৮৫	মোঃ তালেব আলী	মোঃ শফি উদ্দিন	মোঃ আব্দুল আজিজ
১৭	সাপমারী দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৬	মোঃ হামিদুল ইসলাম আকন্দ	মোঃ আব্দুল আজিজ	মোঃ আব্দুল আজিজ
১৮	কাজীরচর গাউছিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৮	মোঃ ছিবার উদ্দিন মুন্সী	মোহাম্মদ আবদুল হালিম	মোহাম্মদ আবদুল হালিম
১৯	চরশেরপুর নয়াপাড়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৮	মোঃ আবুবকর সিদ্দিক	মোঃ ছাইফুদ্দিন	মোঃ ছাইফুদ্দিন
২০	নলবাইদ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৯	আঃ কাদের ফারাজী	নুর ইসলাম	মোঃ হামিদুল ইসলাম
২১	দশকাহনিয়া বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৯	মোঃ আশরাফ উদ্দিন	মোঃ আশরাফ উদ্দিন	মোঃ আশরাফ উদ্দিন
২২	সন্ন্যাসীরচর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৯	মোঃ আবুল কাশেম মাস্টার	মোঃ আমজাদ হোসেন	মোঃ আমজাদ হোসেন
২৩	বরাটিয়া দারুচ্ছুন্নাত রিয়াজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯১	মাওঃ রিয়াজ উদ্দিন	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন
২৪	বয়ড়া পরানপুর দাখিল মাদ্‌রাসা	১৯৯৯	এ,কে,এম ছাইফুল ইসলাম কালাম	মাওঃ মজিবর রহমান	মোঃ তোজাম্মেল হক (ভারপ্রাপ্ত)

www.pathagar.com

৮. উপজেলা পরিষদের কতিপয় সমস্যা

উপজেলা পরিষদ হলরুম সমস্যা ঃ

উপজেলা পরিষদের একটি ছোট হলরুম আছে। কোন বড় ধরনের সভা-সমাবেশ করা হলে হলরুমে স্থান সংকুলান হয় না। ঝুঁকিপূর্ণ হলরুমটি ভেঙ্গে ফেলে আধুনিক একটি হলরুম তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

ডরমেটরী সমস্যা ঃ

শেরপুর উপজেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বসবাসের জন্য কোন ডরমেটরী নাই। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করার স্বার্থে একটি ডরমেটরী স্থাপন করা আবশ্যক।

কেন্টিন সমস্যা ঃ

উপজেলা পরিষদের আশে পাশে ভাল কোন হোটেল বা রেঁস্তোরা না থাকায় পরিষদে অবস্থিত বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের রিফ্রেশমেন্ট এর সমস্যা আছে।

প্রস্তাবনা ঃ উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় অথবা ব্যক্তি উদ্যোগে একটি ক্যান্টিন বা ফাস্ট ফুডের দোকান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

আবাসিক সমস্যা ঃ

বর্তমানে উপজেলা পরিষদের জমির পরিমাণ ৩.৩০ একর। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরিষদ চত্বরের দক্ষিণ দিকের খালি জায়গাটা পরিষদের ভেতরে নেয়া যায় কিনা এখনই তা ভাবা প্রয়োজন। তাছাড়া উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সংকট তীব্র। বাতিলকৃত বিল্ডিংগুলো ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করা প্রয়োজন। নচেৎ যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

অফিসার্স ক্লাবের সমস্যা ঃ

শেরপুর উপজেলা পরিষদটি জেলা সদরে অবস্থিত বিধায় উপজেলা পর্যায়ে অফিসার্স ক্লাব সংগঠিত হতে পারেনি। জেলা পর্যায়ের একটি অফিসার্স ক্লাব রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসারদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য একটি অফিসার্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

কর্মচারী ক্লাবের সমস্যা ঃ

উপজেলা পর্যায়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্লাবের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের কোন কর্ম তৎপরতা নাই। এসব ক্লাবের কোন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা বিনোদন নির্ভর কোন কর্মকান্ড চোখে পড়ে না। কর্মচারীদের মধ্যে কাজের স্পৃহা ও মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য এ সব ক্লাবের প্রয়োজন।

পরিষদ ভবনে কক্ষ বৃদ্ধি ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ঃ

পরিষদ ভবনে কক্ষ কম থাকার জন্য অনেক সরকারী অফিস পরিষদের বাইরে অবস্থিত। যে সমস্ত অফিস পরিষদের ভিতরে অবস্থিত তাদেরকে একই রুমে গাদাগাদি করে বসে কাজ করতে হয়। জনসেবা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভব সকল সরকারী অফিস একত্রে একই স্থানে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিষদ ভবনে ঢোকার প্রথম রুমে অথবা গেটের সাথে একটি কক্ষ তৈরি করে "উপজেলা তথ্য কেন্দ্র" স্থাপন করা যেতে পারে। যে তথ্য কেন্দ্র থেকে জনগণ সকল সরকারী বিভাগের তথ্যাদি জানতে পারবেন। সকল সরকারী অফিসের সিটিজেন চার্টার, বিভাগীয় প্রকাশনা, ব্রশিউর, লিফলেট ও অন্যান্য তথ্য বহুল সাময়িকী ইত্যাদি রাখা যেতে পারে এই তথ্য কেন্দ্রে।

www.pathagar.com

৯. উপজেলায় অবস্থিত ব্যাংকসমূহ

ব্যাংক সমূহের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	ব্যাংকের শাখা ও অবস্থানের নাম
০১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	শেরপুর টাউন, কুসুমহাটি, বাজিতখিলা ও গাজীরখামার
০২	সোনালী ব্যাংক	শেরপুর প্রধান কার্যালয়ও আঞ্চলিক কার্যালয় শেরপুর টাউন, সূর্যদী শাখা
০৩	জনতা ব্যাংক	শেরপুর টাউন
০৪	অগ্রণী ব্যাংক	শেরপুর টাউন
০৫	পূবালী ব্যাংক	শেরপুর টাউন
০৬	ইসলামী ব্যাংক	শেরপুর টাউন
০৭	ন্যাশনাল ব্যাংক	শেরপুর টাউন
০৮	কর্মসংস্থান ব্যাংক	শেরপুর টাউন
০৯	গ্রামীণ ব্যাংক	কুসুমহাটি ও বিভিন্ন স্থানে

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর কার্যালয় ঃ

উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখা ০৪ টি ।
১ । শেরপুর শাখা (২) কুসুমহাটি শাখা (৩) বাজিত খিলা শাখা (৪) গাজীর খামার শাখা ।

ঋণ কার্যক্রম ঃ যে সব বিষয়ে কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে (১) শস্য ঋণ (২) মৎস্য সম্পদ ঋণ (৩) পশু সম্পদ ঋণ (৪) সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি ঋণ (৫) ক্ষুদ্র ও খামারী প্রকল্প স্থাপনের জন্য ঋণ। (৬) কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প স্থাপনের জন্য ঋণ (৭) মাইক্রো ক্রেডিট (ক্ষুদ্র ঋণ) (৯) মেয়াদী আমানত ও বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীমের বিপরীতে ঋণ ।

বৈদেশিক ব্যবসা ঃ সকল প্রকার বৈদেশিক ব্যবসার সুবিধা

আমানত হিসাব ঃ ১) চলতি আমারত (২) সঞ্চয়ী আমানত (৩) এসটিডি আমানত (৪) মেয়াদী আমানত (৫) বিভিন্ন সঞ্চয় স্ক্রীম ।

বিনিয়োগ সুবিধাসমূহ ঃ সরকা প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় পত্র ক্রয় (২) প্রাইজবন্ড ও বিক্রয় ।

www.pathagar.com

অর্থ স্থানান্তর সুবিধা ঃ ১) ডিডিএমটিটিটি এর মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তর অর্থ স্থানান্তর। (২) প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ সুবিধা (৩) পেমেন্ট অর্ডার ক্রয়।

ইউটিলিটি বিল জমা ঃ (১) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ বিল, (২) বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের টেলিফোন বিল, (৩) গ্যাস বিল জমা (৪) পিডিবি এর বিদ্যুৎ বিল জমা।

পেনশন ভাতা পরিশোধ ঃ (১) অবসর প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পেনশন। (২) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা (৩) বয়স্কা ভাতা (৪) অসচ্ছল (অক্ষম) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা।

সরকারের পক্ষে প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ (১) ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, (২) সরকারী ধান/চাল/খাদ্য সংগ্রহের বিল পরিশোধ। (৩) সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ গমনেচ্ছুদের হজ্জের টাকা জমা গ্রহণ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক-এর কার্যালয় ঃ

কর্মসংস্থান ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সনের ৭ নং আইন দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র দেশে ব্যাংকের ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়এবং ১০৪ টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৪ টি শাখা জেলা পর্যায়ে এবং ৪০ টি শাখা উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদান করছে। ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ বিভাগীয় সদরে এবং প্রধান কার্যালয়১. রাজউক এভিনিউ, ঢাকা - ১০০০ এ অবস্থিত। ১৯ শে ডিসেম্বর ২০০০ সন থেকে শেরপুর জেলায় কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করা হয়। শাখাটি বর্তমানে খরমপুর, নতুন বাজারে (ডায়াবেটিক সমিতির বিপরীত পার্শ্বে) অবস্থিত। উক্ত শাখার মাধ্যমে সমগ্র শেরপুর জেলায় বর্তমানে নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১। বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচী।
২। কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ প্রদান কর্মসূচী এবং
৩। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মসংস্থানে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচী ঃ

উক্তরোক্ত ৩ টি কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত শাখা থেকে মোট ৩৫২.৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৯০৫ জন।

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংক-এর কার্যালয় ঃ

উপজেলায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ১০টি ।
সদস্য সংখ্যা ঃ ৪২,৯১৮ জন । আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ঃ ২৩,৬৯,৪৩,০১৩/- টাকা ।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ ব্যবহারের খাতগুলো হলো ঃ

(ক) গরু মোটা তাজাকরণ খ) গাভী ক্রয় গ) ধান চালের ব্যবসা ঘ) মুদির দোকান ঞ) কৃষি কাজ চ) কাঠের ব্যবসা ছ) মাছের ব্যবসা ট) মুদির ব্যবসা ঠ) রিক্সা ক্রয় ড) ছাগল ক্রয় ঢ) মিষ্টির ব্যবসা ণ)ঔষধের ব্যবসা । এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক ছাত্র বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী, উচ্চ শিক্ষা ঋণ, গ্রামীণ শিক্ষা কার্যক্রম (শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা) রয়েছে ।

ছাত্রবৃত্তি প্রদান সংখ্যা এ পর্যন্ত	ছাত্র	-	৯৫ জন
	ছাত্রী	-	১৩৯ জন
	মোট	-	২৩৪ জন

প্রদানকৃত টাকা ঃ ৪,৫১,৫৭৫/-

১৫ জন ঋণীকে ৭,৫২,০০০/- টাকা উচ্চ শিক্ষা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ।
গ্রামীণ শিক্ষা কার্যক্রমের স্কুল সংখ্যা ১৪০ টি । ছাত্র ১৯৫২ জন, ছাত্রী ১৭৬০ জন
সর্বমোট ৩৭১২ জন ।

www.pathagar.com

১০. উপজেলার বেসরকারী সংস্থাসমূহ ও এর কার্যক্রম

শেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ঃ

উপজেলা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। শেরপুর উপজেলার ভাতশালায় অবস্থিত এর সদর দপ্তর। এখানে একটি অত্যাধুনিক রেস্ট হাউজ আছে। দু'টি অভিযোগ কেন্দ্র আছে একটি সদর দপ্তরে ও অপরটি কুসুমহাটিতে অবস্থিত। বিদ্যুৎ লাইন বিস্তৃত আছে ৬০৫ কিঃ মিঃ। গ্রাহক সংখ্যা ২,০৯৬ টি সেচসহ ১৪,৩৮৪ টি। আবাসিক ১০,৮৮৯ টি, বাণিজ্যিক ৮৭১ টি, জিপি ৩০৫ টি, সিআই ২১৩ টি, অন্যান্য ১০ টি। পরিবার ৭৯,৪৬২ টি। বিদ্যুতায়িত পরিবার ১৪,১৮২ টি। বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তির শতকরা হার ১৭.৮৪%। শেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মোট জনবল ১৫৪ জন।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, শেরপুর উপজেলা শাখা ঃ

পটভূমি ঃ দেশের গ্রামের দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্রতা দূর করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালের ৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদের গৃহীত ২৩ নং আইন এর মাধ্যমে একটি স্ব-শাসিত আত্ম নির্ভরশীল ও অমুনাফাকাঙ্খী ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করেন।

সৃষ্টিলগ্ন থেকে পিডিবিএফ প্রথমতঃ আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ দান এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ অর্থ যাতে কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন ও নারী পুরুষ সমতায়ন এর লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে পিডিবিএফ দারিদ্র বিমোচনের এ মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে।

এক নজরে পিডিবিএফ শেরপুর উপজেলা শাখার কার্যক্রম ঃ

	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। সমিতির সংখ্যা	৩ টি	১০৯ টি	১১২ টি
২। মোট সদস্য সংখ্যা	৮৭ জন	৩৬৬২ জন	৩৭৪৯ জন
৩। ঋণী সদস্য সংখ্যা	৮৪ জন	৩১৬১ জন	৩২৪৫ জন
৪। মেলা ঋণী সদস্য সংখ্যা	১১৪ জন	৫ জন	১১৯ জন

www.pathagar.com

	সাধারণ ঋণ	মেলাঋণ	মোট বিতরণ
৫। চলতি বছরে ঋণ বিতরণ	১৭৫.০৮ লক্ষ	৭০.১০ লক্ষ	২৪৫.১৮ লক্ষ
৬। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	১২৮১.৭৯ লক্ষ	১৯০.৮০ লক্ষ	১৪৭২.৫৯ লক্ষ
৭। ঋণ আদায়ের হার	৯৭%	৯৯%	-
৮। মাঠে পাওনা ঋণ স্থিতি	১৭৮.০ লক্ষ	৬৩.২৬ লক্ষ	২৪১.২৬ লক্ষ

	সাধারণ সঞ্চয়	সোনালী সঞ্চয়	মোট সঞ্চয়
৯। সদস্যদের সঞ্চয় জমার পরিমাণ	৮০.৯৬ লক্ষ	১৫.৯২ লক্ষ	৯৬.৮৮ লক্ষ।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

১। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান
২। নেতৃত্ব বিকাশ ও দল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
৩। প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান

জনবল ঃ

মাঠকর্মী/মাঠ কর্মকর্তা- ০৮ জন, মেলা কর্মকর্তা -০১ জন, হিসাব কর্মকর্তা -০১ জন, সহঃ শাখা ব্যবস্থাপক -০১ জন, শাখা ব্যবস্থাপক -০১ জন, বার্তা বাহক -০১ জন।

শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি (শেডাস), শেরপুর টাউন, শেরপুর ঃ

শেরপুরের কতিপয় বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও চিকিৎসকদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় জেলা প্রশাসনের সমর্থনে ১৯৯৬ সালের ৩ নভেম্বর শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন বেগম রাজিয়া সামাদ ডালিয়া, ডাঃ মোঃ আশকার আলী, ডাঃ এ,এস,এম, আব্দুল রাজ্জাক, ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ মিঞা, ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ ইমদাদুল হক হীরা, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, এ,এম, শাহাবুদ্দিন এ্যাডভোকেট। আর্তমানবতার সেবার মানসে প্রতিষ্ঠিত এ হাসপাতালে নিবন্ধিত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। নিয়মিত ডাক্তার রয়েছেন ২ জন এবং স্বেচ্ছাসেবী সার্ভিস দিচ্ছেন ৪ জন ডাক্তার। কর্মচারীর সংখ্যা ১৬ জন। শেডাসের একটি দুঃস্থ রোগী কল্যাণ তহবিল রয়েছে যা থেকে সম্বলহীন অসহায় রোগীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। শেডাস হাসপাতালে একটি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী ও ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জন। ডোনার সদস্য ০৩ জন। আজীবন সদস্য ৩৮ জন, ও সাধারণ সদস্য ১০৬ জন। শেডাসের অন্যতম মহতী উদ্যোগ হচ্ছে শেরপুর এলাকার

www.pathagar.com

ডায়াবেটিক রোগীদের সেবা দানের পাশাপাশি দুঃস্থ রোগীদের কল্যাণ তহবিল এর মাধ্যমে জন কল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যেমন ঃ

০১। গরীব শিশু কিশোর রোগীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ পোষাক, বেতনাদি ইত্যাদি বিতরণ।

০২। পুনর্বাসন খাত ঃ গরীব রোগীদের নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ ও ঔষধ সেবনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে সাময়িকভাবে ক্ষেত্র বিশেষে দীর্ঘদিন অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

০৩। সুদমুক্ত ঋণ ঃ অসহায় মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য শেডাস সীমিত আকারে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশে ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ ইব্রাহীমের "কোন ডায়াবেটিক রোগী গরীব হলেও বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে, বেকার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে না" এই উক্তিটি মান্য করেন শেডাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

উন্নয়ন সংঘ, শেরপুর ঃ

উন্নয়ন সংঘের প্রধান কার্যালয় নিউ কলেজ রোড, সরদার পাড়া, জামালপুর। শেরপুর টাউনের বাগরাকসায় শেরপুর অফিস। বেসরকারী, অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সমাজসেবা মূলক সংস্থা হিসেবে ১৯৮০ সালে এর প্রতিষ্ঠা। সমাজসেবা অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। উন্নয়ন সংঘের প্রধান হলেন জনাব সামছুল হুদা। ফোন নং ০৯৩১-৬৩৪৭১ মোবাইল নং ০১৭১১-৮১৩১০৩।

সংস্থার ভিশন বা স্বপ্ন ঃ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ যেখানে থাকবেনা কোন শোষণ, নির্যাতন ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।

সংস্থার মিশন ঃ সমাজের অধিক নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে তাদের আর্থ সামাজিক ক্রমোন্নয়নে সহায়তা করা যার ভিত্তি হবে জনগণকে নিয়ে একসাথে চিন্তা করা, একসাথে পরিকল্পনা করা ও একসাথে কাজ করা।

সংস্থার কার্যক্রম ঃ

দলগঠন ও উন্নয়ন এবং হত দরিদ্রদের জীবনযাপন উন্নয়ন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা এবং বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়ন, নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন, এডভোকেসি ও সুশাসন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

www.pathagar.com

কর্ম এলাকা ঃ

জেলা ০৭ টি (বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিরাজগঞ্জ)। সংস্থার সকল কার্যক্রম জামালপুর ও শেরপুর জেলার ১০ টি উপজেলার ৫৪ টি ইউনিয়নের মোট প্রায় ৪০০ টি গ্রামে পরিচালিত হচ্ছে। শেরপুর উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নে এর কার্যক্রম আছে।

সেন্টার ফর ইনজুরী প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি), শেরপুর ঃ

সেন্টার ফর ইনিজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআর বি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত হয় গত ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে, অধ্যাদেশ নং- ৪৬, ১৯৭৮ অনুযায়ী। নিবন্ধন নং ২০০৪।

সেন্টার ফর ইনিজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় এবং টাস্ক (দি এলায়েন্স ফর সেইফ চিলড্রেন) এর কারিগরী সহায়তায় কার্যক্রম শুরু করে গত ১ অক্টোবর/২০০৫ থেকে। ইনজুরি প্রতিরোধ ও গবেষণায় সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে ৩ টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু করেছে, যথা-সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা, শেরপুর জেলার শেরপুর উপজেলা ও নরসিংদি জেলার মনোহরদী উপজেলা। শেরপুর উপজেলার বাজিতখিলা, ভাতশালা, চরমোচারিয়া, চরপক্ষীমারী, কামারিয়া, লছমনপুর ও পাকুড়িয়া ইউনিয়নে এই কার্যক্রম আছে। ইনজুরি প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সিআইপিআরবি যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তার নাম-

PRECISE - Prevention of Child Injuries through Social intervention and Education. সি আই পি আর বি এর কার্যক্রম দুইটি অংশে বিভক্ত যথা ঃ (1) Prevention and (2) Surveillance. এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে ইনজুরিমুক্ত নিরাপদ সমাজ গঠন ও সুস্থ-সবল উৎপাদনক্ষম উন্নত জাতি গঠন। উপর্যুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে ইনজুরি জনিত মৃত্যু, পঙ্গুত্ব ও অসুস্থতা হ্রাস ও রোধ করা।

(ক) নিরাপদ বাড়ি কার্যক্রম
(খ) নিরাপদ স্কুল কার্যক্রম এবং
(গ) নিরাপদ কমিউনিটি কার্যক্রম

(ক) নিরাপদ বাড়ি কার্যক্রম ঃ

নিরাপদ বাড়ি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি বাড়িকে ইনজুরির ঝুঁকি থেকে মুক্ত করা। সাধারণতঃ বাড়িতে ইনজুরির যে ঝুঁকিগুলো পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে পানিতে ডুবে যাওয়া , পুড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, দুর্ঘটনাজনিত, বিষপান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া এবং প্রাণী দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত/কামড় ইত্যাদি প্রধান।

www.pathagar.com

ইনজুরি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী তাদের রুটিন কাজের পাশাপাশি নিরাপদ বাড়ি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করছেন। তাছাড়া প্রতিটি গ্রামে ইনজুরি প্রতিরোধ কমিটি পরোক্ষভাবে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছে। ১২৭ টি গ্রামে মোট ১৪৫ টি গ্রাম ইনজুরি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ টি ইউনিয়নে ১২৭ টি গ্রামে ৪৭,৫০০ খানার জন্য ৯৭ জন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এই নিরাপদ বাড়ি কর্মসূচীতে কাজ করছেন।

(খ) নিরাপদ স্কুল কার্যক্রম ঃ

এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি স্কুলের আঙ্গিনা-কে ইনজুরির ঝুঁকিমুক্ত রাখা এবং শিক্ষক ও ছাত্র সামাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইনজুরি বিষয়ে সচেতন করে তোলা যাতে তারা নিজেরা সচেতন হয়ে সমাজের বাকী অংশকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া প্রিসাইজ প্রকল্প ভুক্ত এলাকায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ইনজুরি বিষয়ক পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়েছে ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে।

(গ) নিরাপদ কমিউনিটি কার্যক্রম ঃ এই কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে।

(১) আঁচল
(২) জীবনের জন্য সাঁতার
(৩) সামাজিক ময়না তদন্ত
(৪) ইনজুরি প্রতিরোধে দুর্যোগ প্রস্তুতি

(১) আঁচল ঃ আঁচল হচ্ছে ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র। দেখা গেছে, মায়েরা যে সময়টাতে সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন সেই সময়টাতেই শিশুরা বেশি করে ইনজুরিতে আক্রান্ত হয। তাই দিনের সেই সময়টাতে একটা নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে তাদের রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে বিভিন্ন ইনজুরির হাত থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভব হতো। তবে এর পাশাপাশি মায়েদের সচেতনতাও প্রয়োজন। প্রতিটি গ্রামে একটি করে আঁচল চালু করা হবে। প্রতিটি আঁচলে ১৫ থেকে ২০ জন শিশু থাকবে সকাল ৯ টা/১০ টা থেকে বেলা ১ টা/২ টা পর্যন্ত এবং তাদেও দেখাশুনার জন্য থাকবেন ১ জন আঁচলমাতা। আঁচলের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচেছ শিশুদেরকে ইনজুরির ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখা, তাদের সুষ্ঠু প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিত করা যাতে শিশুদের মায়েরা নিশ্চিন্তে তাদের কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে পারে। মোট ১০০ (একশত) টি আঁচল চালু রয়েছে শেরপুর উপজেলায়।

বাংলাদেশ হেল্‌থ এ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০০৫ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ১-১৭ বছর বয়সী ৩০ হাজার শিশু বিভিন্ন ধরনের ইনজুরিতে অকালে প্রাণ হারায় এবং বর্তমানে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ ইনজুরি। ইনজুরি যে বাংলাদেশের একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা তা নিরূপণে

www.pathagar.com

এবং ইনজুরি নিরসনে কর্মসূচী গ্রহণে অগ্রপথিক হচ্ছেন ডাঃ এ কে এম ফজলুর রহমান, পি এইচ ডি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৩১ শে মার্চ ১৯৫৮ সালে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার বারমাইসা গ্রামে। তিনি ১৯৮২ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক, ১৯৯১ সালে নিপসম থেকে এম,ফিল এবং ২০০০ সালে সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট থেকে পি,এইচ, ডি (ডক্টরেট) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন নিরলস্ গবেষক। ইনজুরি ইপিডেমিলজিতে তিনিই বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন কারী তাঁর পিএইচডি'র Title : "A Model For Injury Surviellance at the Local level in Bangladesh. Implications for low-income countries." ডক্টর এ কে এম ফজলুর রহমান ২০টিরও অধিক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে যোগদান করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের বাইরেও আরও ছয়টি দেশে বাংলাদেশের মডেল অনুসরণ করে ইনজুরি প্রতিরোধ করা হচ্ছে।

ওয়াটার স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন (ওয়াশ), ব্র্যাক, শেরপুর সদর, শেরপুর ঃ

শেরপুর সদর উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নে ব্র্যাক কর্তৃক নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১০ সালের মধ্যে সারা দেশে শতভাগ স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচী ও কাজ করে যাচ্ছে।

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচীর লক্ষ্য ঃ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এর (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) আলোকে গ্রামীণ বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সর্বোপরি দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরও সাথে পার্টনারশীপ তৈরি ও সহায়তা করা।

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ঃ

১। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে টেকসই ও সমন্বিত ওয়াশ সেবা সরবরাহ।

২। জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ হাইজিন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে খোলা ল্যাট্রিন, দূষিত পানি ও মানুষের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দূষণ চক্র ভেঙ্গে ফেলা।

৩। WASH সেবা সমূহের প্রসার ঘটানো এবং স্থায়ীকরণ নিশ্চিত করা।

কাজসমূহ ঃ

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উল্লেখিত নিয়মে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

www.pathagar.com

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, শেরপুর ঃ

সংস্থার নাম ও ঠিকানা ঃ

শেরপুর এরিয়া ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এডিপি), ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, রোড নং-১০, হাউস নং-১৫, সেকশন-বি, গৌরীপুর, শেরপুর। ফোন নং ০৯৩১-৬২৫৫৭, মোবাইল নং ০১৭১৩-০৯০৩৫৮।

শেরপুর এডিপির কর্ম এলাকা ঃ

১. শেরপুর পৌরসভা, ২. গাজীরখামার ইউনিয়ন, ৩. লছমনপুর ইউনিয়ন, ৪. বলাইরচর ইউনিয়ন ৫. পাকুরিয়া ইউনিয়ন।

প্রধান কার্যক্রম সমূহ ঃ

০১. স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ

পুষ্টিকার্যক্রম, ০২. ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, ০৩. ইপিআই, ০৪. নিরাপদ মাতৃত্ব, ০৫. প্রতিকার চিকিৎসা প্রদান, ০৬. এইচ আইভি/এইডস প্রতিরোধ, ০৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ০৮. এডভোকেসী ও ১০. নেটওয়াকিং।

০২. শিক্ষা প্রকল্প ঃ

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান, (টিউশনফি, বৃত্তি, এককালীন অনুদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা (অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, আসবাবপত্র, ক্রীড়া সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ) কোচিং প্রোগ্রাম, (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বয়স্ক ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম, উন্নয়ন দল গঠন, নেতৃত্ব ও নৈতিকতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ।

০৩. স্পন্সরশীপ প্রকল্প ঃ

শিশুদের মধ্যে মনো-সামাজিক শিক্ষা, শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ ও এডুকেশন দেয়া, অভিভাবক সমাবেশ, নিয়মিত যোগাযোগ, শিশুদেরকে নেতৃত্ব ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রদান।

দাতা সংস্থা ঃ ওয়াল্ড ভিশন অস্ট্রেলিয়া,
সংস্থার মোট ষ্টাফ ঃ ০৯ জন, সংস্থার প্রধানের নাম ঃ পরিতোষ রেমা।

www.pathagar.com

সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস) ঃ

এরিয়া অফিস, শেরপুর ।

এসএসএস-এর শেরপুর উপজেলায় কার্যক্রমের তথ্যাদি ঃ

কার্যক্রম শুরু ঃ ফেব্রুয়ারী/২০০৫ । শাখার সংখ্যা ০২ টি । উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৫১ টি গ্রামে ১৪২ টি সমিতি নিয়ে কাজ করছে ।

মোট সদস্য সংখ্যা ৪১৩৪ জন ।

ঋণী সংখ্যা	ঃ	২৮৫৭ জন
মোট সঞ্চয় স্থিতি-	ঃ	৪২,৯০,৬৭৮/- টাকা
এ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে	ঃ	৬,৪৫,৫৮,৪০০/- টাকা
ঋণ আদায় হয়েছে	ঃ	৫,২৭,৮২,৩৮১/- টাকা
বর্তমান ঋণ স্থিতি	ঃ	১,১৭,৭৬,০১৯/- টাকা
মোট বকেয়া ঋণী	ঃ	১৪৭১ জন
বকেয়া টাকার পরিমাণ	ঃ	৪৪,৩৫৩০১/- টাকা
সংস্থাটির মোট জনবল	ঃ	২৪ জন

আশা, শেরপুর ঃ

দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর মধ্যে আশা অন্যতম । ১৯৭৮সালের মার্চ মাসে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন টেপরা নামক স্থান থেকে আশার কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন জনাব মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী । বাংলাদেশে ৩২২৬ টি ব্রাঞ্চ সহ বিশ্বের ১৭ টি দেশে আশার কারিগরি সহায়তায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চলছে । শেরপুর উপজেলায় ১২ টি ব্রাঞ্চ রয়েছে । শেরপুর উপজেলায় ১, ২ ও ৩ নবীনগর, আখেরের বাজার, তারাকান্দি, আনন্দ বাজার, কামারেরচর, বাজিতখিলা, নন্দীর বাজার ১ ও ২ এবং গাজীর খামার ।

শেরপুর উপজেলায় ১৯৯৪ সালে আশার কার্যক্রম শুরু হয় । উপজেলায় ১২ টি ব্রাঞ্চে ৬৩ জন কর্মীর মাধ্যমে আশার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । উপজেলায় সঞ্চয়ী সদস্য আছে ১৯,২৩৩ জন । সঞ্চয় স্থিতি আছে ১,৭৮,১৭,০৩৪/- টাকা এবং ঋণ সদস্য আছে ১৯,১৩০ জন । ঋণ স্থিতি আছে ১১,৩১,২৬,৪৮৭/- টাকা এর মধ্যে খেলাপী ও কু-ঋণ আছে ৮৯৮ জন । টাকার পরিমাণ ২৩,০৭,৩১৬/- টাকা ।

www.pathagar.com

আশা কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাসমূহ ঃ

* স্বল্প সময়ে ঋণ দান। * সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় নিরাপত্তা থেকে উত্তোলন করার সুবিধা। * বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সার্ভিস চার্জ বিহীন (সুদ বিহীন) ঋণ প্রদান করা। * সদস্যের সন্তানদের শিক্ষা ঋণ প্রদান। * মেধাবী ছাত্রদের স্বল্প টিউশন ফি'র মাধ্যমে আশা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়ার সুযোগ প্রদান। * দরিদ্র সদস্যদের জটিল কঠিন রোগের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান সুবিধা আশার সদস্যরা পেয়ে থাকেন।

সুনীতি সংঘ (এসএস) ঃ

সুনীতি সংঘ একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবা ভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯৮০ সালে সুনীতি সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংস্থাটি সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্ত। এর ঠিকানা পূর্বশেরী, শেরপুর শহর, শেরপুর-২১০০। ফোন নং ০৯৩১-৬২৫৫৮, মোবাইল নং ০১৭১২-৫৬৭৪৮৮।

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ঃ

সংস্থার দর্শন ঃ প্রকৃতি, পরিবার এবং সমাজে একটি অমায়িক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে প্রত্যেক মানুষ তাদের অধিকার এবং মানবীয় মর্যাদার সাথে সুখ-শান্তি এবং আনন্দে বসবাস করতে পারে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী ঃ

- সংস্থার কর্মচারীর মাধ্যমে সমাজকে শিক্ষিত করা।
- স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নত করা।
- পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উৎসাহিত করা।
- পেশাগত দক্ষতা উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা।
- জনগণের মধ্যে একতাবদ্ধতা, শৃংখলা এবং বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব জাগ্রত করা।
- দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ও জনগণ ও উন্নয়নের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নারী শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা।
- প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্টি দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করা।
- ন্যায় বিচার এবং অধিকার নিশ্চিত করা।
- বর্তমানে এ সংস্থাটি শেরপুর ও ঝিনাইগাতী উপজেলায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- সংস্থাটিতে ১ জন পরিচালক সহ ৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছে।

www.pathagar.com

দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (ডিএসইউএস), শেরপুর ঃ

দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা একটি স্থানীয় উন্নয়ন প্রত্যাশী বেসরকারী অরাজনৈতিক সমাজ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৫ সালে সংস্থাটি আত্ম প্রকাশ করে। এটি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত যার নং শের-০০৬ তাং ২০/০৮/১৯৯৬ এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত একটি সংগঠন।

সংস্থাটি তার কর্ম এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, ওয়ারিশ বিহীন মৃত ব্যক্তিদের সৎকার বৃক্ষরোপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন জনগণের সহযোগিতা, পরিবার পরিকল্পনা এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, স্যানিটেশন কার্যক্রম, কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের সহযোগিতা করা এবং ৬-১০ বছরের শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির কর্ম এলাকা হচ্ছে শেরপুর, ঝিনাইগাতী ও জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায়। জনবল নিয়মিত ও অনিয়মিত যথাক্রমে ১০ ও ১০২ জন।

দাতা সংস্থা হলো- DFID/DAE, UNFPA, DYD, BRAC, CARE, এনজিও ফোরাম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল পদক্ষেপ কনসোর্টিয়াম ইত্যাদি ।

সংস্থার বর্তমান কার্যক্রমসমূহ ঃ

ক) স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন প্রকল্প ঃ প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা পরবর্তী, পানি বিশুদ্ধকরণ, নলকূপ মেরামত নিরাপদ পানির পাত্র বিতরণ, পানিবাহিত রোগের ঔষধ বিতরণ, প্রান্তিক দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

খ) এইচআইভি/এইডস বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ পদক্ষেপ কনসোর্টিয়ামের সহায়তায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে এইচআইভি/ এইডস সম্পর্কে ২০০ (দুইশত) জন মহিলা/পুরুষকে ১০ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

গ) রয়স্ক প্রকল্প ঃ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলার ৩২ টি এবং শ্রীবরদী উপজেলায় ৫৩ টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

সংস্থাটি যে সমস্ত নেটওয়ার্কের সদস্য পদ লাভ করেছে (ক) ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (খ) এডাব (গ) বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (ঘ) খান ফাউন্ডেশন (ঙ) সিডি এফ (চ) এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ।

সংস্থার প্রধানের নাম ঃ মোঃ ইমান আলী।

www.pathagar.com

পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), শেরপুর উপজেলা শাখা ঃ

১৯৮৬ সালের ১৫ নভেম্বর কিশোরগঞ্জে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে পিকে এস এফ এর সদস্য ভুক্ত হয়। বর্তমানে পিকে এস এফ এর একটি সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। পপি বর্তমানে বাংলাদেশের ১৯ টি জেলায় ক্ষুদ্র, মাঝারী, বৃহৎ, ব্যবসায়ী, কৃষি ও মৌসুমী ঋণ সহ প্রায় ২৩ টি প্রোগ্রামের উপর কাজ করছে। সংস্থাটি শেরপুর উপজেলায় কাজ শুরু করে ২০০৪ সালে। শাখার বর্তমান উপকার ভোগীর সংখ্যা ১১০০ জন। এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ১৭৭৫ জন। বর্তমানে ঋণী সদস্য ৯৭২ জন। এ পর্যন্ত ঋণী সদস্য ৪৮৭৫ জন। এ পর্যন্ত (এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ ২৬,৯৩,৮০০০/- এবং ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তা কর্মচারী এ সংস্থায় কাজ করছে।

প্রতিষ্ঠাতার নাম ঃ খোরশেদ আলম সরকার।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভাতশালা, শেরপুর ঃ

১৯৭৬ সালে এ সংস্থার কাজ শুরু হয় শেরপুরে। শেরপুর উপজেলার ভাতশালা, লছমনপুর, বলাইরচর ও কামারিয়া ইউনিয়নে এর কার্যক্রম আছে। ১০ জন কর্মী নিয়ে শেরপুরে এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এ সংস্থার ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কয়েকজন চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মকতা/কর্মচারী সহ সর্বমোট জনবল ৯৭ জন।

স্বাস্থ্য কার্যক্রম ঃ

ভাতশালা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কার্যক্রমে যে সকল সেবা প্রদান করা হয়- মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রসূতি ও গর্ভবতী পরিচর্যা , টীকাদান কর্মসূচী , পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, নবজাতক, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু রোধ, শিশু মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু সভা, স্বাস্থ্য কার্যক্রম, গ্রামে কর্মী কর্তৃক রোগী দেখা, দাই প্রশিক্ষণ, ফিজিও থেরাপি, গ্রামে বিপি দেখা, গাছের চারা বিতরণ বয়স্কদের সেবা প্রদান, ক্লিনিকে রোগী দেখা, এ ছাড়া ও ক্লিনিকে অপারেশন থিয়েটারে ছোট খাট অপারেশন, খাতনা ও সিজার করা হয়।। সিক রুমে ডেলিভারীসহ সকল প্রকার রোগী ভর্তি করা হয়। প্যাথলজিতে প্রাথমিক সকল প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এক্সরে ও ডেন্টাল বিভাগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ দক্ষ চিকিৎসক দ্বারা পরিচালত হচ্ছে। ২৪ ঘন্টাই গণস্বাস্থ্য হাসপাতাল খোলা থাকে।

গণস্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিশু কিশোরদেরকে বিদ্যালয়মুখী করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে 'গরীবের শিক্ষা ও মুক্তিই লক্ষ্য' স্লোগান লালন করে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। গণপাঠশালায় জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে গণপাঠশালা পরিচালিত হচ্ছে। ভাতশালা গণপাঠশালার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৪৯ জন তন্মধ্যে ছাত্র ১১৩ ও ছাত্রী সংখ্যা

www.pathagar.com

১৩৬ জন। আর লছমনপুর গণপাঠশালায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৭৬ জন, তন্মধ্যে ছাত্র- ৮৪ ও ছাত্রীর সংখ্যা ৯২ জন । প্লে থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুল পরিচালিত হয়।

মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রকল্প ঃ

বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এই প্রকল্পের কাজ ।

গণ কৃষি খামার ঃ

ভোরে কৃষি কাজে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, কৃষকের জীবন যাত্রার উপলব্ধি গণস্বাস্থ্যের জন্মলগ্ন থেকেই প্রচলিত। বর্তমানে ভাতশালা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতায় লছমনপুর উপকেন্দ্র ও ইলশা উপকেন্দ্রের অধীনে প্রায় ৩৫ একর জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে শাকসবজীর চাষ, উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০ টি গরু আছে। এখানে জৈবসার ব্যবহার করা হয়।

সেবা পরিষদ (এসপি), শেরপুর ঃ

সেবা পরিষদ (এসপি) সমাজের অবহেলিত নারী পুরুষ ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একদল উদ্যোগী সমাজকর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালে শেরপুর উপজেলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংস্থাটি তৃণমূল পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে এবং পরিমাপ করতে পেরেছে যে, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে শেরপুর জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এ পরিস্থিতিতে সমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে উন্নয়নের স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করায় লিপ্ত আছে সেবা পরিষদ। এর প্রধান কার্যালয়পূর্বশেরী, শেরপুর। সংস্থার প্রধান হচ্ছেন মোঃ জয়নাল আবেদীন। মোবাইল নং ০১৭১৬-৩৮১৭২৪। সংস্থাটি সমাজসেবা অধিদপ্তর ও যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত।

সংস্থার লক্ষ্য ঃ

সমাজে পিছিয়েপড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে তাদের কর্মশক্তিকে জাগ্রত করা এবং সীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যম সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই সেবা পরিষদের লক্ষ্য। সংস্থাটি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সিডিএফ, খান ফাউন্ডেশন, এডাব, নেট ওয়ার্ক ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট অব এক্সট্রিম পউর, ব্রতী-সমতট ইত্যাদি।

কার্যক্রম ঃ

(ক) উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, (খ) সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচি, (গ) ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, (ঘ) রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প, (ঙ) এইচআইভি/এইউস কর্মসূচি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

স্বনির্ভর নারী কল্যাণ সংস্থা, ভুইয়ারচর, শেরপুর ঃ

স্বনির্ভর নারী কল্যাণ সংস্থা ০৫.০৭.১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রাপ্ত ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত। সদস্য সংখ্যা ৩৫ জন। ভূঁইয়ার চর গ্রামে ১৫ শতাংশ জায়গায় এর অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। কর্ম এলাকা সমগ্র শেরপুর জেলা।

কার্যক্রম ঃ

(ক) দল গঠন (খ) প্রশিক্ষণ (গ) শিশু শিক্ষা (ঘ) কিশোর/কিশোরী উন্নয়নে শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা কর্মসূচী, (ঙ) পারিবারিক জীবন শিক্ষা (চ) প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, (ছ) স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচী (জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা এবং এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচী (ঝ) প্রতিবন্ধি পুনর্বাসন কর্মসূচী (ঞ) শাক-সবজী চাষ (ট) সমন্বিত পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী (ঠ) নার্সারী ও বনায়ন (ড) মৎস্য চাষ (ঢ) নকশী কাঁথা সেলাই কর্মসূচী (ণ) নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী এবং যৌতুক, বাল্য বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মসূচী ইত্যাদি।

সংস্থার প্রধান ঃ সাজেদা পারভীন ঝিনুক। স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ২৪ জন।

সংস্থাটির উৎপাদিত পণ্য বিক্রী, বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, সদস্যদের চাঁদা ও সুধীজনের অনুদানে সংস্থাটির কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রীর জন্য শেরপুর নিউ মার্কেটে 'প্রতীক কারু পল্লী' একটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

এসোসিয়েশান ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এআরডি), ভূঁইয়ারচর, শেরপুর ঃ

সংস্থাটি ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থাটি। এর প্রধান কার্যালয় সরদার পাড়া, জামালপুর।

সংস্থার প্রধানের নাম	ঃ মোঃ আঙ্গুরুজ্জামান।
সাধারণ সদস্য সংখ্যা	ঃ ৩০ জন।
কর্ম এলাকা	ঃ জামালপুর ও শেরপুর।

সংস্থার কার্যক্রম ঃ

ক) দল গঠন (খ) কর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ (গ) পারিবারিক জীবন শিক্ষা (ঘ) স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ (ঙ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচী (চ) প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কর্মসূচী (ছ) শাক-সবজী চাষ (জ) নার্সারী ও বনায়ন (ঝ) মৎস্যচাষ ও পিএলসি এইচডি কর্মসূচী ।

স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৭ জন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য বিক্রী, সদস্যদের চাঁদা ও সুধীজনের অনুদানে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মহিলা কল্যাণ সমিতি, ধুবারচর, শেরপুর ঃ

১৯৯৮ সালে সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত। রেজিঃ নং মবিঅ/শের/২/৯৯ তাং ২৬.০৪.১৯৯৯ ইং। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মনোয়ারা বেগম। সভানেত্রী সামছুন্নাহার ।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

ক) শিশু শিক্ষা (খ) হস্ত শিল্প (গ)মৎস্য চাষ (ঘ) মাও শিশু স্বাস্থ্য সচেতনতা (ঙ) সমাজ কল্যাণমূলক প্রশিক্ষণ (চ) সেলাই প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। শেরপুর উপজেলায় রস্ক প্রকল্পের আওতায় ১৩ টি আনন্দ স্কুল পরিচালনা করছে।

সেতু, সিংপাড়া, শেরপুর ঃ

সেতু একটি অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান কার্যালয়রোড নং ১/৪, বাড়ি নং-৬১, সেকশন-এ, সিংপাড়া, শেরপুর-২১০০ সংস্থাটি বিভিন্ন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। সরকারী বিভিন্ন বিভাগ যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ইত্যাদির কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। বর্তমানে সংস্থাটি শেরপুর উপজেলা, শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতী উপজেলায় কাজ করছে। সংস্থাটির বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, (বামাসপ), ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) ন্যাশনাল ইউথ ফোরাম অব বাংলাদেশ এর সদস্য লাভ করেছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

১) রস্ক প্রকল্পের আওতায় শেরপুর ও শ্রীবর্দীতে ২৯ টি আনন্দ স্কুল পরিচালনা ।
২) ঝিনাইগাতী উপজেলায় ভোটার নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ।
৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন ।
৪) সামাজিক বনায়ন।
৫) মৎস্য চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম আছে।

হেরুয়া বালুঘাট আনসার ভিডিপি সমিতি, হেরুয়া বাজার, শেরপুর ঃ

শেরপুর উপজেলার চরশেরপুর ইউনিয়নের, হেরুয়া বালুরঘাট আনসার ভিডিপি উন্নয়ন গ্রাম বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোঃ মেরাজ উদ্দিনের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে এলাকার শান্তি শৃংখলা রক্ষাসহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে সমিতির সদস্যরা তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য জেলা ও উপজেলা আনসার ভিডিপি সমাবেশে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। সমিতিতে ৩২ জন পুরুষ, ৩২ জন মহিলা ২০ জন সহযোগী সদস্য এবং ৯ জন উপদেষ্টা সদস্য রয়েছে। এ সমিতির কার্যক্রমে এলাকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতিরও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। শেরপুর জেলার যে এলাকাটি সবচেয়ে অপরাধ প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল সে এলাকাটি এখন অপরাধ মুক্ত হয়েছে। সমিতির সদস্যরা আনসার ভিডিপি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। সমিতির উদ্যোগে এলাকায় বাল্যবিয়ে বন্ধ, যৌতুক প্রথা হ্রাস, মদ, জুয়াসহ মারাত্মক অপরাধ কার্যক্রম বন্ধ, এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম, পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন গ্রাম গণপাঠাগার স্থাপন, প্রতিবছর বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, খেলাধুলার আয়োজন করা, বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং এলাকার যে কোন সমস্যা মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সমিতির সদস্যরা। ফলে অত্র সংগঠনটি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ সংগঠনের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন এলাকার আনসার ভিডিপির সদস্যরা নতুন করে সংগঠিত হয়ে সমিতি গঠন করে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

চরাঞ্চল ক্রীড়া সাংস্কৃতিক পরিষদ, শেরপুর ঃ

প্রতিষ্ঠার সন ২০০২ খ্রিঃ
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ এম. এ রশীদ বি, এসসি
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ হাফিজুর রহমান দুলাল।

কার্যক্রম ঃ

এই সংগঠন শেরপুর সদর উপজেলার চরাঞ্চলের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। বিভিন্ন সময় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করাসহ কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনার আয়োজন করে উৎসাহ বৃদ্ধি করে আসছে।

www.pathagar.com

১১. শেরপুর উপজেলার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ

সামর্থ্য ঃ

০১। শেরপুর উপজেলার ভূমি খুব উর্বর। পর্যাপ্ত ধান, পাট, আলু, শাকসবজী এখানে উৎপন্ন হয়। বলাইরচর চরপক্ষীমারী এলাকায় উৎপন্ন শাকসবজী এবং এখানকার চাল ঢাকা চট্টগ্রামসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানী হয়ে থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদে অববাহিকার চরাঞ্চল ব্যতীত উপজেলার সকল এলাকাই সমতল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোমুগ্ধকর এবং হৃদয়গ্রাহী। উপজেলায় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত হাজার হাজার মণ ধান সারাদেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে ।

০২। অত্র উপজেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি চমৎকার। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে সুসম্পর্ক। কোন হানাহানি, রেষারেষি বা মারামারি নেই। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বা অসামাজিক কার্যকলাপ এখানে নেই। উপজেলার সকল সম্প্রদায়ের লোকজন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে ।

০৩। এলাকার জনগণ সহজ সরল এবং পরিশ্রমী ।

০৪। উপজেলা সদর থেকে ইউনিয়ন সদর পর্যন্ত পাকা রাস্তার যোগাযোগ। অধিকাংশ এলাকা বিদ্যুতায়িত। পৌরসভা এলাকায় গ্যাস ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে ।

০৫। টি এন্ড টি (ডিজিটাল), গ্রামীণ, একটেল, বাংলালিংক, সিটিসেল, ওয়ারিদ এবং সীমিত ক্ষেত্রে ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি সুবিধা বিদ্যমান। স্থানীয় পত্রিকার মধ্যে সাপ্তাহিক দশকাহনিয়া, সাপ্তাহিক শেরপুর এবং সাপ্তাহিক চলতি খবর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়মিত এখানে আসে এবং স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো দেখা যায়।

০৬। জেলা সদর উপজেলা হওয়ায় উপজেলার সাথে দেশের সকল এলাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ রয়েছে।

দুর্বলতাসমূহ ঃ

০১। অত্র উপজেলার অর্ধেকের বেশি জনসাধারণ হতদরিদ্র শ্রেণীর। জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভূমিহীন। মৌসুমী বেকারের সংখ্যাও এ অঞ্চলে প্রচুর। শুধু ধান রোপন ও কাটার সময় তাদের হাতে কাজ থাকে। কিছু লোককে কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে দেখা যায়। এলাকার অনেক পুরুষ/মহিলা ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে ভীড় জমায় কাজের সন্ধানে। ফলে কোন কোন সময় শ্রমিকের সংকট দেখা দেয়।

www.pathagar.com

০২। অশিক্ষা এলাকার জনগণের প্রধান দুর্বলতা। বর্তমানে উপজেলার শিক্ষার হার মাত্র ৩১.৩২। অধিকাংশ জনগণই হতদরিদ্র (১৮০০ ক্যালরীর নিচে যারা খাদ্য গ্রহণ করে) এবং সহজ সরল। এ সরলতার সুযোগে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুদ্রার শক্তিশালী সিন্ডিকেট। সরকারী বেসরকারী ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে নানা আনুষ্ঠানিকতার কারণে তারা মুখাপেক্ষী হয় মহাজনদের। অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে তারা সরকারী/বেসরকারী সহজ শর্তের ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়।

০৩। অত্র এলাকায় প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়। বোরো ধানের সময়ে উপজেলার অধিকাংশ এলাকার ধান বৈশাখ মাসে আগাম চলে আসে। ফলে ক্ষেতের ফসল কালবৈশাখীর ঝড় ও শিলাবৃষ্টির কবলে পড়ার আশংকা থাকে। বাওয়া (আমন) ধানের সময় ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার চরাঞ্চল (দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল) প্রায় প্রতি বছরই বন্যা কবলিত হয় এবং উপজেলার উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রায় প্রতি বছরই পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হয়। ফলে কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

০৪। বন্যা, পাহাড়ী ঢল এ উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হানে। ২০০৭ এর উপর্যুপরি বন্যায় ধান ও শাকসবজী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে এ অঞ্চলের কৃষকদের অসহায়ত্ব আরো বেড়ে যায়। অনেক ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে যায়। একই বছর পাহাড়ী ঢলেও উপজেলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। চরপক্ষীমারী ইউনিয়নের কিছু এলাকা নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে অনেক পরিবার গৃহহীন হয়।

০৫। গ্রাম গুলোর সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ সচ্ছন্দ নয়। বিশেষ করে উপজেলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের (বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি, চরপক্ষীমারী, কামারেরচর, চরমোচারিয়া, চরশেরপুর, বলাইরচর, লছমনপুর) ইউনিয়নের। যোগাযোগ সচ্ছন্দ না হওয়ার জন্য এ অঞ্চলের জনগণ প্রায়শঃই সরকারী নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

০৬। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে এ উপজেলা পিছিয়ে আছে। ২৫% পরিবার এখনো স্যানিটেশনের আওতার বাইরে রয়েছে ।

০৭। অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন বিলীন হয়ে যাচ্ছে যা সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ সরকারী বেসরকারী কোন পর্যায়েই লক্ষ্য করা যায় না ।

০৮। নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু কৃষি পণ্য যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, মরিচ, আদা, বিভিন্ন জাতের ডাল, ইত্যাদির উৎপাদন উপজেলায় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে উপজেলাবাসীকে এসব পণ্য বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

ঝুঁকি ঃ

০১। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অতিবর্ষণের ফলে অকাল বন্যা দেখা দিতে পারে ।
০২। কালবৈশাখী ঝড় এবং শিলা বৃষ্টি পাকা ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি করতে পারে ।

www.pathagar.com

০৩। মৌসুমী বেকারত্ব দেখা দেয় ।

০৪। উঠতি বয়সের কিছু যুবকের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রবণতা আছে। পুরুষ জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশের ধূমপানের অভ্যাস আছে। কিছু কিছু এলাকায় এক শ্রেণীর মানুষের জুয়া খেলার প্রবণতা আছে।

০৫। খোলা পায়খানা এবং সামান্য কিছু এলাকায় আর্সেনিক যুক্ত পানির সমস্যা আছে।

০৬। উপজেলায় ইনজুরিজনিত যেমন ঃ সড়ক দুর্ঘটনা, পানিতে ডুবে, আত্মহত্যা, পুড়ে যাওয়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, বিষাক্ত প্রাণীর কামড় ইত্যাদি সমস্যা আছে।

০৭। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্কজাত এইডস/এইচআইভি সংক্রমণের আশংকা রয়েছে।

সুযোগ ঃ

১। উপজেলায় উৎপন্ন হাজার হাজার মন ধানের সাথে রয়েছে সস্তা জনশক্তি। তাছাড়া অন্যান্য কৃষি পণ্য ও ফল উৎপাদিত হয় ফলে এ সব পণ্য সুষ্ঠুভাবে অন্যত্র রপ্তানীর জন্য রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত করন অঞ্চল (Export Processing Zone) গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২। দেশের অন্যান্য এলাকার সাথে যোগাযোগ ভাল হওয়ায় সহজেই এখানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী গড়ে তোলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এখানকার অনেক মেয়ে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করে থাকে। স্থানীয়ভাবে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে তুলতে পারলে তারা আর ঢাকা বা রাজধানীতে যাবে না।

৩। অনেক পুকুর, ডোবা, বিল আছে এসব জলাশয়ের মিঠা পানিতে মাছের ব্যাপক চাষ করা সম্ভব। ফলে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ফার্ম গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ আছে এ উপজেলায়।

৫। নার্সারী ও বনায়নের জন্য এ উপজেলায় যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

১২. উপজেলার কতিপয় সমস্যা ও প্রস্তাবনা

০১। কৃষিক্ষেত্রে সমস্যা ঃ

ক) অপরিকল্পিত ভাবে সার প্রয়োগের ফলে ধানের আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না, ধান ক্ষেতে চিটা হতে দেখা যায়।

প্রস্তাবনা ঃ কৃষকদের এ ব্যাপারে সুষম ভাবে সার প্রয়োগের জন্য সচেতন করে তুলতে হবে। কৃষি বিভাগ সচেষ্ট থেকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

খ) সুষম সার প্রয়োগের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে বোরো মৌসুমে ইউরিয়া সার সংকট তীব্র আকার ধারণ করে ফলে কৃষক সময়মতো জমিতে সার প্রয়োগ করতে পারে না এবং সার সংগ্রহের জন্য কৃষকের অনেক কষ্ট শিকার করতে হয়।

প্রস্তাবনা ঃ কৃষক প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার যাতে পায়, সে ব্যাপারে পূর্ব থেকেই তাদের সচেতন করে বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) উপজেলার অধিকাংশ কৃষক ধান চাষের উপর নির্ভরশীল ফলে ফলজ ও শাকসবজীর চাষ তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

প্রস্তাবনা ঃ কৃষি বিভাগ সহ অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী সার্ভিস প্রোভাইডারগণ প্রত্যেক কৃষককে তার মোট জমির ১০% জমিতে অন্যান্য ফসল যেমন ঃ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজী, ফল ফলাদি ডাল জাতীয় ফসল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ধনিয়া ইত্যাদি চাষ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে পারেন।

ঘ) শাক সবজী ও অন্যান্য কৃষিপণ্য বাজার জাত করণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।

প্রস্তাবনা ঃ সরকার তথা প্রশাসন শাকসবজী ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন কারী কৃষকদের মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। এসব পণ্য সরকারী তত্ত্বাবধানে ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে পারে। কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য এবং অন্যত্র রপ্তানী প্রক্রিয়া জাত করণের জন্য সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে এগ্রো বেইজড রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (EPZ) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

ঙ) পর্যাপ্ত আলু এ উপজেলায় উৎপাদিত হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোল্ডস্টোরেজ না থাকায় আলু সংরক্ষণ সমস্যা হয়।

প্রস্তাবনা ঃ বেসরকারী উদ্যোগে আলু সংরক্ষণের জন্য কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

০২। মৎস্য ক্ষেত্রে সমস্যা ঃ

ক) উপজেলায় অনেক পুকুর জলাশয় ও বিল আছে। কিছু খাস পুকুর ও জলাশয় অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। সরকারী বা ব্যক্তি মালিকানার এসব অধিকাংশ জলাশয়ে পরিকল্পিত আধুনিক পদ্বতিতে মৎস্য চাষ করা হয় না। ফলে উপজেলায় মৎস্য ঘাটতি থেকে যায়।

প্রস্তাবনা ঃ ব্যক্তি মালিকানার পুকুর জলাশয়ের পাশাপাশি সরকারী খাস বদ্ধ জলাশয়গুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করলে বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি সরকারী রাজস্ব আয় ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে।

খ) শেরপুর উপজেলায় মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য একটিও হ্যাচারী নাই। কাজেই মানসম্মত পোনা সংগ্রহ এ উপজেলার মৎস্য চাষীদের একটি বড় সমস্যা ।

প্রস্তাবনা ঃ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে এ উপজেলায় মৎস্য হ্যাচারী প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরী।

০৩। পশু সম্পদ ও পোল্ট্রি সেক্টরের সমস্যা ঃ

ক) এ উপজেলায় গবাদী পশু ও পোল্ট্রি সেক্টরে নানা সমস্যা রয়েছে। যান্ত্রিক চাষাবাদ শুরু হওয়ায় কৃষকরা গবাদী পশু পালনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। হাঁসমুরগীর বাচ্চা উৎপাদনের জন্য এ উপজেলায় কোন হ্যাচারী নেই। খামারীদের দূরদূরান্ত থেকে হাঁস মুরগীর বাচ্চা সংগ্রহ করতে হয়। সাম্প্রতিক বার্ড ফ্লু আতংকে খামারীরা পোল্ট্রি ফার্ম প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। গবাদী পশুর বংশবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র নেই।

প্রস্তাবনা ঃ গবাদী পশু এবং পোল্ট্রি খামার আরো গড়ে তোলার জন্য পশু সম্পদ অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সরকারী/বেসরকারী অন্যান্য দপ্তরকেও জনগণকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। বার্ড ফ্লু সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে। হাঁসমুরগীর বাচ্চা উৎপানের জন্য তুষ পদ্ধতি ও অন্যান্য উন্নত পদ্ধতিতে হ্যাচারী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। গবাদী পশুর উন্নত জাতের বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

০৪। শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা ঃ

প্রয়োজনের তুলনায় অত্র উপজেলায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী কম এবং ঝরে পড়ার প্রবণতা বেশি। এ ছাড়াও রয়েছে বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা।

প্রস্তাবনা ঃ শিক্ষার হার এ উপজেলায় অত্যন্ত কম মাত্র ৩১.৩২% হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগে ইউনিয়ন পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও র‍্যালী করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা আবশ্যক। শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য এবং বাল্য বিবাহ, যৌতুক, কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

০৫। বিদ্যুৎ সমস্যা ঃ

বিদ্যুৎ সরবরাহ অবিরত না হওয়ায় বোরো মৌসুমে সেচকার্য বাধা গ্রস্ত হয়। কল কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকার জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াশোনা ও জনগণের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। তাছাড়া উপজেলার সকল এলাকায় এখনো বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি ।

প্রস্তাবনা ঃ জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেই দুর্নীতি থাকায় বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কার্যকর লোড ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক।

০৬। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সমস্যা ঃ

উপজেলা সদর থেকে ইউনিয়ন সদর পর্যন্ত যোগাযোগ ভাল তবে গ্রাম গুলোর সাথে যোগাযোগ সচ্ছন্দ নয় বিশেষ করে উপজেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের ইউনিয়ন যেমন ঃ চরপক্ষীমারী, চরমোচারিয়া, বলাইরচর, বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি, চরশেরপুর, কামারেরচর ও লছমনপুর।

প্রস্তাবনা ঃ উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রামগুলোর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সরকারী বরাদ্দের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার/উপজেলা প্রকৌশলীর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। যোগাযোগ ভাল হলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে এবং নিভৃত পল্লী এলাকার জনগণ উন্নয়নের ছোঁয়া পাবে।

০৭। মৃগী নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদী খনন/ড্রেজিং এবং বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন ঃ

মৃগী নদীটি উপজেলার বুক চিরে প্রবাহিত। নদীটি ভরাট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপাড় অরক্ষিত থাকায় সামান্য বন্যা হলেই ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা ঃ মৃগী নদী খনন করে পাড় উচুঁ করা প্রয়োজন। পৌরসভা/পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে নদীটি শাসন করতে পারে এবং বৃক্ষরোপণ ও পাড় বাঁধাই করে বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। শেরপুর শহরে কোন পার্ক বা বেড়ানোর জায়গা না থাকায় শেরপুর বাসীর জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক স্থান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। শেরপুরের দুঃখ ব্রহ্মপুত্র নদ। নদের পূর্ব পাড়ে উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের অবস্থান। নদীড্রেজিং, বেড়ি বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণ করে ফসল হানি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

০৮। শিল্প সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার অবলোপন ঃ

এক সময় শেরপুর উপজেলা শিল্প সংস্কৃতি ও ক্রীড়ায় প্রসিদ্ধ ছিল। সাধারনত ধান কাটার পর পুরো বর্ষার মৌসুম জুড়ে চলতো জারি গান, পালা গান, যাত্রা, নাটক, পুঁথিপাঠ, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকাবাইচ, হাডু-ডু, ফুটবল, দাঁড়িয়া বাধা ও বৌচি ইত্যাদি খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু আকাশ সংস্কৃতি ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলোর প্রভাবের কারণে এসব ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া কালের গর্ভে বিলীন হতে চলেছে।

০৯। শিশুপার্ক ঃ

উপজেলায় শিশুদের বিনোদনের জন্য কোন শিশু পার্ক নেই। সম্প্রতি শেরপুর পৌরসভা শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্কে একটি চিলড্রেন কর্ণার নির্মান করেছে।

প্রস্তাবনা ঃ শেরপুর পৌরসভা শহরের একটি উপযুক্ত স্থানে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি শিশুপার্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

১০। লাইব্রেরী স্থাপন ঃ

উপজেলার শিক্ষিত জনসাধারনের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস দিন দিন কমে যাচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতি, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদির প্রসার ঘটায় প্রিন্ট মিডিয়া বা বই পড়ার প্রতি জনগণের অনীহা সর্বজন বিদিত। প্রয়োজনীয় বই পড়ার প্রতি মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য উপজেলা পরিষদে বিদ্যমান বিলুপ্ত প্রায় লাইব্রেরীটি পুনরুজ্জীবন ঘটানো প্রয়োজন। প্রস্তাবিত তথ্য কেন্দ্রের সাথে অথবা পৃথক ভাবে এই লাইব্রেরীটি স্থাপন করা যেতে পারে। ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যানগণের উদ্যোগে ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য পরিষদ ভবনের একটি কক্ষে লাইব্রেরী স্থাপন করতে পারেন।

www.pathagar.com

চরাঞ্চলের সমস্যা ঃ

উপজেলার চরাঞ্চলের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছরই আক্রান্ত হয়। ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। মঙ্গাপীড়িত এলাকার মধ্যে শেরপুর অন্যতম অথচ এখানকার চরাঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি।

প্রস্তাবনা ঃ সরকার চরাঞ্চলের মানুয়ের উন্নয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন চরাঞ্চলকে চর জীবিকায়ন প্রকল্প চালু করেছে। শেরপুর উপজেলার চরাঞ্চল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - ক

যাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া প্রোফাইল প্রণয়ন সম্ভব হতো না তাঁদের নাম/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। জনাব আলহাজ মোঃ ইদ্রিস মিয়া, চেয়ারম্যান, ইদ্রিস গ্রুপ অব কোম্পানী।
২। জনাব আলহাজ মোঃ আবুল হাশেম, চেয়ারম্যান, বাবর এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড।
৩। জনাব আলহাজ জয়নাল আবেদীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।
৫। জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, মেসার্স রাশেদুল ইসলাম, কুসুমহাটি বাজার, শেরপুর।
৬। জনাব মোঃ মীর দেলোয়ার হোসেন, মীর ট্রেডার্স, রঘুনাথ বাজার, শেরপুর।
৭। জনাব অরুন সাহা রায়, গৌরব ট্রেডার্স, গৃর্দানারায়নপুর, শেরপুর।
৮। জনাব মোঃ ওয়াহেদ আলী মল্লিক, মল্লিক স্টোর, রঘুনাথ বাজার, শেরপুর।
৯। জনাব মোঃ বদিউজ্জামান বাদশা, বাদশা ট্রেডার্স, কামারেরচর বাজার, শেরপুর।
১০। জনাব মোঃ ফরহাদ আলী, মেসার্স ফরহাদ আলী, সজবরখিলা, শেরপুর।
১১। জনাব মোঃ আঃ মান্নান, মেসার্স আঃ মান্নান সজবরখিলা, শেরপুর।
১২। জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, বোরহান এন্ড ব্রাদার্স, বাজিতখিলা, শেরপুর।
১৩। জনাব তাপস নন্দী, শিমলা ট্রেডার্স, ভাতশালা, শেরপুর।
১৪। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, যমুনা ট্রেডার্স, বাস স্ট্যান্ড রোড, শেরপুর ।
১৫। জনাব মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন, ইলিয়াস ট্রেডার্স, তেরাবাজার, শেরপুর।
১৬। জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সিরাজ ট্রেডার্স, কামারেরচর বাজার, শেরপুর।
১৭। সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ বাংলাদেশ (সিইপিআরবি)।
১৮। জনাব আব্দুল মান্নান ভাষানী, নির্বাহী পরিচালক, এসপিএস, শেরপুর।
১৯। জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, ফামা গ্রুপ-অব- কোম্পানী, ঢাকা।
২০। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্যারাগন গ্রুপ, ঢাকা।
২১। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভাতশালা, শেরপুর।
২২। দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।
২৩। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি, শেরপুর।
২৪। ওয়ার্ল্ড ভিশন, শেরপুর।
২৫। উন্নয়ন সংঘ, শেরপুর।।
২৬। এসএসএস, শেরপুর।
২৭। সুনীতি সংঘ, শেরপুর।
২৮। আরডিএস, শেরপুর।
২৯। ওয়াশ কর্মসূচী, শেরপুর।
৩০। সেবা পরিষদ, শেরপুর।

www.pathagar.com

৩১। এআরডি, শেরপুর।
৩২। ক্যাপ, শেরপুর।
৩৩। স্ব-নির্ভর নারী কল্যাণ সংস্থা, ভূঁইয়ার চর, শেরপুর।
৩৪। আশা, শেরপুর শাখা।
৩৫। সেতু, শেরপুর।
৩৬। শেরপুর উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।

পরিশিষ্ট - খ

ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন ঃ

১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, পৌর ভূমি অফিস।
২। জনাব নিমিল চন্দ্র সাহা, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, লছমনপুর, ইউপি ভূমি অফিস।
৩। জনাব আবুল হোসেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, রঘুনাথপুর ইউনিয়ন, ভূমি অফিস।
৪। জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, চৈতনখিলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
৫। জনাব মোঃ মাইনুল হক চৌধুরী, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, চরপক্ষীমারী, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
৬। জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, কামারেরচর, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
৭। জনাব মোঃ নেজামুল হক (ভাঃ), ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, রৌহা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
৮। জনাব মোঃ খালিদ হাসান (ভাঃ), ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ধলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
৯। জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ভীমগঞ্জ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
১০। জনাব মোঃ আজাহারুল ইসলাম (ভাঃ), ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, বাজিতখিলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
১১। জনাব মোঃ আজমিনা আক্তার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, গাজীরখামার, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
১২। জনাব আলী হোসেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, বলাইরচর, ইউনিয়ন ভূমি অফিস।
১৩। জনাব মোঃ সাইদুল হক, তৌজি সহকারী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), শেরপুর এর কার্যালয়।
১৪। মলয় চাকী, সংস্কৃতিকর্মী, শেরপুর।
১৫। জয়শ্রী নাগ, নারীনেত্রী, শেরপুর।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

* শ্রী হরচন্দ্র চৌধুরী ঃ শেরপুর বিবরণ, প্রকাশক ঃ শ্রী হরচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর টাউন, শেরপুর। বিডন স্ট্রীট ৩২, ১ নং ভবন স্কুল বুক প্রেস, শ্রী ভোলানাথ দে দ্বারা মুদ্রিত, ২২ ভাদ্র ১২৯৭ বাংলা।
* শ্রী বিজয় চন্দ্র নাগ ঃ নাগ বংশের ইতিবৃত্ত, বিজয় চন্দ্র নাগ কর্তৃক প্রকাশিত, শেরপুর টাউন, ১৩৩৬ বাংলা।
* শ্রী কেদারনাথ মজুমদার ঃ ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, আনন্দ ধারা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫।
* অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, শেরপুরের ইতিকথা, প্রকাশক ঃ চেয়ারম্যান, শেরপুর মিউনিসিপাল কমিটি, শেরপুর টাউন, শেরপুর। ডিসেম্বর ১৯৬৯।
* পন্ডিত ফসিহুর রহমান ঃ শেরপুর জেলার অতীত ও বর্তমান, ইউনুস প্রেস, তিনানী বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর। জুলাই ১৯৯০।
* উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শেরপুর।
* সরকারী/বেসরকারী অফিস।
* ডঃ সুধাময় দাস ঃ শেরপুর উপজেলা সমীক্ষা (পত্রাহ) এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

www.pathagar.com

স্থির চিত্রে শেরপুর

'চারু ভবন'
বর্তমানে
শেরপুর পৌরসভা
কার্যালয়

শেরপুর গেইট
শোরআলী গাজী তোরণ

পুঠিয়া রাজ
এস্টেট
বর্তমানে
কামারের চর
তহসিল কাচারী

www.pathagar.com

আড়াইআনি জামিদারদের
আবাসস্থল বর্তমানে
শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ
কার্যালয়

পৌনে তিনআনী
জমিদারদের বাসভবন
বর্তমানে এটিআই
পরিত্যাক্ত রেস্টহাউজ

পৌনে তিনআনী
জমিদারদের আবাসভূমি
বর্তমানে শেরপুর
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
(এটিআই) কার্যালয়

www.pathagar.com

ছাওয়াল পীরের দরগাহ (নবীনগর) দরগাহের কবরটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কবরখানা

শেরআলী গাজীর মাঝার (গাজীর মাঝার) যার নামে শেরপুরের নামকরণ করা হয়।

ব্রহ্মপুত্র সেতু

www.pathagar.com

রঘুনাথ জিওর মন্দির

রঘুনাথ জিওর লোকনাথ মন্দিরে স্থাপিত
বাবা লোকনাথের প্রতিমা

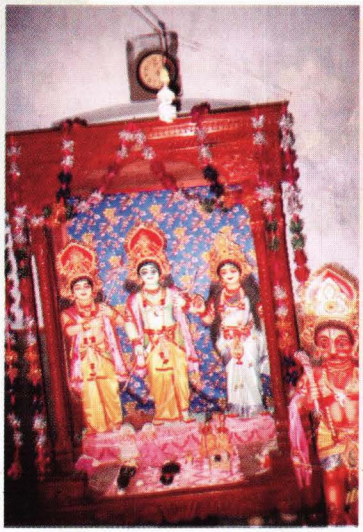

রঘুনাথ জিওর মন্দিরের প্রতিমা সম্পদ

চাতাল শিল্প শেরপুরের প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য

www.pathagar.com

হযরত শাহ কামাল (র:)
মাজার শরীফ

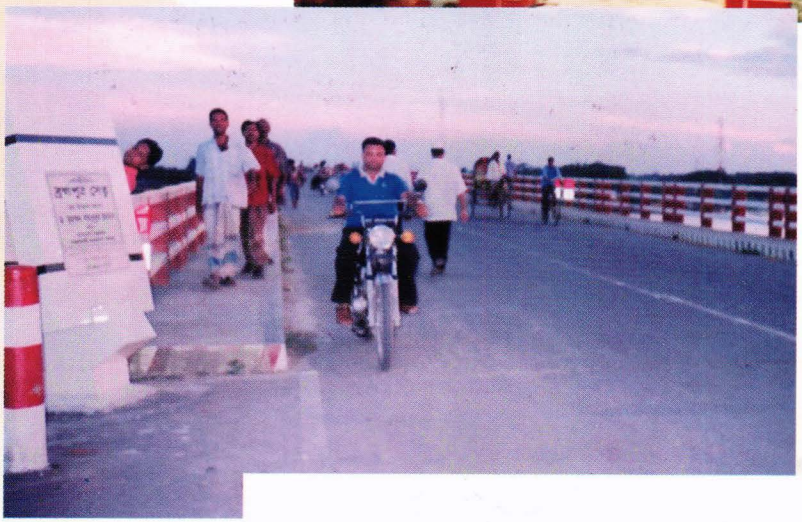

ব্রহ্মপুত্র সেতু
শেরপুরের সাথে জামালপুর
হয়ে উত্তরবঙ্গের সাথে
সংযোগরক্ষাকারী
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের
উপর ব্রহ্মপুত্র সেতু

শেরপুরে
জি.কে
পাইলট হাইস্কুল

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী
মাইসাহেবা
মসজিদ

শেরপুর
কেন্দ্রীয়
শহীদ মিনার

www.pathagar.com

উপজেলা প্রোফাইলের মত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রকাশনার সাথে জড়িত
সকলকে বিসিআইসি সার ডিলার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে

আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ

ক্রমিক নং	সার ডিলারদের নাম	ঠিকানা
১	জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবুল হাশেম	লাকী এন্টারপ্রাইজ, সদর হাসপাতাল রোর্ড, শেরপুর
২	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম	মেসার্স রাসেদুল ইসলাম, কুসুমহাটি বাজার, শেরপুর
৩	জনাব মোঃ মীর দেলোয়ার হোসেন	মীর ট্রেডার্স, রঘুনাথ বাজার, শেরপুর
৪	জনাব অরুন সাহা রায়	গৌরব ট্রেডার্স, গৃর্দ্দানারায়নপুর, শেরপুর
৫	জনাব মোঃ ওয়াহেদ আলী মল্লিক	মল্লিক স্টোর, রঘুনাথ বাজার, শেরপুর
৬	জনাব মোঃ বদিউজ্জামান বাদশা	বাদশা ট্রেডার্স, কামারেরচর বাজার, শেরপুর
৭	জনাব মোঃ ফরহাদ আলী	মেসার্স ফরহাদ আলী, সজবরখিলা, শেরপুর
৮	জনাব মোঃ আঃ মান্নান	মেসার্স আঃ মান্নান, সজবরখিলা, শেরপুর
৯	জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন	বোরহান এন্ড ব্রাদার্স, বাজিতখিলা, শেরপুর
১০	জনাব তাপস নন্দী	শিমলা ট্রেডার্স, ভাতশালা, শেরপুর
১১	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	হাসনা ট্রেডার্স, বাস স্ট্যান্ড রোর্ড, শেরপুর
১২	জনাব মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন	ইলিয়াস ট্রেডার্স, তেরাবাজার, শেরপুর
১৩	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সিরাজ ট্রেডার্স, কামারেরচর বাজার, শেরপুর

শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল বই আকারে প্রকাশ করার
সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি

শেরপুর

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল প্রকাশনার
শুভ উদ্যোগকে আন্তরিক সমর্থন জানাই

সাকী অটো রাইছ মিল
সাদুজ্জামান রাইছ মিল
পিয়ারী রাইছ এন্ড ফ্লাওয়ার মিল
সাদী ট্রান্সপোর্ট

প্রোঃ হাজী মোঃ জয়নাল আবেদীন, ঢাকলহাটি, শেরপুর।
ফোন - ০৯৩১-৬১৫২৩, ৬১৫৫৩, মোবাইল ঃ ০১৭১১-৬৪৩৩৪৮

শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে
গৌরব বোধ করছি
এ কাজে জড়িত সকলকে জানাই

আন্তরিক মোবারকবাদ

আলহাজ্ব মোঃ আবুল হাশেম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাবর এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।
জেলা হাসপাতাল রোড, নারায়নপুর, শেরপুর।
অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ঃ বাবর ফিলিং স্টেশন, বলবাড়ী, মধ্যবয়ড়া, শেরপুর।
আবুল হাশেম ব্রিক্স (A H B), জেলখানা রোড, দমদমা, শেরপুর।
কে নাহার পোল্ট্রি কমপ্লেক্স, দমদমা, শেরপুর।
এস, এস, ফিলিং স্টেশন, ভাতশালা, শেরপুর।
লাকী এন্টারপ্রাইজ, জেলা হাসপাতাল রোড, শেরপুর।
ফোন ঃ ০৯৩১-৬১৩৪৯, ৬১২৮৭, ৬১১২৬, ৬২৫২৪,
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫৯৫৮৬৯, ০১৭১৬-২৭৩৩৭৯

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলার প্রোফাইল প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই

পোষাকের জগতে অনন্য নাম

মৌ ফ্যাশন

প্রোঃ মোঃ আতাউর রহমান

মুসলিম মার্কেট, শহীদ বুলবুল সড়ক

শেরপুর টাউন, শেরপুর।

মোবাইল ঃ ০১৯১১-৫৫৫৯৮৫, ০১৫৫৮-৩৩৪৭৭৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে

প্যারাগণ গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে

প্রাণ ঢালা অভিনন্দন

ধন্যবাদান্তে,

মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান নির্বাহী

সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

মেসার্স প্যারাগণ মিডিয়া এন্ড এড্ভারটাইজার্স

মেসার্স প্যারাগণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

মেসার্স প্যারাগণ এগ্রিকালচার্স।

২২৫/১-ঘ, দক্ষিণ পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ঃ ০২-৯০০৬৭২৯, মোবাইল ঃ ০১৮৯-২১৭২৯৫

E-mail : pmaagni.com.net

www.pathagar.com

শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল প্রকাশের উদ্যোগ সফল হোক

শুভেচ্ছান্তে

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস), শেরপুর ।

সংস্থার কার্যক্রম ঃ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, বাংলাদেশ গৃহায়ণ প্রকল্প
শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী ।

শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল

প্রকাশনা একটি মহতী উদ্যোগ । প্রোফাইলটি ঐতিহ্যবাহী শেরপুরের একটি তথ্যপঞ্জি হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস ।
প্রোফাইল সম্পাদনার সাথে জড়িতদের

আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মোঃ আজিজুর রহমান

চেয়ারম্যান ঃ ফার্মা গ্রুপ অব কোম্পানী, ঢাকা ।

সভাপতি - প্রজন্ম ৭১ কেন্দ্রীয় কমিটি, দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শহীদ আইজউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা, শহীদ আইজউদ্দিন স্মৃতি পাঠাগার, বানিয়াপাড়া, শেরপুর ।
ইসি মেম্বার - বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ভিশন-২০২১, ঢাকা ।
সভাপতি - প্রজন্ম ৭১ কল্যাণ ট্রাস্ট, শহীদ আইজউদ্দিন ক্লাব এবং
শহীদ আইজউদ্দিন স্মৃতি সংসদ, ঢাকা ।

বাসা - ৩২/৪, রোড - ১০, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ । মোবাইল - ০১৭১১-৬৩৮৬৩৮